The Dream Merchants/Harold Rabins
Translated by
Santosh Chatterjee

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ '৬৭
প্রকাশিকা : লতিকা সাহা/মডার্ণ কলাম,
১০/২এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯
মুদ্রাকর : জি. শীল/ইম্প্রেসন প্রবলেম,
২৭এ, তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৭০০০০৫
প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

মন্মথ বসু

প্রীতিভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত আরও বই ঃ

পরের ঘটনা

১৯৩৮

সোমবার

আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম রকফেলার প্লাজায়। মার্চ মাস হলেও বেশ ঝড়ো বাতাসের দিনই আজ। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার সময় বাতাসে আমার কোট উড়তে চাইছিলো। ট্যাক্সি চালককে এক ডলার দিয়ে বাকি খুচরো রেখে দিতে বলতেই সে আমাকে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ জানালো। মিটারে উঠেছিল মাত্র ৩০ সেণ্ট।

ট্যাক্সি চলে গেলে বাড়িটায় ঢোকার আগে কয়েক মিনিট প্রাণভরে শ্বাস টানলাম। বাতাসে বেশ পরিচ্ছন্নতারই আবেশ, এখনও সেটা গ্যাসোলিনে কলুষিত হয়ে ওঠেনি। বেশ ভালো লাগছিলো বহুদিন এমন অনুভূতি জাগেনি আমার।

বাড়িটায় প্রবেশ করে চেজ ব্যাঙ্কের কাছে নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ড থেকে টাইমস পত্রিকা কিনে সেলুনের দিকে এগোলাম।

অলঙ্কারের বেলায় যেমন টিফানি, সেলুনের ক্ষেত্রে তেমনই ডি জেমলার। দরজার কাছে পৌঁছতেই সেটা যেন যাদুর ছোঁয়ায় খুলে গেলো। ছোটোখাটো চেহারার এক ইতালীয় বড় বড় দাঁত মেলে বলে উঠলো, 'সুপ্রভাত, মিঃ এজ। আজ সকালেই এসে গেছেন।'

জবাব দেওয়ার আগে ঘড়ির দিকে নজর পড়লে সময় দেখলাম মাত্র দশটা। 'হ্যাঁ, জো', কোট খুলে বললাম। 'রোকো আছে?'

'নিশ্চয়ই, মিঃ এজ,' জো হাসলো। বললো, 'সে পোশাক বদলাচ্ছে। এক মিনিটের মধ্যেই আসছে।'

জ্যাকেট আর টাই জোর হাতে দিতেই রোকো পিছনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। জো সম্ভবতঃ ইঙ্গিত করতেই রোকো আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো।

'রোকো তৈরি, মিঃ এজ,' জো বলে উঠলো।

কাগজটা তুলে নিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসলাম। রোকো হাসিমুখে পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো। সে আমার গায়ে একটা কাপড় জড়িয়ে দিতে দিতে বললো, 'আজ খুব সকালেই, জনি।'

ওর কণ্ঠস্বরে না হেসে পারলাম না। 'হ্যাঁ,' জবাব দিলাম।

'তোমার পক্ষে তো বিরাট দিন, জনি,' ও আবার হাসলো। 'মনে হচ্ছে ঘুম হয়নি?'

'ঠিক,' তখনও হেসে জবাব দিলাম, 'ঘুমুতে পারিনি।'

সে এগিয়ে হাত ধোয়ার ফাঁকে বলে উঠলো, 'আমারও ধারণা সপ্তাহে এক হাজারের চাকরি পেলে আমিও ঘুমোতে পারতাম না।'

হো হো করে হেসে উঠলাম। 'দেড় হাজার, রক,' বললাম। টাকাই বড় নয়, এ হলো সম্মান।'

সে কাঁচি নিয়ে আমার চুল ছাঁটতে শুরু করলো। 'সম্মান ভুঁড়িওয়ালাদের জন্য। তোমায় শুধু পেটমোটা বলেই মনে হবে। আসলে গোপনে লজ্জাই পাবে—হয়তো ওটা না থাকলে আবার রোগা হতেই চাইবে।'

'আঙ্গুর ফল টক, রক,' বললাম। 'আমার পক্ষে এটা চমৎকার।'

রোকো জবাব দিলো না। আমি কাগজের পৃষ্ঠা উল্টে চললাম যতক্ষণ না নির্দিষ্ট পাতায় পৌঁছই। শেষ পর্যন্ত সেটা পেয়ে গেলাম। ওটা ছিলো আমোদ-প্রমোদের পাতায়। কুড়ি পয়েন্ট টাইপে দু কলম বিবরণ: 'জন এজ ম্যাগনাম পিকচার্সের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত।' এর নিচের কাহিনী অতি সাধারণ—চলচিত্র প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস। আমার ইতিহাস। একটু ভ্রূ কুঁচকে গেলো। ওরা এটাও বাদ দেয়নি যে বিখ্যাত অভিনেত্রী ডালসি ওয়ারেনের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।

রোকো কাঁধের উপর দিয়ে কাগজের দিকে তাকালো। 'মিঃ বিগ হয়েছো বলে স্ক্র্যাপ খাতা বানাতে হবে না কি, জনি?'

কথাটা সামান্য গায়ে ফুটলো ও যেন আমার মনের ভিতরটা পড়ে

ফেলেছে। তবু রাগ না করেন বললাম, 'বোকার মত কথা বোলো না, রক। আমি একই রকম আছি, শুধু আলাদা চাকরি পেলাম এই যা।'

'নয় বলছো?' রোকো নিঃশ্বাস ফেললো। একটু আগে এখানে ঢোকার সময় নিজেকে দেখা উচিত ছিলো। রকফেলার কোথায় লাগে।'

এবার সত্যিই মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। কোন জবাব না দিয়ে শুধু বললাম 'ম্যানিকিওরিস্টকে ডাকো।'

চুপচাপ বসে থাকার ফাঁকে, দাড়ি কামানো, শ্যাম্পু, সব কিছুই হয়ে গেলো। রোকোর দিকে ফিরে পকেট থেকে একটা পাঁচ ডলারের বিল এগিয়ে ধরলাম।

আমাকে যেন কৃপা করছে তেমন ভঙ্গিতেই রোকো সেটা পকেটে গুঁজে রেখে বললো, 'বুড়োর কাছ থেকে খবর পেয়েছো? তার ধারণা কি?'

'না' জবাব দিলাম। 'গ্রাহ্য করি না। তার কথা গোল্লায় যাক।'

'এভাবে বলা উচিৎ নয়, জনি।' ও আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো। 'তোমায় একবার প্যাঁচ কষে থাকলেও তিনি লোক হিসেবে চমৎকার। তিনি ববাবরই তোমাকে পছন্দ করেছেন। নিজের ছেলের মতই।'

'তবুও প্যাঁচ কষে ছিলেন, তাই না?' বেশ একটু চড়াস্বরেই জবাব দিলাম। রোকোর কণ্ঠস্বর বেশ শান্তই রইলো।

'করেছিলেন। তাতে কি? বুড়ো হয়েছিলেন, তার উপর অসুস্থ আর মরিয়া।' একটু থামলো রোকো আমার মুখের ধরা চুরুটে আগুন ধরানোর জন্যই। একটু মুখ এগিয়ে ও বললো, 'তাই একটু ক্ষ্যাপাটে হয়ে ওঠেন, ঝাল তোমার উপরেই পড়ে যায়। তাতে কি, জনি ওই ঘটনার আগের ত্রিশ বছর তুমি মুছে ফেলতে পারো না।

এটাও বলতে পারবে না ওই ত্রিশ বছর মোটেও ঘটেনি, কারণ তা সত্যিই ঘটেছিলো।'

আমি ওর চোখে চোখ রাখলাম। বাদামী, নরম ভাবই সেখানে ফুটে উঠেছিলো। যেন আমার জন্য দুঃখ বোধ করছিলো ওর চোখ দুটো। কিছু বলতে গিয়েও বললাম না, বরং জ্যাকেটটা পরে নিয়ে কোট হাতে করে বেরিয়ে এলাম।

ভ্রমণার্থীরা ইতিমধ্যেই বাড়িটায় হানা দিয়েছে। গ্রাম্য মানুষগুলো সারিবদ্ধ হয়েই অপেক্ষায় ছিলো। এই গেঁয়োলোকগুলো আদৌ বদলায় না। ওদের মুখে সেই একই রকম ছাপ স্পষ্ট—ত্রিশ বছর আগেও যা ছিলো এখনও অবিকল তাই। কেমন যেন হাঁ-করা ভাব।

ওদের কাটিয়ে এসকেলেটরের কাছে এগিয়ে গেলাম। সেখান থেকে প্রধান তলে। এলিভেটরে ঢুকতেই অপারেটর আমার দিকে তাকিয়ে ৩২-এর বোতাম টিপলো।

'সুপ্রভাত, মিঃ এজ,' ও বললো।

'সুপ্রভাত,' জবাব দিলাম।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই দ্রুতগতির এলিভেটর নির্দিষ্ট তলে পৌঁছে গেলো। দরজা খুলতেই আমি বেরিয়ে এলাম।

রিসেপশান ডেস্কের মেয়েটি হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানালো, 'সুপ্রভাত, মিঃ এজ।'

'সুপ্রভাত, মোনা।'

বারান্দা পার হওয়ার মুখে জবাব দিয়ে আমার নতুন অফিসের দিকে এগোলাম। এটা ওরই ছিলো। এখন আমার নামই দরজার সামনে। সামনে ঝুঁকে দেখতে চাইলাম তার নামের অবশিষ্ট কিছু রয়ে গেছে কিনা। তা ছিলো না। সবটাই ভালোভাবেই ওরা শেষ করেছে। নামটা যদি হাজার বছর ধরেও থাকতো সেটা সরিয়ে নিতে কয়েক মিনিটই লাগতো।

দরজার হাতলে হাত রেখে ঘোরাতে শুরু করেই আচমকা থমকে

দাঁড়ালাম। এখন পর্যন্ত সবই যেন স্বপ্নই। দরজার উপর নামটা আমার নয়, এটা তারই। নামটার দিকে ভালো করে নজর দিতে চাইলাম।

'মিঃ এজ.' কথাটা সোনার অক্ষরে লেখা।

আমি মাথা ঝাঁকালাম। রোকোই ঠিক। কারো পক্ষে ত্রিশটা বছর মুছে ফেলা অসম্ভব।

দরজা খুলে অফিসে প্রবেশ করলাম। এটা আমার সেক্রেটারির অফিস। আমারটা ভিতরে, পরের দরজাটাই।

জেন টেলিফোন নামিয়ে রাখছিলো। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে কোটটা নিয়ে এক নিঃশ্বাসেই সে বলে উঠলো, 'সুপ্রভাত, মিঃ এজ।'

'সুপ্রভাত, মিস অ্যাণ্ডারসন,' হাসিমুখে জবাব দিলাম, 'হায়রে, বড় লৌকিকতা দেখাতে চাইছি, তাই নয়?'

জেন হাসলো। 'যীশুর শপথ, জনি, তুমি এখন অফিসের বস্। কাউকে তো নিয়ম মেনে চলার পথ দেখাতে হবে।'

'সেটা আর কাউকেই করতে দিও, জেনি,' বলেই অফিসে ঢুকে গেলাম।

ঠিক দরজার মুখেই এক মিনিট দাঁড়ালাম, অভ্যস্ত হওয়ার জন্যই। নতুন করে সাজানোর পর এই প্রথমই আমি এসেছি। শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত স্টুডিওতেই ছিলাম, তারপর উড়ে যাই নিউ ইয়র্কে। আর আজ সোমবার সকাল।

জেন আমার সঙ্গেই অফিসে ঢুকেছিলো। 'পছন্দ হচ্ছে?' ও প্রশ্ন করলো।

চারদিকে তাকালাম। নিশ্চয়ই পছন্দ। সোনায় তৈরী এমন অফিস কারই বা পছন্দ হবে না? অফিসে দশটা জানালা, পাঁচটা এক এক দিকে। দেয়ালের ভিতরের অংশ কৃত্রিম কাঠের তৈরী। বড় দেয়ালে টাঙানো প্লেন থেকে তোলা একটা মুরাল। অন্যদিকে একটা চুল্লী। আমার ডেস্ক চমৎকার পালিশ করা মেহগনী কাঠে বানানো, উপরে

মানানসই চামড়ার ঢাকনা। তার বুকে চোখে পড়ছে আমারই সই। যে কোন সভার উপযুক্ত জায়গাই।

'পছন্দ হয়, জনি?' জেন আবার প্রশ্ন করলো।

মাথা নুইয়ে সায় দিলাম। 'নিশ্চয়ই।' ডেস্কের কাছে গিয়ে চেয়ারে বসতে চাইলাম।

'তুমি এখনও সব কিছু দেখোনি,' বলেই জেন চুল্লীর কাছে গিয়ে একট বোতাম টিপলো।

চুল্লী সরে গিয়ে একটা বার এগিয়ে আসতে লাগলো।

আমি শিস দিয়ে উঠলাম।

'দারুণ তাই না?' জেন গর্বিত কণ্ঠে বললো।

'আমি বোবা হয়ে গেছি,' জবাব দিলাম।

'এই সব নয়,' জেন জবাব দিলো। ও আবার বোতাম টিপলে চুল্লী স্বস্থানে ফিরে গেলো। আরও একটু এগিয়ে ও অন্য একটা বোতাম টিপলো। দেয়ালের কিছু অংশ সরে গিয়ে ঝকমকে একটা বাথরুমে দৃষ্টিগোচর হলো।

'এটা কেমন লাগছে' ও বললো।

আমি উঠে এগিয়ে গিয়ে ওকে দুহাতে জড়িয়ে একটু চাপ দিলাম। 'জেনি, এইমাত্র তুমি আমাকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মানুষ করে তুলেছো। কি করে জানলে আমি সবার আগে যা চাই তা এই ব্যক্তিগত কিছু?'

ও হেসে উঠলো। 'আমি খুব খুশী, জনি' যে তোমার এটা ভালো লেগেছে। আমার একটু চিন্তাই ছিলো।'

ওকে ছেড়ে ঘরটায় ঢুকে ঝরনা-কল আর বাকি সব কিছুতে চোখ বুলিয়ে ফিরে এলাম। 'তোমার চিন্তা দূর হয়েছে, খুকু, বাপির খুব পছন্দ হয়েছে।'

আবার ডেস্কের কাছে গিয়ে বসলাম। আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে।

অফিস পিটারের দখলে থাকার সময় সব কিছুই পুরনো ধাঁচেরই ছিলো। ঠিক ওরই মতো। লোকে বলে, কারও সেক্রেটারি যা ভাবে কারও সম্পর্কে সেটাই অফিস দেখে বোঝা যায়। আমি অবাক হয়ে গেলাম —জেনি কি আমাকে এরকমই ভাবে? জেনির অফিসে ফোন বেজে উঠতেই ও ছুটে গেলো। আমি একাকীই দাঁড়িয়ে রইলাম। অদ্ভুত হাস্যকর রকম একাকীই মনে হতে চাইছিলো আমার নিজেকে।

অনেক দিন আগে যখন পিটারের সহকারি ছিলাম, এতক্ষণে আমার অফিস লোকজনে ভরে উঠতো। কথাবার্তার ফাঁকে ঘরটা নীলাভ ধোঁয়ায় ভরে উঠতো। ওরা ওদের ভাবনা আমার কাছে জানাতে চাইতো ওদের ছবি সম্পর্কে ধারণা, বিক্রীর কথা, বিজ্ঞাপনের কথা। আমরা পরস্পর তর্ক জুড়েও দিতাম, তা সত্ত্বেও সব কিছুর মধ্যেই এমন কিছু অন্তরঙ্গতা থাকতো যা আর কোনদিনই পাবো না।

পিটার একবার বলেছিলো, 'তুমি যখন বস হয়ে উঠবে, জনি, তখন আত্মসর্বস্বই হয়ে উঠবে। কোন বন্ধু থাকবে না, শুধু শত্রু। কেউ তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলেও তুমি ভাবো এর উদ্দেশ্য কি। তুমি কেবল ভাবতে চাও ওরা তোমার কাছে কি চায়। যদিও ওদের কথা শুনে তাদের তুমি সন্তুষ্ট করতে চাও, কিন্তু সফল হও না। ওরা কিছুতেই ভুলতে পারে না তুমিই ওদের মাথা আর যে কোন মুহূর্তেই ওদের শেষ করে দিতে পারো। বস হওয়া বড়ই একাকীত্বে ভরা, জনি ভুলো না।'

সে সময় আমি হেসেছিলাম, তবে এখন বুঝতে পারছি সে কি বলতে চেয়েছিলো। প্রাণপণে ভাবনাটা দূর করতে চেয়ে ডেস্কের চিঠি পত্রের দিকে নজর দিলাম। আসলে কাজটা আমি নিজে চাইনি। প্রথম চিঠিটা তুলে নিতেই থমকে গেলাম। সত্যিই কি তাই? কথাটা মনে খেলে যেতেই পরক্ষণেই চিঠিটা খুলে পড়তে চাইলাম।

অভিনন্দন জানানো চিঠি। শিল্পের প্রত্যেকেই আমাকে অভিনন্দন পাঠিয়েছে, বড়, ছোট সকলেই। ব্যবসায় এই এক মজার ব্যাপার।

কেউ পছন্দ করুক ছাই না করুক কিছু ঘটলে অভিনন্দনের বন্যা বয়ে যায়।

চিঠিপত্র শেষ করার ফাঁকেই জেন একটা ফুলের তোড়া হাতে ফিরে এলো। মুখ তুলে বললাম, 'কে পাঠিয়েছে ?'

ভাসের উপর ফুলগুলো রেখে কোন জবাব না দিয়ে ও একটা গাদা খাম ছুঁড়ে দিলো।

খামের গায়ে 'ডি. ডব্লিউ' কথাটা দেখার আগেই জেনের হাবভাব দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ওটা কার কাছ থেকে এসেছে। খুব পরিচিত হস্তাক্ষর।

'সাফল্যের চেয়ে সফলতা আর কিছুতেই নেই, জনি,' ওতে লেখা ছিলো। 'মনে হচ্ছে আমি ভুলই ভেবেছিলাম।' সই করা ছিলো : 'ডালসি'।

ওটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে সিগারেট ধরালাম। ডালসি ! ডালসি এক কুক্কুরী। কিন্তু ওকে বিয়ে করেছিলাম ও সুন্দর মনে করেই। তাছাড়া ও এমনভাবে তাকাতে চাইতো যেন আপনিই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম পুরুষ। এতেই বোঝা যায় কাউকে কতোখানি বোকা বানানো যায়। আমি নিজে কতোখানি বোকা বনেছিলাম জানার মুহূর্তেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে গেলো।

'কোন ফোন এসেছিলো, জেন ?'

চিঠিটা পড়ার সময় ওর মুখে দুশ্চিন্তা ফুটে উঠলেও এখন তা কেটে গেলো। 'হ্যাঁ' ও উত্তর দিলো। 'জর্জ পাপাস। সময় পেলে ফোন করতে বলেছিলেন।'

'ঠিক আছে, ওকে ফোনে ধরো।'

জেনি চলে গেলো। জর্জ পাপাস আমার অনেক দিনের পরিচিত। সে বর্ডেন পিকচার্সের প্রেসিডেন্ট। ও ছবি প্রযোজনা করবে মনস্থ করায় সে-ই পিটারের ব্যবসা কিনে নিয়েছিলো।

আমার ফোন বেজে উঠতেই জর্জের গলা পেলাম, 'হ্যাল্লো, জনি ?'

'জর্জ, কেমন আছো ?' বললাম।

'চমৎকার। তুমি ?'

'অভিযোগের কিছু নেই।'

'লাঞ্চ খেলে কেমন হয় ?'

'মনে করে ভালো করেছো। জর্জ, এখানেই চলে এসো না। আমি অফিসটাও তোমাকে দেখাতে চাই।'

'খুব চমৎকার নাকি, জনি ?' ও হাসতে চাইলো।

'চমৎকার ঠিক কথা নয়,' আমি জানালাম। 'এ একেবারে সেই উঁচুদরের ফরাসী বেশ্যাবাড়ি। যাইহোক নিজের চোখেই দেখে যাও।'

'একটায়, জনি,' জর্জ জানালো।

টেলিফোন নামিয়ে জেনকে ডেকে সব দপ্তর-প্রধানদের ডাকতে বললাম। ওদের কথা শোনার সময় হয়ে গেছে। তাছাড়া বস হয়ে লাভ কি কাউকে যদি এ কাজে না পাওয়া যায় ?

একটা পর্যন্ত সভা চললো। প্রথমেই অভিনন্দনের বান ডাকলো। আমি সকলকে জানিয়ে দিলাম কোম্পানীর অবস্থা ভালো নয় তাই প্যাঁচ কষার রাস্তা ত্যাগ করে কাজেই নামা চাই, না হলে সকলেই পথে বসবো। কথাটা বলেই আমার মজা লাগলো। যে অফিস সাজাতে পনেরো গ্র্যাণ্ড খরচ হয়েছে সেখানে বসে এ কথা বলা শোভা পায় না। সৌভাগ্যের কথা ওরা এ রকম কিছু ভাবেনি। আমি সমবেত সকলকে জানিয়ে দিলাম খরচ কমাতে হবে আর অযোগ্যতাও দূর করা চাই। তারপর মধ্যাহ্ন ভোজের ছুটি। ওদের মুখভাব দেখেই বুঝে নিলাম কেউই এক কণাও খেতে পারবে না।

ওরা বিদায় নিলে দেয়ালে 'বারের' জন্য সেই বোতাম খুঁজতে চাইলাম। কিন্তু খুঁজে পেলাম না। জেনির দরজার কাছে গিয়ে সেটা খুলে ধরলাম।

'সেই চুলোর বোতাম খুঁজে পাচ্ছি না,' আমি জানালাম।

ও একটু চমকে উঠলো। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ও একটা বোতাম টিপতেই বললাম একপাত্র পানীয় তৈরী করতে, তারপর বাইরের দিকে পা বাড়ালাম। জেনি আমাকে থামিয়ে দিলো।

' 'ব্যক্তিগত' কথাটা মনে রেখো', ও একটা বোতাম টিপতেই বাথরুম দেখা গেলো।

কোন জবাব না দিয়ে ঢুকে গেলাম। একটু পরে বেরিয়ে আসতেই জর্জকে গ্লাস হাতে চারপাশে তাকাতে দেখলাম।

'কি রকম মনে হয়, জর্জ ?' বললাম।

ও আস্তে আস্তে হাসলো। তারপর বললো, 'দেয়ালে কিছু নগ্নিকার ছবি থাকলেই ঠিক হতো, জনি।'

এরপরেই দুজনে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য ইংলিশ গ্রীলে পৌছলাম। ওয়েটারকে খাবারের আদেশ দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে ধরলাম।

শেষ পর্যন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেললো জর্জ। 'আবার যৌবনেই ফিরে যেতে চাইতে পারো, জনি।'

'হ্যাঁ,' বললাম।

ও গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। 'ওঃ, আমি দুঃখিত, জনি। ভুলে গিয়েছিলাম।'

আমি হাসলাম। 'ঠিক আছে, জর্জ। এ নিয়ে ভাবি না, আর ভাবলেও তোমার কথাই ঠিক।'

ও উত্তর দিলো না। তবে আমি জানতাম ও কি ভাবছে। আমার পায়ের কথা। আমার ডান-পা। ওটা যুদ্ধে হারিয়েছিলাম। আধুনিক শারীরবিদ্যায় যা সম্ভব সেই রকম কৃত্রিম কিছু একটা আমার পা'য়ে লাগানো ছিলো। জানা না থাকলে কারো পক্ষে বোঝা অসম্ভব আমি কি দিয়ে চলাফেরা করছি।

আমার মনে পড়ছে স্ট্যাটেন দ্বীপের হাসপাতালে পিটার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে আমার মনের অবস্থা কেমন ছিলো। সারা

দুনিয়ার উপরই আমি ক্ষেপে উঠেছিলাম, আমার ত্রিশ বছরও বয়স নয় অথচ একটা পা হারালাম। বাকী জীবনই হয়তো হাসপাতালে শুয়ে কাটাতে হবে। পিটার বলেছিলোঃ 'একটা পা হারিয়েছো, জনি? কিন্তু কাঁধের উপর মাথাটা তো রয়েছে, তাই না? কোন মানুষ কিভাবে চলাফেরা করে তার উপর তার জীবন নির্ভর করে না। সে বেঁচে থাকে তার দুটো কানের মাঝখানে যা আছে তাই দিয়ে। তাই বোকার মত হতে চেও না। জনি, কাজে যোগ দাও, এ সবের কথা শিগগিরই ভুলে যাবে।'

অতএব আমি কাজে যোগ দিয়েছিলাম আর জনির কথাই ঠিক। এক রাতে ডালসি আমাকে খোঁড়া না বলা পর্যন্ত ভুলেই ছিলাম। তবে ডালসি এক কুক্কুরী। আর সময় মতো সেটাও ভুলে বসলাম।

খাবার আনা হলে খেতে শুরু করলাম। অর্ধেক খাওয়া হতেই আমি কথা শুরু করলাম।

'জর্জ, তুমি যে দেখা করতে এসেছো সে জন্য ধন্যবাদ। আমিই ডেকে পাঠাতাম।'

'কি জন্য?' ও প্রশ্ন করলো।

'ব্যবসা', বললাম। 'তুমি জানো কাঠামোটা কি রকম। তুমি এও জানো আমাকে কেন প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে। কারণ রনসেন ভাবে আমিই ওকে বাঁচাতে পারি।'

'আর সেটাই করতে চাও?' জর্জ প্রশ্ন করলো।

'ঠিক তা নয়,' সরলভাবেই বললাম, 'তবে ব্যাপারটা তুমি জানো। তুমি ত্রিশ বছরে কিছু গড়ে তুলে তাকে এভাবে শেষ হতে দিতে পারো না। তাছাড়া এটা একটা কাজও বটে।'

'তোমার এতো কাজের প্রয়োজনও আছে?' ও হেসে বললো।

আমি কথাটায় হাসতে চাইলাম। আমার কাজ দরকার ছিলো না কারণ আড়াই লাখ আমার নিজেরই আছে। বললাম 'সে হিসেবে নয়, তবে কিছু না করে কাটানোর তুলনায় বয়স আমার অল্পই।'

ও কোন জবাব দিলো না। তারপর এক মুখ স্যালাড নিয়ে বলে উঠলো, 'আমাকে কি করতে বলছো ?'

'আমি সেই ভয়ানক দশ নিয়ে তোমায় খেলতে বলতে চাই', বললাম। ও কি ভাবছিলো মুখে তা প্রকাশ পেলো না। কোন আশ্চর্য হওয়ার চিহ্নও সেখানে ফুটলো না যে আমি এমন কিছু নিয়ে খেলতে বলেছি চলচ্চিত্র জগৎ যে দশটি ছবিকে সবচেয়ে খারাপ কিছু বলেই আখ্যা দিয়েছে।

'তুমি কি আমার থিয়েটার বন্ধ করতে চাও, জনি ?' ও নরম গলাতেই প্রশ্ন করলো।

'ওগুলো এত খারাপ নয়, জর্জ,' আমি বললাম। 'তোমাকে ভালো প্রস্তাব দেবো। তুমি যেভাবে খুশি দেখাতো পারো, প্রতিদিন পঞ্চাশ ডলার। পাঁচশো দিনের গ্যারান্টি দাও। তারপরে ওগুলো বিনা দামেই তোমার হবে।'

জর্জ জবাব দিলো না।

চপ খাওয়া শেষ করে চেয়ারে আরাম করে বসে সিগারেট ধরালাম। আমি চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছি। জর্জের প্রায় ন'শোর মতো প্রদর্শনী গৃহ আছে। এতেই বোঝা যায় সে এর চারশোটিতে বিনামূল্যেই ওগুলো দেখাতে পারবে।

'কাগজে যা বলছে ওগুলো অতো খারাপ নয়', আমি বলতে চাইলাম, 'আমি নিজে দেখেছি, এর চেয়েও বাজে জিনিসও আছে।'

'আমাকে বেচতে চেষ্টা করো না, জনি' ; ও শান্ত স্বরে বললো। 'আমি কিনছি।'

'আরও একটা কথা, জর্জ,' আমি বললাম। 'টাকাটা এখনই দরকার।'

জবাব দেওয়ার আগে ও একটু ইতস্ততঃ করলো। তারপর বলল 'ঠিক আছে, জনি। তোমার জন্যই এটা করবো।'

'ধন্যবাদ, জর্জ' ; বললাম। 'সত্যিই দারুণ উপকার হবে।'

কফি পান করার ফাঁকে জর্জ প্রশ্ন করলো পিটারের কাছে ইদানীং কথা হয়েছে কিনা।

'আমার সঙ্গে ওর ছমাস দেখা হয়নি' ; বললাম।

'ওকে ফোন করতে পার না, জনি ?' ও বললো। 'আমার মনে হয় সে তোমার ডাক আশা করে।'

'সে-ই কথা বলতে পারে।'

'এখনও চটে আছো, অ্যাঁ, জনি ?'

'চটে নেই। বলতে পারো বিরক্ত। তার ধারণা ছবির ব্যবসাটা আমি হাতিয়ে নিতে চাই।'

'ওর সে বিশ্বাস রয়েছে বিশ্বাস করো ?'

'সে কি বিশ্বাস করে কিভাবে জানবো ? যে রাতে ওকে বলেছিলাম সবকিছু ওকে বিক্রী করে দিতে হবে, না হলে সে ডুববে, সে রাতেই সে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। সে আমাকে রনসেনের গুপ্তচর নাম দিয়ে তাকে ধ্বংস করার কাজ করছি এ কথাই বলেছিলো। ওর সব ভুলের দায় ও আমার ঘাড়েই চাপাতে চাইছিলো। ও যা করতে চাইতো তাতেই নাকি আমি বাধা দিয়েছি। না, জর্জ এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে গেছে।'

একটা সিগারেট ধরালো জর্জ। তারপর আরামে ধোঁয়া ছেড়ে বললো, 'ডোরিসের ব্যাপার কি ?'

'সে তার বুড়ো বাবার সঙ্গেই থাকবে ঠিক করেছিলো। ওর কাছ থেকে কোন খবর পাইনি।' কথাটা বলতে গিয়েও আঘাত পেলাম। 'অনেক ব্যাপারেই বোকামি করেছি, আর সব ভালো হবে বলে যখন মনে করেছি তখনই সব গোলমাল হয়ে যায়।'

'তার কি করা উচিত ভাবছো ?' জর্জ প্রশ্ন করলো। 'মেয়েটিকে আমি জানি। সব ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সময় সে বৃদ্ধকে ছেড়ে আসবে ভেবেছিলে ? এরকম করার সে মেয়ে নয়।'

অন্ততঃ জর্জ ওই বছরগুলোয় আমার স্ফুর্তি করে বেড়ানোর বিষয়ে

কিছু বললো না বলে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম। 'আমি চাইনি সে বুড়োর ভাবনা ত্যাগ করুক। আমি চেয়েছিলাম ওকে বিয়ে করতে।'

'পিটারের ব্যাপার তাহলে কি দাঁড়াতো?' ও বললো।

আমি জবাব দিলাম না। কোন জবাব ছিলো না। আমরা জানতাম পিটারের ব্যাপার কি দাঁড়াবে। মানুষের নিজের জীবন রয়েছে আর আমরা দুজনেই তাকে যথেষ্ট দিয়েছিলাম।

ওয়েটারকে আহ্বান করে জর্জই দাম মিটিয়ে দিতে আমরা বেরিয়ে এলাম। ও তার হাত এগিয়ে দিলো। আন্তরিকতার উত্তাপ মেশানো হাত।

'ওকে ডেকে পাঠাও,' ও বললো, 'তোমাদের দুজনেরই ভালো লাগবে কারবারের বদলে তুমিই কাজটা পাওয়ায় আমি আনন্দিত। পিটারও অবশ্য তাই।'

কোন জবাব দিলাম না।

বিদায় নিয়ে উপরে চলে এলাম। এলিভেটরের মধ্যে পিটারকে ডাকার কথাই ভাবতে চাইলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকেই ঠিক করলাম চুলোয় যাক পিটার। দরকার থাকলে সেই ডাকুক।

ডেস্ক-এ বসতেই নজর পড়লো আরও একগাদা চিঠি জমা হয়েছে। তার উপর চাপা দেওয়া রয়েছে একটা কাগজ-চাপা।

সেটা বেশ চেনা মনে হলো। হাতে তুলে নিতেই দেখলাম ওটা পিটারের একটা আবক্ষ মূর্তি। চেয়ারে বসে ভালো করে ওটা পরীক্ষা করলাম। কয়েক বছর আগে পিটার ভেবেছিলো ওর কোন আবক্ষ মূর্তি প্রতিটি কর্মচারীর কাছে প্রেরণাই হয়ে উঠবে, তাই একজন ভাস্করকে ডেকে এক হাজার খরচ করে এই মূর্তি বানিয়েছিলো। তারপর ছাচে ফেলে আরও কিছু তৈরি করে প্রতি টেবিলে পাঠানো হয়।

মূর্তিটা বেশ স্তাবকতাময়ই ছিলো। মূর্তির মাথায় যে চুল দেখানো হয়েছিলো আদৌ ওর ছিলো কিনা সন্দেহ। চিবুকের রেখা, তীক্ষ্ণ নাসা সব কিছুর মধ্যেই অতিরঞ্জিত কিছু ছিলো। আর ওটার নিচে লেখা

ছিল, 'যে কাজ করতে ইচ্ছুক তার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়—পিটার কেসলার।'

চেয়ার ছেড়ে মূর্তিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর পায়ে পায়ে গিয়ে বোতাম টিপে বাথরুমে প্রবেশ করলাম। সামনেই একটা তাকে সারি সারি শিশি বোতল সাজানো ছিলো। খুব সাবধানে একেবারে উঁচু তাকটায় মূর্তিটা বসিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এলাম।

মূর্তিটার দৃষ্টি যেন আমাকে বিদ্ধ করতে চাইছিলো। দরজা বন্ধ করে আবার ডেস্ক-এ বসে একটা চিঠি তুলে নিলাম। কিন্তু মন বসলো না। খালি পিটারের কথাই চিন্তা করে চললাম।

এবার ক্রুদ্ধ হয়েই আবার বাথরুমে ঢুকে মূর্তিটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। চারপাশে তাকিয়ে ওটা রাখার উপযুক্ত জায়গা খুজতে চাইলাম। শেষ পর্যন্ত চুল্লীর উপরেই সেটা বসিয়ে দিলাম। এটা যেন ওখানেই ভালো লাগতে চাইলো। পিটারের কণ্ঠস্বরই যেন শুনতে পেলাম : 'চমৎকার, এই ভালো···।'

'তাই নাকি, বেজন্মা কোথাকার?' চিৎকার করেই বলে উঠলাম। আপন মনে হেসেই এবার কাজে মনোসংযোগ করলাম।

তিনটের সময় রনসেন আমার অফিসে এলো। ওর গোলাকার হৃষ্টপুষ্ট মুখে একগাল হাসি ছড়িয়ে পড়লো। 'সব ঠিক হয়ে গেছে, জনি?' ওর আশ্চর্য রকম চড়া গলায় ও প্রশ্ন করলো। ওকে প্রথম কথা বলতে শুনলে ভাবতে পারেন এ ধরনের বিলাসী গোলাকার দেহ থেকে এ রকম আওয়াজ কেমন করে বের হয়। তারপরেই বুঝে নিতে পারবেন এ হলো লরেন্স জি. রনসেন। তার সমাজে এই রকম কর্তৃত্বব্যঞ্জনা নিয়েই ওরা জন্ম নেয়। বাজি রাখতে পারি জন্মানোর মুহূর্তে না কেঁদে সে ওর মাকেও হুকুম করেছিলো।

'হ্যাঁ, ল্যারী,' আমি জবাব দিলাম। ওর এই একটা ব্যাপার আমার পছন্দ হয় না। ওর কাছাকাছি থাকলেই আমি সঠিক ইংরাজী বলতে চেষ্টা করি, আর সেটা কিছুতেই পেরে উঠিনা।

'পাপাসের সঙ্গে কি ব্যবস্থা করতে পেরেছো?' ও প্রশ্ন করলো। ওর গুপ্তচরেরা নিশ্চয়ই ওভারটাইম খেটে চলেছে, ভাবলাম। কিন্তু বলে ফেললাম, 'চমৎকার। ওকে সেই মারাত্মক দশ, দশ লাখের এক চতুর্থাংশেই বিক্রী করতে পেরেছি।'

কথাটায় ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিনয়ীর ভঙ্গীতে বললাম, 'অগ্রিম কালই টাকাটা পেয়ে যাচ্ছি।'

তুহাত ঘসতে ঘসতে ও এগিয়ে এসে আমার কাঁধে চড় মারলো। 'আমি জানতাম এ কাজ তুমিই পারবে, জনি। আমি জানতাম।'

এবার ওর মুখোস খুলে পড়লো। 'এবার ঠিক পথেই চলেছি, ব্যস,' ও বললো। 'সুযোগ হারানো চলবে না। পুরনো মাল সাফ করে প্রতিষ্ঠানে একটু চাপ দিলেই ঠিক রাস্তা পেয়ে যাবো।'

এরপরেই ওকে সকালের সভার কথা শুনিয়ে বললাম সকলকে কি করতে বলেছি। ও মনোযোগ দিয়েই শুনে গেলো।

কথা শেষ হলে ও বললো, 'আমি বুঝতে পারছি এখানে তোমার করার অনেক কিছুই আছে।'

'ঈশ্বরের দিব্য, তা আছে,' বললাম। 'সবদিকে নজর রাখার জন্য সম্ভবতঃ আগামী তিন মাস আমাকে নিউ ইয়র্কেই থাকতে হবে।'

'হ্যাঁ, এটাও দরকার,' ও জবাব দিলো। 'এখানে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলে ঝাঁপ বন্ধ করে দিতে হতে পারে।'

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠতেই জেনের গলা শুনতে পেলাম: 'ডোরিস ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কথা বলতে চাইছে।'

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করে বললাম, 'দিতে পারো।'

ক্লিক করে শব্দ হতেই ডোরিসের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: হ্যাল্লো, জনি।'

'হ্যাল্লো ডোরিস', বললাম। বুঝতে পারলাম না ও কেন কথা বলতে চায়।

'বাবার স্ট্রোক হয়েছে, জনি। তিনি তোমাকে ডাকছেন।'

নিজের থেকেই আমার দৃষ্টি পিটারের মূর্তির দিকে ঘুরে গেলো। রনসেনও আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকালো। 'এটা কখন ঘটলো, ডোরিস ?'

'প্রায় দুঘণ্টা আগে। সাংঘাতিক, জনি। প্রথমে আমরা একটা টেলিগ্রাম পাই। জুনিয়র স্পেনে যুদ্ধে মারা গেছে। বাবা এটা শুনেই জ্ঞান হারান। তাড়াতাড়ি তাকে বিছানায় শুইয়ে ডাক্তার ডাকি। তিনি জানালেন স্ট্রোক। কিন্তু বাবা কতক্ষণ বাঁচবেন বলতে পারেন নি। হয়তো একদিন বা দুদিনও হতে পারে। এরপরেই বাবা চোখ মেলে বললেন জনিকে ডেকে পাঠাও, আমায় কথা বলতে হবে। জনিকে ডাকো!' ডোরিস কান্নায় ভেঙে পড়লো।

এক মুহূর্ত তারপর নিজেকেই বলতে শুনলাম: 'কেঁদোনা, ডোরিস। আজ রাতেই যাচ্ছি। অপেক্ষায় থেকো।'

রিসিভার নামিয়ে আবার তুলতেই জেনের গলা পেলাম। 'পরের প্লেনে আমার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার একটা টিকিট কাটার ব্যবস্থা করো। এখান থেকেই যাবো।' জবাবের অপেক্ষা না করে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

রনসেন উঠে দাঁড়ালো। 'কোন গোলমাল, জনি ?'

কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরালাম। 'পিটারের এইমাত্র স্ট্রোক হয়েছে,' বললাম। 'সেখানে যাচ্ছি।'

'এখানকার পরিকল্পনার কি হবে ?' ও প্রশ্ন করলো।

'কয়েকদিন ওদের অপেক্ষা করতে হবে', জবাব দিলাম।

'কিন্তু, জনি—,' ও বললো। 'আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি কিন্তু বোর্ড এটা ভালো চোখে দেখবে না। তাছাড়া তোমার ওখানে করার কি আছে ?

ওর দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ওর প্রশ্ন গ্রাহ্যও করলাম না, াবাব দেওয়ারও চেষ্টা করলাম না। 'চুলোয় যাক বোর্ড।' শুধু বলে ঠলাম।

সে নিজেই বোর্ড, ও সেটা জানতো যে আমিও জানি। ওর মুখ ক্ত হয়ে উঠলো। ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ও অফিস ত্যাগ করলো।

ওকে বিদায় নিতে দেখলাম। রনসেনের প্রস্তাব করা কাজটা গ্রহণ রার পর থেকে এই প্রথম আমার মনে শান্তি এলো।

'তুমিও চুলোয় যাও', বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বললাম। কুক্কুরীর চ্চাটা গত ত্রিশ বছরের কথা কতটুকু জানে?

ত্রিশ বছর

১৯০৮

॥ ১ ॥

জনি সার্টটা হাতে ধরার মুহূর্তেই শুনতে পেলো গির্জার ঘণ্টায় এগারোটা বাজলো। 'ট্রেন ধরার আর মাত্র চল্লিশ মিনিট হাতে আছে।' উন্মত্তের মত বাকি জামা-কাপড়গুলো ব্যাগে ভরে বন্ধ করতে গিয়ে ভাবলো সে। ব্যাগের কোণে হাঁটু রেখে কোন রকমে সেটা বন্ধ করে টেনে নিয়ে দরজার কাছে রাখলো।

এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকালো। অন্ধকারের মধ্যে মেশিনগুলো যেন ওর ব্যর্থতা দেখে ব্যঙ্গ করতে চাইছিলো। ওর ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠলো। আর একটা কাজই করার আছে। এই পুরো বিশ্রী ব্যাপারের ভিতরের সবচেয়ে অপ্রীতিকর অংশ। পিটাবের জন্যে একটা চিরকুট রেখে গিয়ে জানানো মাঝ রাতে সে কেন এভাবে পালাতে চাইছে।

এটা সহজ হতো পিটার ওর প্রতি এরকম সদাশয় না হলে। তাছাড়াও সারা পরিবারের সকলেও এরকম ভালো না হলেও হতো। তি রাত্রেই প্রায় এসথারের ওকে নৈশভোজে ডেকে তোলা, বাচ্চাদের কে 'জনি কাকা' বলে ডাকা। টেবিলের সামনে বসতেই ওর গলা টিকে আসতে চাইছিলো। কার্নিভালে কাজ করার সময় একাকীত্বে রা দিনগুলোয় ও এই রকম কোন পরিবারের কথাই ভেবেছে।

একখণ্ড কাগজে পেন্সিল নিয়ে লিখলো: 'প্রিয় পিটার,' তারপর সদিকেই তাকিয়ে রইলো। ও ভাবতে চাইছিলো যারা কারো প্রতি ভালো ব্যবহার করে তাদের কিভাবে বিদায় জানাতে হয়। তাদের কি কোন রকমে লেখা হয়: 'বিদায়, আপনাদের জন্য ন্দিত, সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ', তার সব কিছু কি ভুলে যাওয়া সম্ভব?

ও চুপচাপ পেন্সিলের প্রান্ত কামড়ে চললো। তারপর সেটা রে
একটা সিগারেট ধরালো। দু এক মিনিট পরে আবার সে পেন্সিলট
তুলে নিয়ে লিখতে শুরু করলো।

'প্রথমে তুমিই ঠিক বলেছিলে। এই যাচ্ছেতাই জায়গায় আমা
এটা খোলা উচিত হয়নি।'

ওর মনে পড়লো প্রথম যেদিন এই দোকানে এসেছিলো ও
ওর পকেটে ছিলো পাঁচশো ডলার আর উনিশ বসন্তের পৃথিবীবে
জানার অভিজ্ঞতা। ও একটা কার্নিভালে কাজ করেছিলো আ
এখন স্থায়ীভাবে কিছু করতে চাইছিলো। ওর জানা একজন ব
ছিলো রচেস্টারে এমন দোকান আছে যা ওর নেওয়ারই অপেক্ষা
আছে।

পিটার কেসলারের সঙ্গে ওর প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ছে
পিটারই ওর বাড়ির আর লোহা লক্করের দোকানের মালিক
এ ছাড়াও বাকি কিছু দোকানের সারিও ছিলো। জনিকে দেখামাত্র
পিটরের ভালো লেগেছিলো, ভালো লাগার মতই ছিলো সে। দীর্ঘ
প্রায় ছ'ফুট, কালো ঘন চুল, নীল চোখ আর শুভ্র দাঁতের সারিতে
হাসির ঝিলিক। দোকান ঘরটা ওকে ভাড়া দেওয়ার আগে
পিটার ছেলেটার জন্য দুঃখ বোধ করতে শুরু করেছিলো। ওর ভাব
ভঙ্গীতে এমনই আগ্রহের মতই কিছু ছিলো।

পিটার জনিকে দোকানে ঘুরে মেশিন পরীক্ষা করতে লক্ষ
করেছিলো। শেষ পর্যন্ত ও বলে ফেললো: 'মিঃ এজ?'

জনি ঘুরে দাঁড়ালো, 'বলুন'?

মিঃ এজ, হয়তো এটা আমার অনধিকার চর্চা, তবুও আপনি
কি ভাবছেন এ জায়গাটা কোন পেনি আর্কেডের যোগ্য হবে
পিটার একটু ইতস্ততঃ করতেই চাইছিলো। কারণ ওর শুধু ভাড়া
পেলেই খুশি হওয়া উচিত ছিলো, তবে—।

জনির চোখ শক্ত হয়ে উঠলো। উনিশ বছর বয়সে মেনে নেওয়

কঠিন যে সে কোন ভুল করতে চলেছে। 'একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন, মিঃ কেসলার?' ঠাণ্ডা স্বরে সে বললো।

পিটারের মুখে ছায়া নামলো। ও একটু অনুভূতি প্রবণই। তাই বললো, 'মাপ চাইছি, মিঃ এজ, খারাপ ভেবে বলিনি।'

জনি মাথা নোয়ালো।

পিটার সেই ভাবেই বলে চললো, 'যাই হোক, আমার আগেকার ভাড়াটেদের কাছে হওয়া অভিজ্ঞতায় বলছি জামিন হিসেবে তিন মাসের ভাড়া চাই।' এতেই হয়তো জনি পিছিয়ে যাবে ভাবলো পিটার।

জনি দ্রুত হিসেব করলো। পাঁচশো ডলার থেকে একশো কুড়ি ডলার গেলে থাকে তিনশ আশি। ও যা করতে চায় তার পক্ষে যথেষ্টই। পকেট থেকে টাকা বের করে গুণে পিটারের হাতে দিয়ে দিলো।

রসিদ লিখে জনির হাতে দিয়ে পিটার হাত বাড়ালো, 'আমাকে একটু অভব্য মনে হয়ে থাকলে দুঃখিত। তবে ভালোর জন্যই বলেছিলাম।' ও হাসলো।

জনি গভীর দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। সেখানে কোন শ্লেষের চিহ্ন যা দেখে না করমর্দন করতেই পিটার দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

দরজার কাছে গিয়ে পিছনে তাকালো পিটার। 'কোন কিছুর জন্য প্রয়োজন হলে আমাকে ডাকতে ইতস্ততঃ করবেন না, মিঃ এজ। আমি পাশেই আছি।'

'প্রয়োজন হবে না, মিঃ কেসলার। ধন্যবাদ।'

চিন্তান্বিত ভঙ্গীতেই পিটার যখন ওর দোকানে ঢুকলো ওর স্ত্রী এসথার এগিয়ে এলো।

'ও ঘরটা নিয়েছে?' ওর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ', পিটার জবাব দিলো। 'ও নিয়েছে। বেচারি। আশা করি সফল হতে পারবে।'

জনি আর একটা সিগারেট ধরিয়ে লিখতে শুরু করলো।

'বিশ্বাস করো, যে টাকা আমি নষ্ট করেছি তার জন্য একটুও দুঃখিত নই। তোমার টাকার জন্যই শুধু ভাবছি। আমার পুরনো বস্ অ্যাল স্যান্টোস কার্নিভালের কাজ দিচ্ছেন, টাকা পেলেই তোমার ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দেবো।'

ও কার্নিভালে ফিরে যেতে চায় না। কাজটা যে ওর পছন্দ নয় তা নয়। তবে ও কেসলারদের অভাব বোধ করবে। ওর নিজের বাবা মার কথা মনে পড়ে না, ওর দশ বছর বয়সের সময় এক দুর্ঘটনায় তারা মারা যান। অ্যাল স্যান্টোসই ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কার্নিভালে ওর সমবয়স্ক ছেলে মেয়ে সে রকম ছিলো না, তাই একাকীই ও বেড়ে উঠেছিলো। কেসলাররা ওর জীবনের সেই ফাঁকই পূর্ণ করে দিয়েছিলো।

পিটার আর তার পরিবারের সঙ্গে শুক্রবারের রাতের ডিনারের কথা ওর মনে পড়লো। ও যেন এই মুহূর্তেও সেই মুরগীর সঙ্গে রান্নার গন্ধ পেয়ে চলেছে। রবিবারের কথাও ওর মনে পড়লো। যখন ও বাচ্চাদের পার্কে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলো। ওরা যখন ওকে 'জনি কাকা' বলে ডেকেছিলো ও কি রকম গর্ব অনুভব করেছিলো। চমৎকার দুটি ছেলেমেয়ে—ডোরিসের বয়স নয় আর মার্কের তিন।

ও কার্নিভালে ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু ও পিটারকে শোষণ করেও চলতে ইচ্ছুক নয়। পিটারের ওর কাছে পাওনা তিন মাসেরই ভাড়া, আর এসথার ওকে প্রায়ই ডেকে না খাওয়ালে অনেক রাত ওকে অনাহারেই কাটাতে হতো।

কাগজের উপর আবার পেন্সিল কাজ করে চললো।

'আমি দুঃখিত যে এভাবে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে,—কিন্তু

কাল কয়েকজন পাওনাদার রায় নিয়ে আসছে তাই এটাই ভালো বলে মনে হলো।' এরপর ও নাম সই করলো।

ও একদৃষ্টে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইলো। কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়ে গেছে। বন্ধুদের কাছ থেকে এভাবে হয়তো বিদায় নেওয়া যায় না।

ও তাই আবার তলায় লিখলো :

'শহরে যদি আবার কার্নি আসে, ডোরিস আর মার্ককে জানিও, ওদের এমনিই দেখিয়ে দেবো। সব কিছুর জন্য আবার ধন্যবাদ। 'জনি।'

এবার ভালো বোধ করলো ও। একটা খালি কাচের পাত্রের গায়ে চিঠিটা রাখলো ও। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখলো কিছু ফেলে যাচ্ছে কিনা, কারণ তাহলে আবার কেনার মত টাকা ওর আর নেই। না। সবই ঠিক আছে, কিছুই নিতে ভুল হচ্ছে না।

টেবিলে রাখা লেখাটার দিকে তাকিয়ে ঘরের আলো নিভিয়ে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। দমকা বাতাসে লেখাটা উড়ে গিয়ে যে টেবিলের পাশে পড়ে গেছে ও সেটা লক্ষ্য করলো না। আস্তে আস্তে দোকানের মধ্য দিয়ে তাকাতে তাকাতে চললো সে।

ডানদিকে ওর নজর পড়লো এক-হাতের ডাকাতের দিকে, টানা মেশিন, আর তার পাশেই রাখা ফরাসী-পোস্টকার্ডের ছবি। একটু এগোতেই বেসবলের মেশিন। দরজার কাছেই চোখ পড়লো ঠাকুমা দাঁড়িয়ে—ওটা ভাগ্য নির্ণয়ের মেশিন।

ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। ওর মনে হলো মাথায় শুভ্র চাদর জড়ানো মূর্তিটা যেন জীবন্ত, রঙ করা ওর চোখ দুটো যেন ওরই দিকে তাকিয়ে আছে।

পকেট হাতরে একটা মুদ্রা বের করলো। তারপর সেটা খাঁজে ঢুকিয়ে হাতল টানলো। 'দেখি ঠাকুমার কি বলার আছে।'

একটা যান্ত্রিক শব্দ জেগে উঠলো, আর পরক্ষণেই মূর্তির কৃশ

লোহার হাত সামনে সাজিয়ে রাখা পরিচ্ছন্ন সাদা কার্ডের দিকে এগিয়ে গেলো। একটা কার্ড তুলে নিয়ে হাতটা আবার স্বস্থানে ফিরে এলো। সেটা তুলে নিতেই অন্ধকারে একটা ট্রেনের হুইসল শোনা গেলো। 'উফ্, আমাকে ছুটতে হবে,' বলেই পাগলের মত কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে ব্যাগ তুলে নিয়ে জনি রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

এক সেকেণ্ড সে পিটারের জানলার দিকে তাকালো। সব আলো নেভানো। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বাতাসে একটু ঠাণ্ডা ভাবই জাগতে চাইছিলো তাই কলার টেনে দিয়ে ও দ্রুত স্টেশনের দিকে চললো।

উপরে নিজের শয্যায় ডোরিস হঠাৎ জেগে উঠলো। ঘর অন্ধকার। কাত হয়ে জানলার দিকে ফিরতেই রাস্তার আলোয় চোখে পড়লো একটা লোক ব্যাগ হাতে চলেছে। 'জনি কাকা' ও হঠাৎই বলে উঠে পাশ ফিরে শুলো। সকালে সব কথা ভুলে গেলেও ওর বালিশটা ভিজে মনে হলো যেন ঘুমের মধ্যেই কেঁদেছে সে।

ট্রেনটা এগিয়ে আসছে। প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়িয়ে ছিলো জনি। একটা সিগারেটের জন্য পকেটে হাত ঢোকাতেই সেই কার্ডটায় ওর হাত লাগলো। সে সেটা বের করে পড়তে লাগলো:

'এমন কোথাও তুমি চলেছো যেখান থেকে ফিরবে না ভেবেছো, তবে তুমি ফিরে আসবে। যা ভাবছো তার চেয়েও আগে। জিপসি ঠাকুমা সবই জানে।'

ট্রেনের পাদানিতে পা রেখে জোরে হেসে উঠলো জনি। 'সেবার অনেক কাছাকাছি বলেছিলে, ঠাক্মা। তবে এবার ভুল করেছো, আমি ফিরছি না।' সে কার্ডটা অন্ধকারে ছুঁড়ে দিলো।

কিন্তু জনিই ভুল করেছে। ঠাকুমাই ঠিক।

২ ॥

চোখ মেললো পিটার। ও তখনও বিরাট বিছানাটায় শুয়ে ছিলো। এসথার উঠে গেলেও, শয্যায় এখনও ওর দেহের উষ্ণতা রয়ে গেছে। রান্নাঘর থেকে প্রাতরাশ তৈরির শব্দ ভেসে আসছে। তাড়াতাড়ি উঠে পোশাক পরে নিলো পিটার।

তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে ছোটবেলায় শেখা জার্মান গানের কলি ভাঁজতে লাগলো ও। তারপর দাড়ি কামানোর জন্য গালে সাবান ঘসতে শুরু করলো।

মার্ক পায়ে পায়ে বাথরুমে ঢুকলো। 'আমি দাড়ি কামাবো, বাবা?'

পিটার ওর দিকে গম্ভীর হয়ে তাকালো। 'শেষ কবে কামিয়েছিলে?'

মার্ক গালে হাত বুলিয়ে বললো, 'গতকালের আগের দিন।'

'তাহলে কামানো যাবে, সাবান মেখে নাও,' পিটার বললো। নিজের কামানো হলে পিটার মার্কের দিকে ফিরতেই মার্ক বলে উঠলো, 'দেখো, কেটে দিও না!'

মার্কের দাড়ি কামানোর অভিনয় শেষে দুজনে রান্নাঘরে ঢুকে নিজেদের জায়গায় বসতেই ডোরিস এগিয়ে এসে বাবাকে চুমু খেলো। 'সুপ্রভাত, বাবা,' পরিষ্কার গলায় ও বললো।

ডোরিসকে আদর করলো পিটার। তবুও মার্কই ওর একান্ত প্রিয়। তাহলেও ডোরিসকে সে ভালোই বাসে। রুগ্ন ছিলো বলেই ওর জন্য নিউ ইয়র্কের ঈস্ট সাইড ছেড়ে রচেস্টারে এসেছে ওরা।

এসথার এগিয়ে এসে প্লেট ভর্তি করতেই তাকালো পিটার। 'লক্স আর ডিম! কোথা থেকে জোগাড় করলে?'

পিটার জানতো লক্স রচেস্টারে মেলে না। এসথার নিউ ইয়র্ক

থেকেই আনিয়েছে। ও এসথারের দিকে তাকালো। সে ওর চেয়ে এক বছরের ছোট হলেও এখনও সুন্দরী। ও নিউ ইয়র্কে প্রথম কাজ করতে এসে এসথারের বাবার দোকানেই ওকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলো। ওর কালো চুল আর বাদামী চোখদুটোয় যেন অতলান্ত ছায়াই নামতে চায়।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো সকাল। কোন কাজই নেই এ সময়টাতে বেশ গরম, মানুষ বাড়তি কাজ করতে চায় না।

প্রায় এগারোটার সময় এক ঠেলাচালক এসে পিটারকে প্রশ্ন করলো, 'পাশের দোকান কটায় খুলছে ?' ও জনির দোকান ইঙ্গিত করলো।

'প্রায় বারোটায়,' পিটার বললো। 'কেন ?'

'আমি একটা মেশিন-সরবরাহ করবো, কিন্তু দোকান বন্ধ দেখলাম।'

'দরজায় টোকা দিন,' পিটার জানালো। 'সে ঘরের পিছন দিকে থাকে।'

'সেটা করেছি,' লোকটি জানালো। 'তবে কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

'এক মিনিট দাঁড়ান,' পিটার বললো তারপর একটা চাবি হাতে নিয়ে বললো, 'আপনার ঢোকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

লোকটা ওকে রাস্তায় অনুসরণ করলো। পিটার দরজায় ধাক্কা মারলেও কোন সাড়া মিললো না। ও জানালা দিয়ে তাকিয়েও কিছুই দেখতে পেলো না। দরজায় চাবি লাগিয়ে ও এবার ঘর খুলে পিছনের দিকে চলে গেলো। জনির ঘরের দরজা বন্ধ। ও আস্তে টোকা মারার পর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলো। জনি নেই। ও ঘুরে দাঁড়ালো।

'আমার মনে হয় মেশিনটা বরং ভিতরে নিয়ে আসুন,' পিটার বলে উঠলো। 'জনি সম্ভবতঃ একটু বাইরে গেছে।'

একটু কৌতূহলী হয়েই ও লোকটাকে অনুসরণ করলো। সে মেশিনটা নামানোর সময় পিটার লক্ষ্য করে দেখলো এমন কিছু যা ও কোনদিন দেখেনি।

'জিনিসটা কি ?' ও প্রশ্ন করলো।

'চলমান ছবির মেশিন,' লোকটি জবাব দিলো। 'এটা পর্দার উপর ছবি ফেলে আর সেটা চলাফেরা করে।'

পিটার মাথা ঝাঁকালো। 'এর পরে কি আসবে কে জানে,' ও আশ্চর্য হয়েই বলে উঠলো। 'এতে সত্যিই কাজ হয় ?'

লোকটি চুমকুড়ি ছুঁড়লো। 'হ্যাঁ, আমি এটা নিউ ইয়র্কে দেখেছি।'

মেশিনটা দোকানে ঢোকানো হলে পিটার রসিদ সই করে দরজা বন্ধ করে দিলো। সাড়ে তিনটের সময় ডোরিস স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার আগে ব্যাপারটা ও ভুলেই গিয়েছিলো।

'বাবা, জনি কাকা এখনও দোকান খোলেনি কেন ?'

একটু বিহ্বল হয়েই পিটার মেয়ের দিকে তাকালো। সকালের কথা ও ভুলেই গিয়েছিলো। লোকটা যে বাক্স এনেছিলো সেটা তখনও ওখানেই পড়েছিলো। ও ডোরিসের দিকে তাকালো। 'ওপরে গিয়ে মাকে ডেকে এনে দোকানে থাকো।'

এসথার নেমে আসতেই ও বললো, 'জনি এখনও দোকান খোলেনি। আমি দেখতে চললাম।'

জনির পিছনের ঘরে ঢুকতেই ওর নজরে পড়লো সেই কাগজটা। পিটার সেটা তুলে নিয়ে পড়ে ফেললো।

দোকানে ফিরে এসে কাগজটা সে এসথারের হাতে দিলো।

এসথার পড়েই প্রশ্ন করলো, 'ও চলে গেছে ?'

পিটারের চোখে ক্ষণিক ব্যথার ভাব ফুটলো। ও যেন স্ত্রীর প্রশ্ন শুনতেই পেলো না। 'এ হয়তো আমারই ভুল। জায়গাটা ওকে না নিতে দিলেই ভালো হতো।' আত্মগত ভাবেই ও বলতে চাইলো।

এসথার উপলব্ধি করেই যেন তাকালো। ও নিজেও পছন্দ করতে শুরু করেছিলে ছেলেটিকে। 'তোমার কিছু তো করার ছিলো না, পিটার। তুমি তো বারণ করেছিলে।'

পিটার কাগজটা নিয়ে আবার পড়লো। 'ছেলেটার এভাবে পালানোর দরকার ছিলো না। ও আমাকে বলতে পারতো।'

'আমার মনে হয় ও একটু লজ্জিত ছিলো,' এসথার বললো।

পিটার তবুও মাথা ঝাঁকালো। 'তবুও বুঝতে পারছি না। আমরা ওর বন্ধুই।'

আচমকা ওদের কথা শুনতে শুনতে ডোরিস কাঁদতে শুরু করলো।

'জনি কাকা আর ফিরে আসবে না?' ও ফুঁপিয়ে উঠে বললো।

পিটার ওকে তুলে নিলো। 'নিশ্চয়ই আসবে', ও বললো, 'কাকু লিখেছেন তোমাদের কার্নিভালে নিয়ে যাবেন।'

ডোরিস কান্না থামিয়ে বাবার দিকে তাকালো। ওর চোখ বড় বড় হয়ে উঠলো। 'ঠিক বলছো?'

'ঠিক', পিটার মেয়ের মাথার উপর দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালো।

॥ ৩ ॥

আগন্তুক লোকটি এতোক্ষণ পিটারের জন্যই অপেক্ষা করছিলো। এবার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো, 'জনি এজ এসেছে?'

পিটার অবাক হয়েই তাকালো। জনি যা লিখেছে লোকটাকে সেই পাওনাদার বলে একটুও মনে হয় না। তাদের সকলকেই পিটার চেনে।

'এখনও আসেনি,' ও জবাব দিলো। 'হয়তো আমিও সাহায্য করতে পারি। আমি পিটার কেসলার। এ বাড়ি আমারই।'

লোকটি হেসে হাত বাড়ালো। 'আমি গ্রাফিক পিকচার্স কোম্পানীর জো টার্নার। আমি গতকাল আনা চলচ্চিত্র মেশিন চালানোর ব্যাপারে জানাতে এসেছিলাম।'

পিটার করমর্দন করে বললো, 'সুখী হলাম। তবে আপনাকে হতাশ করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। 'জনি গত পরশু চলে গেছে।'

টার্নারকে হতাশ মনে হলো। 'ধৈর্য রাখতে পারলো না?'

পিটার মাথা ঝাঁকালো। 'দিনকাল খারাপ। ও পুরনো কাজেই ফিরে গেছে।'

'স্যাণ্টোসের কাছে?' টার্নার প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ। আপনি জনিকে জানতেন?'

'আমরা একই সঙ্গে স্যাণ্টোসের কাজ করেছি। ছেলেটা ভালো। দুঃখের কথা আর দুটো দিন থাকতে পারলো না। এই চলচ্চিত্র ওকে ঠিক টেনে তুলতো।'

'রচেস্ট্রারে?' হেসে উঠলো পিটার।

টার্নার ওর দিকে তাকালো। 'কেন নয়? রচেস্টার তো আলাদা কিছু নয়। সব জায়গাতেই এই চলচ্চিত্র আমোদ-প্রমোদের কাজে দারুণ কিছু করেছে, লোকে আরও চাইছে! কোনদিন এটা দেখেছেন?'

'না।' পিটার জবাব দিলো। 'নামই শুনিনি তো দেখা।'

পকেট থেকে একটা চুরুট বের করে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো টার্নার। তারপর বললো, 'আপনাকে সৎ লোক বলেই মনে হয় মিঃ কেসলার তাই আপনাকে একটা প্রস্তাব দেব। জনির হয়ে অফিসে মেশিনের জামিনদার আমিই। এটা ফেরত গেলে আনা নেওয়ার সব খরচই আমার ঘাড়ে পড়বে। তা প্রায় একশো ডলার। আপনি এটা আজ রাতে একবার আমার কাছে দেখুন, ভালো লাগলে আপনিই চেষ্টা করতে পারেন।'

পিটার মাথা ঝাঁকালো। 'আমি নই আমি লোহা-লক্করের ব্যবসায়ী। চলচ্চিত্রের একটুও আমি বুঝি না।'

তবুও চাপ দিতে লাগলো টার্নার। 'তাতে কিছু আসে যাবে না। এটা এক নতুন ব্যবসা। মাত্র দুবছর আগে ফক্স নামে একটা লোক একটা ছবির ব্যবসা শুরু করেছিলো। সে এখন দারুণ চালাচ্ছে। লামেল নামেও একজন তাই করছে। আপনাকে যা

করতে হবে তা শুধু মেশিনটা চালানো। লোকে ছবি দেখার জন্য পয়সা দেবে। এতে পয়সা আছে, আগামী কাল এটাই আসছে।'

'এ আমার জন্য নয়,' পিটার বললো। আমার ভালো ব্যবসা রয়েছে, আবার মাথা ব্যথা ঘটুক চাই না।'

'দেখুন, মিঃ কেসলার,' টার্নার বলে উঠলো ; এটা দেখতে আপনার কোন খরচ তো নেই। প্রোজেক্টর আনা হয়ে গেছে। আমি কিছু ফিল্মও এনেছি। আপনাকে একবার দেখাতে দিন, বাজি ধরছি আপনার ভালো লাগবেই।'

এক মুহূর্তে ভাবলো পিটার। ওর চলচ্চিত্র দেখার ইচ্ছে জেগে উঠলো কল্পনা শক্তি নাড়া খেয়ে। 'ঠিক আছে, দেখবো,' ও বললো, 'তবে কোন কথা দিচ্ছি না।'

টার্নার হাসলো। ও আবার হাত বাড়ালো। 'দেখার আগে সবাই এই কথা বলে, মিঃ কেসলার। আপনি জানেন না কিন্তু আমি জানি আপনি ইতিমধ্যেই ছবির ব্যবসায়ে নেমে পড়েছেন।'

পিটার মিঃ টার্নারকে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ জানালো। ও যখন এসথারের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিলো, এসথার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

'মিঃ টার্নার আমাদের আজ রাতে চলচ্চিত্রের ছবি দেখাবেন,' পিটার জানালো।

খাওয়ার পর টার্নার উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'নীচে একটু কাজ করতে হবে।'

পিটারও সঙ্গে চললো।

পেনি আর্কেডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় টার্নার চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'জনি যে এমন ভাবে চলে গেলো খুবই খারাপ! ঠিক এই মেশিনটাই ওর দরকার ছিলো।'

পিটার এবার জানালো জনি কেন চলে গেছে, চিঠির কথাটাও ও বললো।

কাজ করতে করতে মন দিয়ে শুনলো টার্নার। তাবপর বললো, 'যাইহোক, মিঃ কেসলার, টাকাটার জন্য চিন্তা করবেন না। জনি ঠিক শোধ করে দেবে।'

'টাকার জন্য কে ভাবছে?' পিটার জবাব দিলো। 'ছেলেটাকে ভালো লেগেছিলো। প্রায় বাড়ির একজনই হয়ে উঠেছিলো।'

হাসলো টার্নার। 'জনি ওই রকমই। ওর বাবা-মা মারা যাওয়ার সময়ের কথা আমার মনে আছে। জনির বয়স তখন মাত্র দশ বছর। স্যান্টোস আর আমি ওকে নিয়ে কি করা যায় আলোচনা করছিলাম, ওর কেউ ছিলো না। ওকে হয়তো অনাথ আশ্রমেই যেতে হতো। কিন্তু স্যান্টোসই ওকে রেখে দিলো। কিছুদিন পরে সেই বলেছিলো জনি ওর সন্তানের মতোই।'

টার্নার এবার চুপচাপ কাজ করে চললো। পিটার ইতিমধ্যে উপরে গিয়ে এসথারকে নিয়ে এলো। ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হলে টার্নারের কথা মতো দুজনে বসে পড়লো। দারুণ উত্তেজিত হয়ে ছবি দেখার জন্য তৈরী হলেও রাস্তায় বেশি লোকজন নেই দেখে ও খুশিই হলো।

'তৈরি?' টার্নার বললো।

'হ্যাঁ,' পিটার বললো।

আচমকা একটা উজ্জ্বল আলো টার্নারের টাঙানো পর্দার বুকে ছিটকে পড়লো। কিছু ছাপানো হরফ—অস্পষ্ট ফুটে উঠলো যতক্ষণ না টার্নার লেন্স ফোকাস করলো। তারপর লেখাগুলো সরে গিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠলো একটা চলন্ত ট্রেনের ছবি, ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে বড় হয়ে সেটা ওদের দিকেই যেন এগিয়ে আসছে।

তারপরেই যেন ওটা ওদের মুখের উপর লাফিয়ে পড়লো।

এসথার অস্ফুট আর্তনাদ করে পিটারের কাঁধে মুখ গুঁজে ওর হাত

চেপে ধরলো। পিটারেরও গলা শুকিয়ে উঠলো ও কোন কথা বলতে পারলো না।

'ওটা চলে গেছে?' মুখ লুকিয়েই জিজ্ঞাসা করলো এসথার।

'চলে গেছে,' জবাব দিতে পারলো বলে নিজেই অবাক হলো পিটার।

ওর কথা শেষ না হতেই এবার পর্দার বুকে জেগে উঠলো কয়েকটা মেয়ে সমুদ্রের ধারে সাঁতার কাটতে চলেছে, তারপরেই ওদের ফেরী নৌকায় চড়ে নিউ ইয়র্ক বন্দরে আসতে দেখা গেলো। পরিচিত বাড়ি-গুলো ওদের চোখের সামনে জেগে উঠতেই ওদের ইচ্ছে হলো হাত বাড়িয়েই স্পর্শ করে। পরক্ষণেই উজ্জ্বল একটা আলো পর্দার বুকে পড়ে ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিলো।

পিটার অবাক হয়ে দেখলো তখনও এসথারের হাত ওর মুঠোয়।

'কি রকম লাগলো?' টার্নার হাসি মুখে বললো।

চোখ ডলতে ডলতে উঠে দাঁড়ালো পিটার। 'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না।'

টার্নার হেসে উঠলো। 'প্রথমে সকলেই এ কথাই বলে।' ও দোকানের আলো জ্বাললো।

এবারই পিটার প্রথম ভিড় লক্ষ্য করলো। লোকেরা জানলার সামনে রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো। ওদের মতই তারা হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। সে এসথারের দিকে ফিরলো, 'তোমার কি মনে হয়?'

'কি ভাববো বুঝতে পারছি না,' এসথার জবাব দিলো। 'জীবনে এমন মেশিন দেখিনি।'

দরজা খুলে এবার ভিড় ঘরের মধ্যে উপচে পড়লো। পিটার এবার তাদের চিনতে পারলো। সকলেই একসঙ্গে কথা বলতে চাইছিলো।

'এটা কি?' একজন প্রশ্ন করলো।

'চলা ছবি, নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছে,' পিটার টার্নারকে জবাব দতে শুনলো।

'আপনি এখানে এগুলো দেখাবেন ?'

'তা জানিনা,' টার্নার উত্তর দিলো। 'এটা মিঃ কেসলারের উপর নর্ভর করছে।'

কথা না বলে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইলো পিটার। এইমাত্র যা ও দখেছে মনে তাই তোলপাড় করছিলো ওর। আচমকাই ও নিজেকে লতে শুনলো, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এটা এখানে দেখানো হবে। শনিবার রাতেই খুলবে।'

এসথার ওর হাত চেপে ধরলো। 'শনিরার তো কালকের পরদিন !' ও বলে উঠলো।

পিটার ওর কানে ফিসফিস করে বললো, 'আমি কি উন্মাদ ? এতো নব লোক পয়সা দিয়ে ছবি দেখতে চায় ?'

এসথার জবাব দিলো না।

হঠাৎ পিটার নিজেকে দারুণ বড় মনে করতে লাগলো। ওর বুক ধুকপুক করতে শুরু করেছিলো। ও শনিবার রাতেই এটা খুলবে, অন্ততঃ এসথার তো না বলেনি।

ছ'সপ্তাহের কিছু আগেই জনি রচেস্টারে ফিরে এলো। হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে ও আর্কেডের দিকে আসছিলো। লোহালক্করের সেই দোকানটা থাকলেও পেনী আর্কেড আর নেই, পুরনো সাইনবোর্ড নামিয়ে সেখানে নতুন একটা লাগানো হয়েছে ঃ 'কেসলারের নিকেলোডিয়ন'।

তখনও বেশ সকাল, রাস্তায় লোকজনও ছিলো না। ব্যাগটা হাত বদল করে জনি পিটারের দোকানে ঢুকলো। অন্ধকারে ওর চোখ অভ্যস্ত হওয়ার আগেই পিটার ওকে দেখতে পেলো।

'জনি !' পিটার হাত বাড়িয়ে ছুটে এলো।

ব্যাগ নামিয়ে রাখলো জনি।

'তুমি ফিরে এসেছো ?' উত্তেজনায় পিটার বলে উঠলো। 'এসথারে কাছে বলেছিলাম তুমি আসবেই। সে বলেছিলো হয়তো তুমি চাও না আমি তাই টেলিগ্রাম করেছিলাম।'

হাসলো জনি। 'আমি বুঝতে পারিনি আমাকে কেন চাইছিলে— বিশেষ করে তোমাদের যখন ফাঁকি দিয়েছিলাম। তবে—'

পিটার ওকে শেষ করতে দিলো না। বলল, 'তবে নয়। যা হবে গেছে সব ভুলে যেতে হবে। সব চুকে গেছে।' এবার ডোরিসকে দেখে বলে উঠলো পিটার, 'মাকে বলো জনি এসে গেছে।' তারপর জনিকে সে দোকানের মধ্যে টেনে নিলো।

'আমি মনে ভেবেছিলাম তোমার আসা দরকার। এটা তোমারই মতলব। তাই এর সবকিছুতে তোমার অধিকার আছে।'

ডোরিসকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিটার বলে উঠলো 'মাকে ডেকে আনতে বললাম শুনতে পাওনি ?'

'আমি শুধু জনি কাকুকে হ্যাল্লো বলার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। ডোরিস শুকনো গলায় বললো।

'বেশ, তাই বলে মাকে জানিয়ে দাও।'

ডোরিস গম্ভীর হয়ে জনির কাছে এগিয়ে এসে হাত বাড়ালো 'হ্যাল্লো, জনি কাকু।'

জনি হেসে ওকে দুহাতে তুলে নিলো। 'হ্যাল্লো, প্রিয়া, তোমার অভাব খুব বোধ করেছি।'

ডোরিস লজ্জায় লাল হয়ে হাত ছাড়িয়ে উপরে ছুটলো।

জনি এবার পিটারের দিকে ফিরলো। 'এবার বলো কি ঘটেছে।'

'তুমি চলে যাওয়ার পরদিন, জো টার্নার এসেছিলো আর আমি কিছু বোঝার আগেই ছবির ব্যবসায় নেমে পড়লাম,' পিটার হাসলো 'এরকম একটা বিরাট ব্যাপার হবে ভাবতেই পারিনি। এটা আমার পক্ষে অত্যধিক। এসথার টাকা পয়সার দিকটা দেখছে। সারাদিনের পর আবার ওই চলচ্চিত্রের কাজে যাওয়ার ইচ্ছেও থাকে না। তাই

ামরা ঠিক করেছিলাম তোমাকে ডাকবো। তুমি মাসে একশ আর ভের শতকরা দশভাগ পাবে।'

'কথা আমার ভালোই মনে হয়েছিলো,' জনি বললো। 'এ রকম কেলোডিয়ন বহু দেখেছি, ওগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়েও উঠছে।'

এরপর তুজনে নিকেলোডিয়নের মধ্যে ঢুকতেই জনি বিস্ময় দৃষ্টিতে রিদিকে তাকালো। ঘর থেকে সব মেশিন সরিয়ে সারি সারি বেঞ্চ তা হয়েছে, একমাত্র সেই ঠাকুমা—ভবিষ্যৎ বক্তার মূর্তিই দরজার াছে রয়ে গেছে।

জনি মূর্তিটার কাছে এগিয়ে গিয়ে টোকা মেরে বলে উঠলো, 'মনে চ্ছ তোমার কথাই ঠিক, বুড়িমা।'

'কি বললে ?' পিটার একটু চমকে উঠে বললো।

'এই বুড়িমা, যেদিন আমি চলে যাই আমার ভবিতব্যর কথা নিয়েছিলো। ভেবেছিলাম সব বাজে, তবে এখন দেখছি আমার য়ে ঢের বেশিই জানতো বুড়িমা।'

পিটার ওর দিকে তাকালো। 'একটা প্রবাদ আছে : যা হওয়ার হবেই।'

জনি চারপাশে তাকালো। তার মনে পড়লো পিটারের টেলিগ্রাম অ্যাল স্যান্টোসকে দেখিয়েছিলো।

'আমি বুঝতে পারছি না তিন মাসের ভাড়া ফাঁকি দিলেও ওই াকটা আমাকে ডাকছে কেন ?' ও বলেছিলো।

'তু মাসের,' অ্যাল স্যান্টোস ভ্রম সংশোধন করে দিয়েছিলো। 'গত সে তুমি এক মাসের ভাড়া পাঠিয়েছো।'

'আমি জানি,' জনি জবাব দিয়েছিলো, 'তবুও বুঝতে পারছি না।'

'লোকটা হয়তো তোমাকে পছন্দ করে,' অ্যাল বলেছিলো। 'কি রবে তাহলে ?'

জনি অবাক হয়েই তাকিয়েছিলো। 'ফিরে যাবো। কি করবো বেছো

জনি এবার মেশিন থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে পিটারের দি
তাকালো।

'রোজ কবার ছবি দেখানো হয়?'

'একবার,' পিটার জবাব দিলো।

'এখন থেকে আমরা তিনবার দেখাবো,' জনি বললো। 'একব
ম্যাটিনি বাকি তুবার সন্ধ্যায়।'

'দর্শক পাবো কোথায়?' পিটার বললো।

জনি পিটারের দিকে তাকিয়ে বুঝে নিতে চাইলো সে ঠাট্টা কর
কিনা। পিটার যে তা করছে না বুঝেই ও বললো, 'পিটার, ছ
দেখানোর ব্যবসায় তোমাকে অনেক কিছুই শিখতে হবে। আ
তোমাকে বলছি কিভাবে দর্শক টানতে হয়। আমরা বিজ্ঞাপন দেবে
আমরা সারা এলাকা জুড়ে হ্যাণ্ডবিল ছড়াবো। খবরের কাগজেও বিজ্ঞা
দেবো। সারা এলাকায় একমাত্র আমরাই ছবির ব্যবসায় নেমেছি
আমরা যদি তাদের জানাতে পারি লোকে অনেক দূর পাড়ি দিে
ছবি দেখার জন্য আসবে। তাছাড়া ছবি তিনবার দেখালেও ভা
একবারের বেশি দিতে হচ্ছে না।'

পিটার নতুন করে শ্রদ্ধার চোখে জনির দিকে তাকালো। 'ছোকর
মাথায় পদার্থ আছে, কেমন সহজেই একবারের বদলে তিনবার ছ
দেখানোর হিসেব করে ফেললো,' ভাবলো পিটার আর সঙ্গে সঙ্গে
একটা নিশ্চিন্ততার ভাব ওর মনে জেগে উঠলো। জনি যখন ফি
এসেছে ওকে আর নিকেলোডিয়নের ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হবে ন

'এটা চমৎকার মতলব, জনি,' পিটার জোরে বলে উঠলো, 'সা
চমৎকার মতলব।'

সেদিন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার মুহূর্তেও পিটার কথাটা ভে
চলেছিলো। তিনগুণ বেশি ব্যবসা।

জর্জ পাপাস কেসলারের নিকেলোডিয়নের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় ছবি দেখার জন্য লোকজনকে যেতে লক্ষ্য করলো। ও ঘড়ি বের করে সময় দেখে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা ঝাঁকালো। এই চলচ্চিত্র শহরের সময়ের অভ্যাস বদলে দিচ্ছে। নিকেলোডিয়ন আসার আগে সাতটার পর সামান্য দু একজনকেই পথে চোখে পড়তো। আর এখন প্রায় আটটা বাজে তবুও কত মানুষ ওই নিকেলোডিয়নে ছুটছে।

একমাত্র শহুরে মানুষই ওখানে ছোটেনি। চাষী আর অন্যান্য লোকজনও শহরে ছবি দেখতে আসছিলো। কেসলারের সঙ্গে এজ নামে যে লোকটা আছে সে একটা জ্বলন্ত তার। সে সারা এলাকাই বিজ্ঞাপনে ছেয়ে ফেলে নিকেলোডিয়নের প্রচার চালিয়েছে।

জর্জ পাপাস আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ভাবলো ভারি অদ্ভুতই। তবে সে জানে এই পরিবর্তন স্থায়ী হতে চলেছে। এর আগে ও ছবি দেখেছে আর বুঝেছে ওর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু এসেছে। শুধু সেটা কেমন ভাবে ওর জীবনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সেটাই বুঝতে পারছিলো না। সে শুধু জানতো এটা ঘটবেই।

পাঁচটা ব্লক দূরে ওর একটা ছোট আইসক্রিম পারলার আছে। সাতটার সময় সেটা বন্ধ করে ভাইয়ের সঙ্গে ও বাড়িতে খেতে যায়। সন্ধ্যায় কোন কাজই থাকে না, একমাত্র শনিবারের রাত ছাড়া। কিন্তু আজ মঙ্গলবার, আর এতো লোক কেসলারের অনুষ্ঠান দেখতে চলেছে, যা শনিবারের সন্ধ্যাতেও জর্জ কখনও দেখেনি। ও আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো কি ভাবে এদের কয়েকজনকে পারলারে আকৃষ্ট করা যায়।

সে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেই আচমকা থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎই ওর মনে একটা চিন্তা জেগে উঠলো। কথাটা ওর মনে গ্রীক ভাষাতেই জেগে উঠেছিলো তারপর তা ইংরাজীতে অনুবাদ করে নিতেই সেটার অর্থ বোধগম্য হলো। তার মনের সব প্রশ্নের এটাই মাত্র উত্তর এটা বুঝেই ও নিকেলোডিয়নের দিকে ফিরে চললো।

দরজার কাছে থেমে গেলো সে। এসথার প্রবেশার্থী দর্শকের কাছ থেকে পয়সা নিতে ব্যস্ত ছিলো। 'হ্যাল্লো, মিসাস কেসলার' ও বলে উঠলো।

এসথার ব্যস্ত থাকায় ছোট্ট উত্তর দিলো, 'হ্যাল্লো, জর্জ।'

'মিঃ কেসলার কাছে আছেন?' ও অদ্ভুত মজার গলায় বললো।

'তিনি ভিতরে,' এসথার জবাব দিলো।

'আমি তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই যে।'

অদ্ভুত চোখে তাকালো এসথার। তার গলার আগ্রহের সুর ওর অশ্রুত রহিল না। 'এখনই সে বাইরে আসবে। আমি কিছু করতে পারি?'

জর্জ মাথা ঝাঁকালো। 'আমি অপেক্ষা করছি। কিছু ব্যবসার ব্যাপার কথা আছে।'

এসথার অবাক হয়েই ভাবতে চাইলো পিটারের কাছে জর্জের কি কাজ থাকা সম্ভব। তবে সে ব্যস্ত থাকায় ব্যাপারটা ভুলে গেলো।

জর্জ কিন্তু ভুললো না। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লোকের মাথা গুনতে চাইছিলো। ইতিমধ্যে চল্লিশজন ভিতরে ঢুকেছে। জায়গাটা লোকে ভরে গেছে। সারির পর সারি লোক বসে গেছে, একটু পরেই ছবি শুরু হবে। তাদের কেউ কেউ সঙ্গে ফলও নিয়ে এসেছে। জর্জ হিসেব করে দেখলো এখনও দু'শ জন বাইরে অপেক্ষা করছে। পিটার যখন দরজা বন্ধ করতে এলো লোক তখনও আসছে।

সে লক্ষ্য করলো পিটার দরজা বন্ধ করে হাত তুললো। 'আর একঘণ্টার মধ্যেই আবার ছবি দেখানো হবে,' ও পিটারকে বলতে

শুনলো, 'সব ভর্তি হয়ে গেছে, আপনারা অপেক্ষা করলে সবাই দেখতে পাবেন।'

পিটারের কথায় প্রায় সবাই অপেক্ষাই করতে চাইলো। এরপর একটা লাইনও পড়ে গেল রাস্তায়।

পিটার দরজায় মুখ ঢুকিয়ে বললো, 'ঠিক আছে, জনি, শুরু করো।'

আলো নিভে যেতেই দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠলো।

পিটার একটা চুরুট ধরিয়ে নিল, জর্জ এগিয়ে এলো তার দিকে।

'হ্যাল্লো, মিঃ কেসলার।'

'হ্যাল্লো, জর্জ, কি রকম আছো ?' পিটার বললো।

'দারুণ ভালো, মিঃ কেসলার,' জর্জ নম্রভাবে বললো। 'আপনার এখানে তো ঢের মানুষ।'

হাসলো পিটার। 'তা ঠিক, জর্জ। সবাই চলচ্চিত্র দেখতে চায়। তুমি দেখেছো ?'

জর্জ জানালো দেখেছে।

'এটাই যুগের হাওয়া,' পিটার বললো।

'মিঃ কেসলার, আমিও তাই ভাবি,' জর্জ বললো, 'আপনি সকলের মনের কথা জানেন।'

পিটার খুশি হয়ে একটা চুরুট এগিয়ে ধরলো। জর্জ সেটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। কি করে কথাটা শুরু করা যায় বুঝতে পারছিলো না জর্জ। শেষ অবধি বলে ফেললো, 'মিঃ কেসলার, এখানে একটা আইসক্রিম পারলার খুলতে চাইছি।'

পিটার অবাক হয়ে গেলো, 'এখানে ? কি জন্য ?'

একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলো জর্জ। মুখ লাল হয়ে উঠলো। ওর ভুল ইংরাজী আরও অবোধ্য হতে চাইলো। শেষ অবধি ও তোতলাতে শুরু করলো, 'ও—ওই লোকগুলো—ব্যবসার জন্য বেশ ভালো। আইসক্রিম, মিঠাই, ফল, বাদাম।'

পিটারের হাসি বন্ধ হয়ে গেলো। বুঝতে পারলো জর্জ কি বলতে

চায়। সে বলে উঠলো, 'মতলব ভালোই জর্জ, তবে কোথায় বসাবো? সে রকম জায়গা নেই।'

যাদুর ছোঁয়াতেই যেন জর্জ যা বলতে চাইছিলো বলতে শুরু করলো এবার। সে পিটারকে বোঝালো কত কম জায়গা লাগবে। অবশ্য সব তর্কের অবসান হলো ভাড়া আবার লাভের অংশ ঠিক হয়ে যেতেই।

নিকেলোডিয়নের ব্যবসা ভালো হওয়া সত্ত্বেও এর সমস্যারও অভাব ছিলো না। গ্রাফিকের সঙ্গে পিটারের চুক্তি অনুযায়ী ওর প্রতি তিন সপ্তাহে নতুন ছবি পাওয়ার কথা ছিলো। এটায় কোন অসুবিধা ছিলো না যতদিন ওরা দৈনিক একটা মাত্র অনুষ্ঠান করছিলো। প্রত্যহ একটা অনুষ্ঠানের ফলে প্রথম সপ্তাহে এলাকার সকলেই সেটা দেখে নিলে পরের দু সপ্তাহে ব্যবসায় মন্দা দেখা দিচ্ছিলো। পিটার জনির সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কথাও বলেছিলো। ঠিক করলো জো টার্নার এলে এ ব্যাপারে ওর সাহায্যই চাইবে ওরা।

জর্জ ওর ছোট্ট পারলার খোলার দু সপ্তাহ পরে জো এসে পৌঁছলো। জর্জ আর তার ভাই তখন পয়সা গুনতেই ব্যস্ত। জর্জকে লক্ষ্য করেই একটু পরে জো নিকেলোডিয়নে প্রবেশ করে জনির সঙ্গে কথা বললো।

বিকেলের ছবি সবে শেষ হয়েছে। জনি ফিল্‌ম গুটিয়ে নিচ্ছিলো পরের শো-এর জন্য।

'ওই মতলব কার?' জো প্রশ্ন করলো।

'পিটারের,' জনি জবাব দিলো। 'কি রকম মনে হয়?'

জো বলে উঠলো, 'মন্দ নয়। অনেকেই এবার করতে চাইবে।'

জনি এবার ওকে পানীয়র জন্য আহ্বান করে বলে উঠলো, 'তোমার আর কোন ফিল্‌ম নেই? তিন সপ্তাহ ধর একই শো দেখে লোকে বিরক্ত হয়ে পড়ে।'

জো মাথা নাড়লো। 'পাওয়ার মতো বেশি কিছু নেই। তবে আমাদের একটা এক রীলের ছবি আছে যেটা পাঠাতে পারি।'

'লোকে যেখানে পুরো ছবি চায় সেখানে এক রীলে কি হবে?' জনি প্রশ্ন করলো।

উত্তর দেওয়ার আগে এক মুহূর্ত তাকালো জো। 'আমার এমন জিনিস আছে যাতে তোমাদের সাহায্য হতে পারে, তবে সেটা গোপন রাখা চাই।'

'আমাকে চেনো জো, আমার পেট থেকে কথা বের হয় না।'

জো জনির ভঙ্গী দেখে হেসে ফেললো। 'আমার ধারণা তুমি শুনেছো বড় বড় কোম্পানী এক হয়ে ছবির ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। এরকম করার কারণ হলো, ছোট ছোট কোম্পানী ছবি তুলে ওদের ক্ষতি করছে। তাই ওরা একত্রে ছবি তুলে, যারা তোমাদের মত পরিবেশক তারা যাতে শুধু ওদের কাছ থেকেই ছবি নেয় তারই ব্যবস্থা করতে চায়।'

'তাতে কি?' জনি জানতে চাইলো। 'এর সঙ্গে বেশি ছবি পাওয়ার সম্পর্ক কোথায়?'

'সেই কথাতেই আসছি,' জো বললো। 'গ্রাফিক অন্য কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে, আর আমি তাদের ছেড়ে যারা আলাদা স্বাধীন-ভাবে প্রতি সপ্তাহে দেখানোর মত যথেষ্ট ছবি করতে চায় তাদেরই সঙ্গে যোগ দিচ্ছি।'

'শুনতে ভালোই,' বললো জনি। 'কিন্তু এতে আমরা কোথায় আসছি? চুক্তি অনুযায়ী আমরা শুধু গ্রাফিকের ছবিই দেখাতে পারি।'

'অনেক প্রদর্শনকারীরই ধারণা ওরা ব্যাপারটা না জানলে ক্ষতি কি?' জো জবাব দিলো। 'শোনো—তোমরা তিন সপ্তাহের জন্য ওদের ছবি নিচ্ছো, কিন্তু লাভ না হলে সেগুলো তিন সপ্তাহ না দেখালেই হলো।'

'বুঝলাম,' জনি জবাব দিলো। 'চলো পিটারের সঙ্গে কথা বলি।'

যেতে যেতে জো জানালো যা করতে হবে তা হলো নিউ ইয়র্কে গিয়ে একটা চুক্তি সই করা।

'যার হয়ে কাজ করতে চলেছো তার নাম কি?' জনি প্রশ্ন করলো।

'বিল বর্ডেন', জো জবাব দিলো, 'এ কাজে সে সবচেয়ে বড় স্বাধীন ব্যবসায়ী।'

'তোমার কাজ কি?', জনি একটা সিগারেট ধরালো। 'তার হয়ে ছবি বিক্রী করবে?'

জো মাথা ঝাঁকালো। 'ন্‌না। সে কাজ আর নয়। আমি ছবি করতে চাই। আমি বর্ডেনকে বলেছিলাম ওর এমন একজনকে চাই যে জানে প্রদর্শনকারীরা কি চায়। যেহেতু আমি জানি তারা কি চায়, ওর দরকারী লোকটি আমিই।'

হেসে উঠলো জনি। 'কার্নিভালে আমরা কাজ করার পর থেকে তুমি একটুও বদলাও নি।'

জোও হেসে উঠলো।

॥ ৫ ॥

দরজার হাতলে হাত রেখে থমকে দাঁড়ালো জনি। এসথারের গলা শুনতে পাচ্ছিলো। সে পিটারের সঙ্গে কথা বলছিলো।

জনি ঘরে ঢুকতেই এসথার ওর দিকে অবাক হয়েই তাকালো, তারপর ওর চোখ পড়লো ঘড়ির দিকে। 'আজ আগেই উঠে পড়েছো, জনি?'

হাসলো জনি। 'এক মিনিটের মধ্যেই আসছি। আমি শুধু জানতে এসেছিলাম নিউ ইয়র্ক থেকে পিটারের জন্য কিছু আনতে হবে কি না?'

'তুমি আজ নিউ ইয়র্ক যাচ্ছো?' এসথার জানতে চাইলো।

মাথা নোয়ালো ও। এসথারকে একটু খিটখিটেই মনে হলো তার। কেন কে জানে।

পিটার রান্নাঘরে এসে এসথারের কথারই পুনরাবৃত্তি করতে চাইলো। 'তুমি নিউ ইয়র্ক চলেছো?'

'হাঁ,' জনি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো পিটারকে লক্ষ্য করে। ইদানীং পিটারের শরীরের ওজনও বেড়েছে। হবে না কেন? সব কিছু ভালোই চলেছে।

'কি জন্য?' পিটার প্রশ্ন করলো।

'আমি জোকে কথা দিয়েছি ওখানে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করে নতুন ছবি দেখবো।' জনি বললো। 'আমি কাল সন্ধ্যায় ছবির শো-এর আগেই ফিরে আসছি।'

পিটার কাঁধ ঝাঁকালো। 'তুমি যদি কটা ছবির জন্য আট ঘণ্টা ভ্রমণে প্রস্তুত থাকো সেটা তোমার ব্যাপার, তবে আমি এরকম করতে রাজি নই।'

হাসলো জনি। 'এটা করলে,' নিজের মনেই ভাবলো জনি, 'তাহলে গত ক'মাস তোমাকে যে কথা বলতে চাইছিলাম বুঝতে পারতে —যে এটা বিরাট ব্যবসা হয়ে উঠতে চলেছে।' অবশ্য জবাবে সে বললো, 'আমার এটা করতে ভাল লাগে। কি হতে চলেছে সেটা জানা যায়।'

পিটার ওর দিকে তাকালো। জনির চোখে বিচিত্র এক অনুরাগের ছোঁয়াই ও দেখতে পেয়েছিলো। এই চলচ্চিত্র জনির জীবনকে শয়নে স্বপনে, জাগরণে ঘিরে ধরতে চাইছিলো। সম্ভবতঃ চলচ্চিত্রেরই স্বপ্ন দেখে চলেছিলো। ওর মনে পড়লো নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে জনি একবার বলেছিলোঃ 'এই বর্ডেন লোকটার ঠিক ধারণা আছে। সে গল্পসুদ্ধ দু রীলের বই তুলছে। তাছাড়াও রয়েছে, ফক্স আর লেমেল।'

ওদের ধারণা এমন একদিন আসবে যখন থিয়েটারগুলো নাটকের বদলে এই চলচ্চিত্রই দেখাতে থাকবে।'

কথাটায় নাক সিঁটকে ছিলো পিটার তবে আড়ালে সে খুবই প্রভাবিত হয়। ও তাদের ছবি দেখেছে। সত্যিই ওরা যৌথ কোম্পানীর চেয়ে ভালো।

সে ভাবতে চাইছিলো এরকম একটা থিয়েটারের মালিক হলে কেমন হয় যেখানে শুধু চলচ্চিত্রই দেখানো হবে? ও জোর করেই মন থেকে চিন্তাটা সরিয়ে দিতে চাইলো। না, এটা নিয়ে চিন্তা করাও বোকামি। এতে কখনও পয়সা আসতে পারে না। যা আছে তাতেই ও বরং ভালো আছে।

ইতিমধ্যে ডোরিস ও মার্ক রান্নাঘরে ছুটে এলো। সে জনির দিকে তাকালো উজ্জ্বল মুখে।

'পার্কে যাবে, জনি কাকু?' ডোরিস উত্তেজনার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন করলো।

হাসি মুখে তাকালো জনি। 'আজ নয়, প্রিয়া,' ও বললো, 'জনি কাকুকে যে আজ নিউ ইয়র্কে কাজে যেতে হবে।'

একটু হতাশার ভাব ডোরিসের মুখে ফুটে উঠলো। 'ওঃ', সে বলে উঠলো।

এসথার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাতেই পিটার ডোরিসের হাত ধরলো, 'বাপিই আজ নিয়ে যাবে, সোনা।'

পিটার এবার জনির দিকে তাকালো। প্রশ্ন করলো, 'জো কেমন চালাচ্ছে?'

'চমৎকার,' জনি জবাব দিলো। 'ও দারুণ কিছু ছবি তুলেছে। বর্ডেন বলেছে জো-ই ওর সব সেরা লোক।'

'চমৎকার কথা,' পিটার বললো। 'জো সন্তুষ্ট?'

'জো কাজটা পছন্দ করেছে। তবে ও নিজেই ব্যবসা করতে চায়। বলতে চায় এতে পয়সা আছে।'

'তোমার ধারণা কি রকম ?' আগ্রহ চেপে রেখেই পিটার জানতে চাইলো।

জনি ওর দিকে তাকাতেই পিটারের চোখে আগ্রহের প্রকাশ দেখে ফেললো। 'ওর কথার মধ্যে কিছু আছে বলতেই হয়, প্রমাণ পেয়েছি বলেই মনে হয়,' জনি জানালো। 'এক রিলের ছবি তৈরি করতে খরচ হয় তিনশ ডলার, তাছাড়া প্রিন্টের খরচ। প্রতিটি রীল অন্ততঃ ত্বার দশ ডলার করে ভাড়া দেওয়া যায়। এতে প্রতি প্রিন্টে আসে তু হাজার। হিসেবে ভুল হওয়ার কিছু নেই।'

'তাহলে ওর বাধাটা কোথায় ?

'টাকা' জনি জবাব দিলো। 'ওর অন্ততঃ ক্যামেরা ও অন্যান্য জিনিসের জন্য ছ' হাজার ডলার চাই। আর ওর সেটা নেই।'

মার্ককে কাঁধে নিয়েই ওরা স্টেশনের দিকে ইতিমধ্যে এসে গিয়েছিলো। মার্ককে এবার নামিয়ে দিলো জনি। 'আমাদের ত্বজনের পক্ষে এটা খারাপ ব্যবসা হবে না।'

পিটার হেসে উঠলো। 'আমি নয়। আমি সন্তুষ্ট আছি। ফিল্‌মটা কাজে লাগাতে না পারলে তুমি শেষ।'

'আমি তা ভাবি না', জনি দ্রুত জবাব দিলো। 'আমাদের দিকেই তাকাও। আমরা যেখান থেকে পারি ফিল্‌ম কিনতে অভ্যস্ত, অথচ ইচ্ছেমত সেটা পাচ্ছি না। নিউ ইয়র্কে যত প্রদর্শনকারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তারাও একই নৌকার যাত্রী। সকলেরই আরও ছবি চাই।'

পিটার আবার হাসলো, তবে সে হাসি তেমন জোরালো নয়। 'আমি লোভী নই,' সে বললো, 'মাথা ব্যথা অন্যেরই থাকুক। আমরা যা করছি তাই ভালো।'

একটু পরেই ট্রেন ধোঁয়া ছেড়ে প্লাটফর্মে ঢুকতেই জনি উঠে পড়লো। হাসি মুখে সে হাত নাড়লো।

জনি জানতো পিটারের মধ্যে ও ভাবনার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। একটু একটু করেই ওই পোকা মনের মধ্যে ডানা মেলতে শুরু করবে। ধীরে ধীরে ট্রেন এগিয়ে চলতেই সে একটা সংবাদপত্র খুলে ধরলো।

॥ ৬ ॥

জনির যখন ঘুম ভাঙলো তখন অন্ধকার। একটা অপরিচিত ঘরেই ও নিজেকে দেখতে পেলো। ওর মাথা অসম্ভব ভারি মনে হচ্ছিল। অস্ফুট শব্দ করে সে হাত টান করতে চাইলো। তার পাশে বিছানায় একটু নড়াচড়ার শব্দও শুনতে পেলো। বেশ অবাক হয়েই পাশের দিকে তাকালো সে। হাত বাড়াতেই নরম মাংসের স্পর্শ অনুভব করে মাথা ঘোরালো।

আধো অন্ধকারে ওর পাশেই নিদ্রিত মেয়েটিকে প্রায় দেখতেই পেলো না সে। মাথার নীচে হাত রেখে সে কাত হয়ে শায়িত। আস্তে আস্তে উঠে বসলো জনি। ভাবতে চাইলো গত রাতে কি ঘটেছিলো। তার মনে পড়লো জো আরও সুরার হুকুম দিয়েছিলো। ওরা সকলেই মত্ত হয়ে পড়ছিলো। বেশ ব্যথার মধ্যে দিয়েই সব কথা ওর মনে পড়তে চাইলো।

এটা শুরু হয় ও যখন প্রায় পাঁচটার সময় স্টুডিওতে আসে। জো ওকে বলেছিলো ওরা কাজ করবে কারণ যে মেয়েদের ওরা ভাড়া করেছিলো তাদের ছুটি ছিলো। এই মেয়েগুলো সারা সপ্তাহ এক ব্যাঙ্গাত্মক নাটকে অংশ নেয় তাই এর বাইরে কিছু অর্থ রোজগারই ওদের উদ্দেশ্য থাকে।

জনি যখন পৌঁছেছিলো জো তখন একটা মেয়ের সঙ্গে দারুণ কথা কাটাকাটিতেই ব্যস্ত। মেয়েটা চিৎকার করছিলো। প্রথমে জনি

ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি তবে একটু পরেই ও বুঝেছিলো বিষয়টা হলো মেয়েটার পোশাক।

বিল বর্ডেন পাশেই দাঁড়িয়েছিলো অদ্ভুত চিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। প্রতিটি ছবি ব্যবসায়ীর চোখেই জনি এটা লক্ষ্য করেছিলো। জো চুপচাপ থেকে মেয়েটার গলাবাজি বন্ধ হওয়ার অপেক্ষা করতে চাইছিলো। জনি দরজার কাছেই থমকে দাঁড়ালো।

শেষ পর্যন্ত মেয়েটা থামতেই জো তাকে অগ্রাহ্য করে বলে উঠলো, 'ওকে সময় দিতে হবে, বিল! এই কাজে মেজাজ সহ্য করা যায় না।'

বর্ডেন জবাব দিলো না তবে ওর দু চোখে চিন্তার রেখা আরও গাঢ় হয়ে উঠলো।

মেয়েটা আবার চিৎকার শুরু করলো। 'আপনারা এটা করতে পারবেন না,' সে জোর দিকে তাকালো, 'এ ছবিতে আমারই প্রধান ভূমিকা করার কথা। আমার এজেন্ট আপনাদের অভিযুক্ত করবে!' ওর গলা ক্রমেই বেড়ে উঠলো।

জো এক মুহূর্ত শান্ত ভাবেই মেয়েটার দিকে তাকালো। তারপরেই ফেটে পড়লো, 'কাকে অভিযুক্ত করবে ভেবেছো, কিসের জন্য? জানোনা, ওই চুলোর নাচের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যা রোজ পাও তার চেয়ে ঢের বেশিই আমরা দিচ্ছি? একবার অভিযোগ করে দেখ, ছবির লাইনে আর কেউ কাজ দেবে না।' ও এগিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ আঙ্গুল তুলে বলতে লাগল, 'যদি এই ছবিতে নায়িকার কাজ করতে চাও তাহলে ওই চুলোর পোশাক খুলে সেমিজটা মেলে ধরো! আর লজ্জা-টজ্জা দেখাতে চেও না। ওই নাচের আসরে তোমাকে গায়ে কুটোটাও না রেখে দাঁড়াতে দেখেছি বলেই তোমায় ভাড়া করেছি, মনে রেখো।'

আচমকা ওরকম ধাক্কা খেয়ে মেয়েটা চুপসে গেলো। তারপরেই দু এক মিনিট জোকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো: 'ঠিক আছে, করবো। তবে একটা কথা!' আচমকাই ও দু-এক পা পিছিয়ে গিয়ে ওর

পোশাক মাথার উপর দিয়ে তুলে নিয়ে জো-র পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেললো।

জনির মনে হলো ওর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটার শরীরে কুটোটাও ছিলো না।

জো দ্রুত পোশাকটা তুলে নিয়ে মেয়েটাকে আড়াল করতে ছুটে গেলো। বর্ডেন দুহাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠলো।

জো এগোতেই মেয়েটা হেসে উঠলো। 'আমাকে একটা সেমিজ ধার দিন না। এই যাচ্ছেতাই গরমে ওটা পরা যায় না।'

হাসতে লাগলো জো। 'এটা গোড়াতেই বলতে পারতে, খুকু। তাতে অনেক ঝামেলা কমতো।'

কয়েক মিনিট পরে মেয়েটা সেমিজ পরে নিতেই ক্যামেরা কাজ করে চললো। জো মুখ তুলে জনিকে লক্ষ্য করে হাসি মুখে বলে উঠলো, 'দেখেছো, কি নিয়ে কাজ করতে হয়?'

জনিও হাসলো। 'হুঁ, বেশ কঠিন, কি বলো?'

জনির জবাবে জো হেসে উঠলো। 'ভুল কোরো না, এই মেয়েগুলো পাগল, কি করবে কেউ জানে না।'

জনি আবার হাসলো। 'আপত্তি করার মত তো কিছুই দেখলাম না।'

জো ওকে ধাক্কা মেরে ঠাট্টাচ্ছলে বললো, 'ছবি দেখানোর ঘরে গিয়ে ছবি দেখে নাও বেজন্মা কোথাকার। তারপর খেতে যাওয়া যাবে।'

'বেশ,' জনি বললো যেতে যেতে।

জো ওকে আবার ডাকলো। 'আমি ভাবছিলাম,' মুখে একরাশ হাসি নিয়ে, 'গোটা দুই ছুকরিকে সঙ্গে নিলে বোধ হয় খুব মজা হবে। রচেস্টারে যেভাবে জীবন কাটাচ্ছিলে সেটা তোমার যোগ্য নয়।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তার জন্য ধন্যবাদ,' উপহাসের কণ্ঠে বলে উঠলো জনি, 'আমার ধারণা মেয়েদের ছাড়াই চলা যায়।'

জো দরাজ গলায় হেসে উঠলো। 'আমার কথা আলাদা। কিন্তু
যোল বছর বয়সের কথাটা মনে পড়ছে, যখন সেই ছুঁড়িকে
গোলমাল বাধিয়েছিলে। ম্যাণ্টোসকেই ব্যাপারটা সামাল দিতে
'

জনির মুখ লাল হয়ে উঠলো, ও জোর কথার জবাব দিতে যেতেই
ডন ওকে ছবি প্রক্ষেপণ-কক্ষে টেনে নিয়ে গেলো। ও ফিরে এসে
খলো জো ছুটো মেয়ের সঙ্গে অপেক্ষা করছে।

জো তাদের পরিচয় করিয়ে দিলো। একজন হলো যে জোর সঙ্গে
কাতর্কি করছিলো সে। মেয়েটার নাম মে ড্যানিয়েলস। সে
ব জোর হাত ধরেছিলো তাতেই বোঝা গেলো ছুজনে পূর্ব
রিচিত। অন্য মেয়েটা খুব আকর্ষণীয়া ছোটখাটো চেহারার এক
র্ণকেশী নাম ফ্লো ডেলি।

মেয়েটা জনির দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'তুমি বরং ওকে একটু
খো, ফ্লো,' জো হাসতে হাসতে বললো, 'ও আমাদের সবচেয়ে
ড় খদ্দের।'

ওরা চার্চিলে নৈশভোজ সেরে নিলো। জোর মেজাজ বেশ ভালোই
লো। বিকেলে একটা ছবি শেষ করেছে সে। একটা চুরুট
চেয়ারে হেলান দিয়ে জো বললো, 'পিটারের সঙ্গে কথা
হ?'

'হ্যাঁ,' জনি বলে উঠলো, 'আজই সকালে। মনে হচ্ছে টোপ
লছে।'

'আমারও তাই ধারণা,' জো ঝুঁকে পড়লো। 'বর্ডেন ব্রুকলিনে
তুন স্টুডিওয় কাজ করছে, পিটার সময় মত এসে সেটার ভার নিলে
লো হয়। এতে আমাদের ঝামেলা কমবে।'

'আমার বিশ্বাস,' জনি প্রত্যয়ের সঙ্গে বললো, 'আমি নিশ্চিত যে
করবে।'

'ভালো,' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো জো।

সে ঝুঁকে পড়লো, 'সব সময়েই ব্যবসার কথা ছাড়া কথা নে
এক মুহূর্তের জন্যেও এসব ভুলতে পারো না ?'

জো টেবিলের তলা দিয়ে ওর হাঁটু টিপে দিলো। ও ইতিম
প্রচুর পান করায় হালকা বোধ করতেও শুরু করেছিলো। 'ঠিক ব
খুকু। এবার আনন্দ করা যাক।' ও ওয়েটারকে ডাকলো। 'অ
সুরা চাই।'

ইতিমধ্যে সময় গড়িয়ে চললে সকলে জনির কটা প্রদর্শন
আছে তাই নিয়ে তর্ক করতে করতে জো'র অ্যাপার্টমেণ্ট এসে পৌঁছবে
জো বলতে চাইলো সংখ্যাটা একুশ, জনি প্রতিবাদ করে চললো
মাত্র বিশ।

অ্যাপার্টমেণ্টে ঢুকতেই জনি জো'র দিকে তাকালো।
পেট বোঝাই, তাই ঘুমোতে যাও।'

জো প্রতিবাদ করতে চাইলেও জনি ওকে ঠেলে বিছানায়
দিতেই চৈতন্য হারালো জো। সে'ও বলে উঠলো ও ক্লান্ত।
সটান জনির পাশে শুয়ে পড়লো।

জনি আর ফ্লো পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফেললো। তার
দুজনে অন্য শোবার ঘরের দিকে এগোলো।

দরজা বন্ধ হতেই ফ্লো জনির দিকে তাকালো। মুখে হাসি
জনির দিকে দুহাত বাড়ালো, 'আমাকে পছন্দ হয়, জনি ?'

জনি ওর দিকে তাকালো। আশ্চর্য ব্যাপার, এক মুহূর্ত অ
ওকে যে রকম মত্ত মনে হচ্ছিলো সে রকম মেয়েটাকে লাগছে
ও দুহাত বাড়িয়ে ফ্লোকে টেনে নিলো, 'নিশ্চয়ই পছন্দ।'

ফ্লো তখনও হাসি মুখে ওর দিকে তাকালো, 'তাহলে আর অপে
করছি কেন ?'

এক মুহূর্ত জনি স্থির হয়ে থেকেই ওর ঠোঁটে চুমু খেলো।
সারা দেহে ফ্লোর শরীরের উত্তাপ অনুভব করতে চাইছিলো। ওর

অন্তর্বাসের মধ্য দিয়ে ফ্লোর স্তনে পৌছতেই ও সেখানে উত্তেজনার স্পর্শ টের পেলো। ও তাকে বিছানায় টেনে নিলো।

জনি ফ্লোর হাসি শুনতে পেলো। 'এক মিনিট দাঁড়াও, জনি। গা থেকে জামা কাপড়গুলো ছিঁড়ে ফেলো না।'

জনির হাত পিছলে সরে গিয়ে পোশাক খুলে ফেলতে লাগলো ফ্লো। 'জো ঠিকই বলেছে,' উন্মত্তের মতোই কথাটা ভাবলো জনি। 'যে জীবন কাটাচ্ছিলাম সেটা একটুও স্বাভাবিক না। তা সত্ত্বেও ওর অবচেতন মন যেন বলে উঠলো এসব করার মত সময় ওর নেই।

সমস্ত পোশাক মেঝেয় ফেলে রেখে এগিয়ে এলো এবার ফ্লো। 'দেখলে,' ও হেসে বললো, 'এই রকমই ভালো, তাই না।'

কোন জবাব দিলো না জনি, শুধু হাত বাড়িয়ে ফ্লোকে কাছে টেনে আনতেই দুজনে দুজনের ওষ্ঠ পরস্পরের উপর চেপে ধরলো। ওর স্পর্শে ফ্লোর শরীর উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই মন থেকে সব চিন্তা-ভাবনা হারিয়ে ক্ষণিক ওই সুখেই বিভোর হলো জনি।

মাথাটা দপ দপ করেছিলো জনির। সে বিছানা ছেড়ে উঠে পোশাক পড়তে শুরু করলো। তারপর টলতে টলতে বাথরুমের দিকে যেতে গিয়েই শায়িত মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ওর গায়ের কম্বলটা টেনে সরিয়ে দিলো।

মেয়েটা নড়ে উঠে জনির দিকে তাকালো। 'জনি,' ঘুম জড়ানো গলায় মেয়েটা বলে উঠলো। ওর শরীরে আবরণ বলতে কিছুই ছিলো না।

জনির মনে মেয়েটার উষ্ণ শরীরের স্মৃতি জেগে উঠলো। কম্বলটা ফেলে দিয়ে টলতে টলতে ও বাথরুমে ঢুকে গেলো।

দরজা বন্ধ করে আলো জ্বেলে বেসিনের কলের নীচে মাথা রেখে জলের কল খুলে দিলো। অঝোর ধারায় ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে পড়লো ওর মাথায়।

এতোক্ষণে একটু আরাম বোধ করতে লাগলো জনি। একটা তোয়ালে দিয়ে ও শুকনো করে মাথা মুছতে চাইলো।

এরপর শোবার ঘরে ঢুকে ও পোশাক পরে নিয়ে নিঃশব্দেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। সকালের বাতাস বেশ আরামপ্রদ বলেই ওর মনে হলো। হাত ঘড়ির দিকে তাকালো। সময় সকাল সাড়ে ছটা। রচেস্টারের ট্রেন ধরতে হলে তাড়াতাড়ি করতে হবে।

॥ ৭ ॥

জনি রান্নাঘরে এসে ঢুকলো। ঘরের ভেতর বেশ উষ্ণতা জড়ানো আরাম, পাশেই বড় একটা স্টোভ জ্বলছিলো। 'পিটার কোথায়?' ও প্রশ্ন করলো।

স্যুপের পাত্রে ঢাকনা বসিয়ে এসথার তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'একটু বেড়াতে গেছে।'

জনি একটু অবাক হয়েই তাকালো, 'এই আবহাওয়ায়?' ও বাইরে তাকাতেই চোখে পড়লো তখনও তুষারপাত হচ্ছে, রাস্তায় বেশ পুরু করেই বরফ জমেছে। ইতিমধ্যেই বোধহয় তিন ফুট বরফ জমে গেছে,' ও বলে উঠলো।

এসথার হতাশ ভঙ্গী করলো। 'আমি বলেছিলাম ও শুনলো না। গত ক'দিন ধরেই ও কেমন অস্থির হয়ে আছে।'

জনি সায় দিলো। তিন দিন আগে তুষারপাত শুরু হলে নিকেলোডিয়ন বন্ধ রাখার পর থেকেই পিটারের অস্থিরতা সে লক্ষ্য করেছিলো। গ্রীষ্মকালটা বেশ লাভজনক হলেও শীতের প্রথম তুষারপাত শুরু হতেই ওদের প্রদর্শনী বন্ধ রাখতে হচ্ছে।

এসথার মুখ তুলে তাকালো, ওর মনে তখনও পিটারেরই

চিন্তা। 'আমি বুঝতে পারছি না ইদানীং ওর কি হয়েছে,' ও আপন মনেই যেন বললো, 'এরকম ও আগে ছিলো না।'

ভ্রূ-কুঁচকে তাকালো জনি। 'তার মানে?'

এসথারের চোখের দৃষ্টি সোজা জনির দিকে পড়লো যেন ওরই কাছে রয়েছে ওর সমস্যার উত্তর। 'যেদিন থেকে নিকেলোডিয়ন খোলা হয় তখন থেকেই ও বদলে গেছে,' এসথার বললো। 'ব্যবসার সামান্য হেরফেরে ওর কিছু হতো না। কিন্তু তুষারপাত শুরু হওয়ার পর থেকেই ও জানলার সামনে দাঁড়িয়ে খালি বলতে চাইছিলো, 'এতে আমাদের খরচ হয়ে চলেছে'।

হাসলো জনি। 'এটা তেমন খারাপ নয়, সে বললো। 'কার্নিতে আমরা জানতাম সূর্য রোজ তাপ বিলোয় না। ব্যবসায় এটা থাকেই।'

'আমি তো ওকে বলেছি আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই, তবুও সে শুনলো না ও বাইরে চলে গেলো। জনির বিপরীত দিকে চেয়ারে বসেছিল এসথার এবং ঠোঁট চাপা দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়েছিল। যখন সে মুখ তুললো তার দুচোখ জলে ভরা। বললো, মনে হচ্ছে ও একেবারেই বদলে গেছে ; 'ও কেমন যেন অচেনা মানুষ হয়ে পড়েছে। আমার মনে পড়লো নিউ ইয়র্কে থাকার সময়ের কথা। ডরিস তখন বাচ্ছা। ডাক্তার ওর স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সহরের বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে বললো। পিটার এক মুহূর্ত দেরী না করে ব্যবসা বিক্রী করেই এখানে চলে এসেছিলো। কে জানে হয়ত সেই রকমই আবার ও করবে ঠিক।'

জনি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো এসথার ওর মনের কথা এভাবে বলতে চাওয়ায়। ও তাই বললো, 'ইদানীং বড্ড বেশি খাটছেন তাই হয়তো—। পৃথিবীতে একসঙ্গে দুটো ব্যবসা চালানো সহজ নয়।'

জনির সহানুভূতি জানানোর বৃথা চেষ্টায় এসথারের চোখের জলের বাঁধ ভেঙে গেলো। 'ও কথা বলতে চেওনা জনি,' ও বলে

উঠলো। 'তুমি আসার পর থেকে নিকেলোডিয়নে ওর কিছুই করতে হয়নি।'

জনি একটু লাল হয়ে উঠে বললো, 'কিন্তু দায়িত্ব তো ওরই।'

জনির হাত ধরলো এসথার। 'তুমি চমৎকার ছেলে বলেই একথা বলছো। তবে, বোকা বানাতে চেয়োনা।' একটু থামলো এসথার। তারপর স্টোভটা দেখে নিয়ে আবার বলে চললো, 'না, তা নয়। ওর মনে এমন কিছু লেগেছে যা আমি জানি না।'

এসথারের মনে পড়লো পিটার প্রথম যখন ওর বাবার স্টোরে এসেছিলো। ওর তখন বয়স চৌদ্দ আর পিটার প্রায় এক বছরের বড়ই হবে।

পিটার সবে জাহাজ থেকে নেমেছিলো, সঙ্গে ছিলো এসথারের কাকার একটা চিঠি। তিনি মিউনিখে থাকতেন। ওর ছোট্ট জামায় পিটারকে অদ্ভুতই লেগেছিলো। এসথারের বাবা ওকে তার ছোট্ট লোহা-লক্করের দোকানে একটা কাজ দিয়েছিলেন। পিটার রাতের স্কুলেও যেতে আরম্ভ করেছিলো। ও পিটারকে ইংরাজী পড়ায় সাহায্য করতো।

পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মেই ওরা প্রেমেও পড়েছিলো ওর মনে পড়লো পিটার যেদিন ওর বাবার কাছে ওদের বিয়ের মত আদায় করতে গিয়েছিলো। ও দোকানের দরজার আড়ালে থেকেই সব লক্ষ্য করছিলো। পিটার অদ্ভুতভাবেই কাউন্টারের পিছনে চশমা চোখে ইহুদি খবরের কাগজ পাঠে ব্যস্ত ওর বাবাকে লক্ষ্য করে চলেছিলো।

শেষ পর্যন্ত বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর পিটার কথা শুরু করেছিলো, 'মিঃ গ্রীনবার্গ।'

ওর বাবা মুখ তুলে তাকিয়ে ছিলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে তিনি পিটারকে দেখলেও কোন জবাব দেননি। বেশি কথাও বলতেন না তিনি।

একটু অস্বস্তিতেই পড়েছিলো পিটার। 'আ—আমি—মানে আমি—আর এসথার—ইয়ে—বিয়ে করতে চাই।'

ওর বাবা চশমার ফাঁক দিয়ে একবার তাকিয়ে আবার কাগজে মন দিয়েছিলেন। এসথারের মনে পড়লো সেই সময় ওর বুক এমন টিপ্ টিপ্ করছিলো যেন সবাই শব্দটা শুনে ফেলবে বলেই ওর মনে হচ্ছিলো। ও দম বন্ধ করেছিলো।

পিটার আবার ভাঙ্গা গলায় বললো, 'মিঃ গ্রীনবার্গ, আমার কথা শুনতে পেয়েছেন ?'

ওর বাবা বলে উঠেছিলেন, 'না শোনার কিছু আছে ? আমি কি কালা ?'

'কিন্তু—কিন্তু আপনি যে উত্তর দিলেন না,' পিটার তোতলাতে চাইছিলো।

'আমি তো না বলিনি, বলেছি কি ?,' মিঃ গ্রীনবার্গ স্বদেশীয় ভাষাতে বলেছিলেন। 'আমি অন্ধও নই যে বুঝতে পারবো না তোমরা কোন কথা বলবে,' তিনি আবার কাগজে নজর দিয়েছিলেন।

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে না পেরেই পিটার দু এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিলো, তারপরেই এসথারকে জানাবার জন্য দৌড় লাগিয়েছিলো।

ওর বাবা মারা গেলে পিটার দোকানের দায়িত্ব নিয়েছিলো। ওদের ছোট্ট ডোরিস পিছনের ঘরেই জন্মায়। ওর তিন বছর বয়সে ডোরিস দারুন রুগ্ন হওয়ায় ডাক্তার ওকে শহরের বাইরে নিয়ে যেতে উপদেশ দিলে ওরা রচেস্টারে চলে আসে। ওখানেই মার্ক জন্মেছিলো।

আচমকাই এবার দরজা খুলে গায়ের তুষারকণা ঝাড়তে ঝাড়তে পিটার রান্নাঘরে ঢুকলো।

জনি খুশিই হয়ে উঠলো, কারণ এসথারের নীরবতা ওর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। 'খুব খারাপ আবহাওয়া,' ও বলে উঠলো।

পিটার গোমরা মুখে মাথা নাড়লো। 'মনে হচ্ছে কালও আমাদের বন্ধ রাখতে হবে,' ও বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলো।

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' জনি বললো। 'আমি নিউইয়র্কে গিয়ে জো-কে স্টুডিওতে কাজ করতে দেখবো ভাবছিলাম। তুমিও চলো না।'

'কি হবে?' পিটার খিঁচিয়ে উঠলো। 'আগেই বলেছি এতে আমার আগ্রহ নেই।'

এসথার হঠাৎই পিটারের দিকে তাকালো। সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ও বুঝে নিয়েছিলো এটাই পিটারের মনে ঝড় তুলেছে। ও জনির দিকে তাকালো। 'তুমি ওকে কি করতে বলছো?'

জনি ব্যাপারটা অনুমান করেই বলে উঠলো, 'বিল বর্ডেন ব্রুকলীনে একটা নতুন স্টুডিও খুলছে আর পুরনোটা বন্ধ রাখতে চায়। আমি চাই পিটার নিউইয়র্কে গিয়ে ওটা দেখুক। ভালো মনে করলে সে, জো আর আমি ওটা নিতে পারি।'

'তার মানে বলছো ছবি তৈরি করবে?' পিটারকে চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য করে বললো এসথার।

'হাঁ। ছবি তৈরি করবো,' জনি জবাব দিলো। 'এতে প্রচুর টাকা আছে, দিন দিনই এটার কদর বাড়ছে।' ও এসথারকে নানা সম্ভাবনার কথা বোঝাতে চাইলো।

এসথার মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলেও পিটার বিরক্ত মুখে বসে রইলো। যদিও ও বুঝলো পিটারের মনে ঝড় উঠেছে মতলবটা শুনে। নৈশভোজের সময় সারাক্ষণ জনি কথা বলে চললো ছবি তোলা নিয়ে। ও নিচে শুতে গেলেও কথাগুলো তখনও এসথারের কানে বেজে চলেছিলো। পিটার অবশ্য কোন মন্তব্য করলো না।

ন'টার পরেই ওরা শুতে গেলো। তখনও তুষারপাত ঘটে চলেছে, ঘরটাও ঠাণ্ডা। পিটারের শোয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো এসথার। পিটারের ঘুম পেলেও এসথারকে কথায় পেয়েছিলো।

'জনি যা বলছে সেটা নিজে গিয়েই দেখতে চাইছো না কেন?' প্রশ্ন করলো এসথার।

গজগজ করে পাশ ফিরলো পিটার। 'কি জন্য? ছোকরা শুধুশুধু দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে।'

'নিকেলোডিয়নের ব্যাপারে ও ঠিক বলেছিলো,' এসথার বলে উঠলো। 'কে জানে এবারেও হয়তো ও ঠিক।'

উঠে বসলো পিটার। 'সেটা আলাদা,' ও বললো। 'আমরা জানি নিকেলোডিয়ন নতুন কিছু। ওর কদর কমে গেলে আমরা বন্ধ করে দেবো, টাকাও তেমন খরচ হয়নি। কিন্তু ছবির ব্যাপার আলাদা, এতে বিরাট টাকা লাগানোর ব্যাপার আছে। আর নিকেলোডিয়ন বন্ধ হয়ে গেলো এর কি হবে? খতম। এতেই সন্তুষ্ট থাকলে টাকার চিন্তায় ঘুম বন্ধ হবে না।'

এসথার তবুও চাপ দিতে লাগলো। 'কিন্তু জনি বলছে এটা আরও বড় হবে। ও বলেছে প্রতি সপ্তাহে কুড়িটা করে নিকেলোডিয়ন খুলছে।'

'খতমও হবে আরও তাড়াতাড়ি,' পিটার আবার শুয়ে পড়ে বলে উঠলো। 'হঠাৎ জনির কথায় তোমার এমন আগ্রহ কেন?'

'কারণ তুমিই,' এসথার বললো,' 'সব ব্যাপারে ভয় পেয়ে পিছিয়েই বা যাবে কেন?'

পিটার জবাব দিলো না। 'ও ঠিকই বলছে,' ভাবলো ও, 'আমি ঝুঁকি নিতে ভয় পাই আর তাই জনির সঙ্গে যাবো না। তাছাড়া আমার ভয় জনিই ঠিক।'

কিছুক্ষণ দুজনে কথা বললো না। পিটারের চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতেই এসথার বললো, 'জেগে আছো?'

'জেগে আছি,' পিটার জবাব দিলো।

'পিটার, আমার কেমন মনে হচ্ছে জনির মতলবটা ভালোই।'

'আমারও মনে হচ্ছে এখন ঘুমোলে ভালো হয়,' বলে উঠলো পিটার।

'না, পিটার,' উঠে বসে পিটারের দিকে তাকালো এসথার। 'মনে পড়ছে ডাক্তার যখন ডোরিসকে নিউ ইয়র্কের বাইরে নিয়ে যেতে বলেছিলো আমার রচেস্টার সম্বন্ধে ধারণা কেমন ছিলো ?'

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালো পিটার। যদিও ও স্বীকার করতে চায় না তাহলেও এসথারের এই দূরদৃষ্টির জন্য আসলে ওর বেশ শ্রদ্ধাই আছে। বহুবারই এটার প্রমাণ পেয়েছে ও। সেবার ও অন্য জায়গাতেই যেতে চেয়েছিলো কিন্তু তার বদলে এখানে এসেই ওর উন্নতি হয়। যে লোকটা অন্য জায়গায় গিয়েছিলো সে ব্যর্থ হয়। ও তাই বললো, 'তাহলে ?'

'আমার মনে হচ্ছে নিউ ইয়র্কে যাওয়াই ভালো। বাচ্চার জন্য এসেছিলাম সে এখন ভালোই আছে। বাড়ির সকলকে আবার দেখতে ইচ্ছে করছে। বাবা যেখানে প্রার্থনা করতেন মার্ককে সেখানেই নিতে চাই আমি। আমি এমন জায়গায় যেতে চাই যেখানে সকলকে ইহুদিতে কথা বলতে শুনবো। ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি রিভিংটন স্ট্রীটে বাবার মত রুটি সেঁকার গন্ধ শুঁকতে চাই। আমার মন আর বাধা মানছে না, পিটার, দয়া করে একবার ওখানে যাও, ভালো না মনে হয় কিছু কোরো না। তবু একবার যাও।'

অনেকক্ষণ ধরে ও বলে চললো। ওর বাবার মতই ও কথাবার্তায় দক্ষ হওয়ায় পিটার একটু অভিভূত হয়ে পড়লো। পিটার দুহাতে এসথারকে কাছে টেনে নিলো। ওর ভিজে গালে গাল রাখলো পিটার। ওর চুলে হাত বোলাতে বোলাতে পিটার নরম গলায় ইহুদিতেই বললো, 'ঠিক আছে আমি গিয়ে দেখবো।'

এসথার মুখ তুললো, 'কালই ?'

'কালই,' ইহুদিতে জবার দিয়ে হঠাৎই ইংরাজীতে বলতে চাইলো পিটার, 'কিন্তু কোন কথা দিচ্ছি না।'

৮ ॥

ওরা পরদিন বেলা তিনটের সময় বর্ডেনের স্টুডিওয় হাজির হলো। জনি ওকে সোজা জো যেখানে কাজ করছিলো সেখানে নিয়ে গেলো। জো ওদের দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললো, 'একটু অপেক্ষা করো আমি আসছি।'

প্রায় একঘণ্টা পরেই এলো জো। ইতিমধ্যে পিটার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিতেই ওর অনভিজ্ঞ চোখেও প্রচুর কর্মতৎপরতার চিহ্ন ধরা পড়লো। তিনজন কর্মী আলাদা আলাদা চাতালে কাজ করে চলেছিলো। জনি তাকে বুঝিয়ে দিলো ওগুলো স্টেজ।

পিটার এবার জোকে লক্ষ্য করলো। জো একটা দৃশ্য তোলার ব্যবস্থা করছিলো। পিটার লক্ষ্য করলো জো বারবার একদল অভিনেতাকে কি করতে হবে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলো। পিটারের মনে পড়লো ছোটবেলায় ওর বাবার জন্য ও যখন খাবার নিয়ে যেতো সেই দৃশ্যের কথা। ওর বাবা কনসার্ট হলে বেহালা বাজাতেন। তিনি বারবার ছাত্রদের একই জিনিস বোঝাতে চাইতেন।

জো ঠিক ওই রকমই করছিলো। সে অভিনেতাদের একই দৃশ্য বারবার অভিনয় করে যেতে বলছিলো। ওরা যখনই ওর মনমতো করতে সক্ষম হলো সেটা ছবিতে তুলে নিচ্ছিলো জো। এখানে ক্যামেরাই রাজা। পিটারের বুকে কিছু যেন চেপে বসতে চাইছিলো।

'শেষ পর্যন্ত তাহলে চলে এলে?' জো এবার হাসলো।

পিটার সতর্ক হয়ে উঠলো। 'ওখানে কাজকর্ম নেই, তাই,' ও বললো।

'যাক, কি রকম বুঝলে বলো,' জো আবার বললো।

তবুও সতর্ক রইলো পিটার। 'ভালোই। আগ্রহের ব্যাপার আছে।'

জো জনির দিকে তাকালো, 'আমার মনে হয় কর্তাকে আসতে দেখলাম। পিটারকে ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না? আমি আর একটা দৃশ্য তুলে কাজ বন্ধ করছি।'

'ঠিক আছে,' জনি জবাব দিলো।

পিটার ওকে অনুসরণ করে অফিসে ফিরে এলো। অফিসঘরটা বেশ বড়ই, বেশ কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ ডেস্কে বসে কাজ করে চলেছে। ঘরের পিছনে রেলিংয়ের পিছনে উইলিয়াম বর্ডেনের ডেস্ক। বিশাল ডেস্কের পিছনে লোকটা প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়ে ছিলো। একমাত্র তার চকচকে টাকই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো।

জনি পিটারকে রেলিঙের কাছে নিয়ে গেলো। ছোট খাটো চেহারার মানুষটি এবার মুখ তুলে তাকালো।

'মিঃ বর্ডেন,' জনি বলে উঠলো, 'আমার বস পিটার কেসলার আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে চান।'

ছোট আকারের লোকটি তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো তারপর দুজনে দুজনের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপরেই বর্ডেন হাসিমুখে হাত বাড়ালো। 'পিটার কেসলার,' ও উঁচু গলায় বলে উঠলো। 'নিশ্চয়ই, আমাকে চিনতে পারছো না?'

পিটার করমর্দন করলেও একটু বিহ্বল হয়ে পড়লো। আচমকা ওর স্মৃতিপথে কিছু জেগে উঠলো। 'উইলি—উইলি বর্ডানভ।' ও মাথা ঝাঁকাতেই হাসি জেগে উঠলো, 'নিশ্চয়ই, তোমার বাবার—।'

'ঠিক,'—বর্ডেন হেসে উঠলো, 'রিভিংটন স্ট্রীটে গ্রীনবার্গের লোহা লক্করের দোকানের সামনে। তুমি তো তার মেয়ে এসথারকে বিয়ে করেছিলে। সে কেমন আছে?'

দুই বন্ধু উত্তেজিত ভাবে কথা বলার ফাঁকে জনি জোর কাছে ফিরে গেলো। ওর কেমন মনে হলো কিছু একটা ঘটবে, ঘটতেই হবে।

বিল বর্ডেন হলো ছবির ব্যবসায় সর্বশ্রেষ্ঠ একজন মানুষ। ওর মনে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে উঠলো পিটার যখন জানালো সে বর্ডেনের বাড়িতে রাতে নৈশ্যভোজে চলেছে।

বর্ডেনের অ্যাপার্টমেণ্টে নৈশ্যভোজের পর ওরা যখন রান্নাঘরে বসেছিল তখনই কথাবার্তা ছবির ব্যবসার দিকে মোর নিলো। সারা সন্ধ্যা দুই বন্ধু শুধু তাদের যৌবনের দিনগুলোর কথাই আলোচনা করে চলেছিলো, জনি তাই বিরক্তি বোধই করতে চাইছিলো। জনিই তাই কথাটার মোড় ফেরানোর চেষ্টা করলো। বর্ডেন বিশেষ করে যুক্ত পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী, জনি তাই ওকে দিয়ে বলাতে চাইলো একাজে স্বাধীন ব্যবসায়ীর সংখ্যা বাড়লে যুক্ত পদ্ধতি বন্ধ করা যেতে পারে।

জনি সায় দিলো। 'আমিও পিটারকে তাই বলেছিলাম তবে ওর ধারণা লোহার ব্যবসাটাই নিরাপদ।'

বর্ডেন প্রথমে পিটার তারপর জনির দিকে তাকালো। 'হয়তো পিটারের কথাই ঠিক। তবে ছবির ব্যবসাতে অনেক সুযোগ আছে। এতে যারা পথ দেখাতে ইচ্ছুক তাদের ঢের বেশি ভাগ্যের আশা আছে। আমাকেই দেখো। আমি তিন বছর আগে পনেরো শ' ডলার মূলধন নিয়ে কাজে লেগেছিলাম। আর ক'সপ্তাহের মধ্যেই আমি ব্রুকলিনে একটা স্টুডিও খুলছি, যন্ত্রপাতি ছাড়া তাতে খরচ হচ্ছে পনেরো হাজার ডলার। আমার ছবি সারা দেশেই বিক্রী হচ্ছে, আর সপ্তাহে আয় করছি আট হাজার ডলার। সামনের বছর নতুন প্ল্যাণ্টে এর দ্বিগুণ আয় হবে।'

সংখ্যাটা পিটারকে নাড়া দিলো। 'এ ব্যবসা শুরু করতে এখন কত লাগতে পারে?' ও প্রশ্ন করলো।

বর্ডেন একটু ঝুঁকে পড়লো, 'মনের কথা বলছো?'

পিটার সায় দিয়ে জনিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'আমার এই তরুণ বন্ধু গত ছ'মাস ধরে আমাকে অস্থির করে তুলেছে যাতে ওর সঙ্গে ছবির

ব্যবসায় নামি। অতএব আমি মনস্থির করে ফেলেছি এতে যদি টাকা থাকে, তামাশা করবো কেন?'

বর্ডেন এবার জনির দিকে নতুন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকালো। 'বটে, এইজন্যই তুমি কাজ দিলেও নিতে চাওনি,' ও বলে উঠলো। 'তোমার নিজেরই পরিকল্পনা তাহলে ছিলো।' ও এবার পিটারের দিকে তাকালো, 'জনিকে প্রায় বারো চোদ্দ বার আমার কাছে কাজ করতে বলেছিলাম আর প্রতিবারই ও না বলেছিলো। এবার বুঝতে পারছি কেন।'

পিটার অভিভূত হয়ে পড়লো কারণ জনি কাজ পেয়েও সেটা নেয়নি। 'জনি খুব ভালো ছেলে,' ও বললো, ও 'আমাদের পরিবারেরই একজন।'

জনি একটু অস্বস্তিতেই পড়ে গেলো। 'এতে কত লাগতে পারে মিঃ বর্ডেন?' ও প্রশ্ন করলো।

বয়স্ক দুজন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করেই হাসলো। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলো বর্ডেন। 'দশ হাজার ডলার হলেই ব্যবসায় নামতে পারো।'

'তাহলে আমার পক্ষে সম্ভব নয়,' পিটার বলে উঠলো। 'আমার অতো টাকা নেই।'

'কিন্তু—,' বর্ডেন উত্তেজিত ভঙ্গীতে একটু ঝুঁকে পড়লো। 'আমার একটা মতলব আছে।' ও উঠে পিটারের কাছে এগিয়ে এলো। সত্যি যদি তোমার ইচ্ছে থাকে আমি একটা প্রস্তাব রাখতে পারি।'

'কি?' পিটার বললো।

'যেরকম বলেছিলাম,' শান্ত গলাতেই বললো বর্ডেন। 'আমি ব্রুকলীনে একটা স্টুডিও খুলছি। আমি এই স্টুডিওর সব পুরনো যন্ত্রপাতি বিক্রী করে দিতে চাই কারণ সেখানে যন্ত্রপাতি সব নতুন।' ও আরও ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলে উঠলো,' 'ছ'হাজার ডলারে তুমি আমার স্টুডিওটা নিতে পারো, এটা খুবই লাভের হবে।'

'উইলি,' বর্ডেনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমার মনে

পড়ছে ছোটবেলায় তোমার বাবার ঠেলাগাড়ি থেকে ছু পেনির জুতোর ফিতে এক নিকেলে বেচতে চেয়েছিলে। তুমি একটুও বদলাও নি, তবে আমি এমন বোকা নই। তুমি ভেবেছো তোমার পুরনো যন্ত্রপাতির দাম আমি জানি না? এতোদিন লোহার ব্যবসা করে জিনিসপত্রের দাম আমি জানি না ভেবেছো? তুমি তিন হাজার ডলার বললে না হয় বিশ্বাস করতাম, কিন্তু ছ'হাজার ডলার?'

জনি দম বন্ধ করে রইলো। পিটার কি পাগল? ওকি জানে না এই যন্ত্রপাতি আলাদা কেনা যায় না? যে কেউ ছ'হাজারেও লুফে নেবে?

বর্ডেনের জবাবে জনি আরও অবাক হয়ে গেলো। 'পিটার,' ও বলে উঠলো, 'এ রকম প্রস্তাব করার অর্থ হলো আমি তোমাকে এই ব্যবসায় নামাতে চাই। তাই আর একটা প্রস্তাব রাখবো। তোমার কাছ থেকে আমি নগদে তিন হাজার ডলার নেব আর তিন হাজার ডলার বন্ধকে রাখতে হবে। তোমার সম্বন্ধে আমার এই বিশ্বাস আছে যে তুমি সময় মত টাকাটা শোধ করে দেবে।'

লাভের ইঙ্গিতটা পিটারের মনে লাগলো। ও বললো, 'এটা পাঁচ হাজার করো—তু হাজার নগদে, তিন হাজার বন্ধকে। এসথারের সঙ্গেও কথা বলতে হবে।'

জনি আবার অবাক হলো। এসথার ছবির ব্যবসা সম্বন্ধে কি জানে?

তবে বর্ডেন আশ্চর্য হলো না। সে তীক্ষ্ণভঙ্গীতে পিটারের দিকে তাকালো। সেখানে যে দৃষ্টি ও দেখলো তাতে খুশি হয়ে পিটারের হাতে ধাক্কা মেরে বলে উঠলো, 'চমৎকার! এসথার মেনে নিলে কাজ শুরু করা যাবে।'

৯ ॥

বাড়ি ফেরার মুখে পিটার চুপচাপই রইলো। পিটারকে অনাগ্রহী দেখে জনিও কথা বলতে চায়নি। পিটার জানালার বাইরেই তাকিয়ে রইলো।

তখনও রাস্তায় তুষার স্তূপীকৃত হয়ে ছিলো। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পিটার কথা বলা শুরু করলো।

'যেমন সহজ মনে করছো এটা তা নয়, জনি.' ও বললো। 'ঝুঁকি নিতে হলেও আমায় অনেক কিছুই করতে হবে।'

জনি বুঝলো পিটার ওর চেয়ে নিজের লাভের কথাটাই ভাবছে। তাই ও কথা বললো না।

'এখানে আমার অনেক দায়িত্ব আছে,' পিটার আবার বলে চললো, 'আমার এখানে তুটো ব্যবসা আর বাড়ি রয়েছে। লোহার ব্যবসা তেমন ভালোও নয়, বসন্তকালের আগে সব ব্যবস্থা শেষ করতে পারবো না।'

'কিন্তু আমরা অপেক্ষা করতে পারবো না,' জনি প্রতিবাদ করে উঠলো। 'তুমি বর্ডেনকে অতোদিন অপেক্ষা করাতে পারবে না। তাকে যন্ত্রপাতি বিক্রী করতে হবে।'

'জানি,' পিটার স্বীকার করলো। 'কিন্তু কি করবো? সে নগদ তুহাজার চায় আর অতো টাকাও আমার নেই। এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ভালো কিনা জানিনা। কাজটা ঝুঁকির। ছবি বিক্রী না হলে কি হবে? ছবি তৈরি করার কিছুই আমি জানিনা।'

'জো আমাদের সঙ্গে থাকছে,' জনি বললো, 'ও জানে কি ভাবে ছবি বানাতে হয়। বর্ডেনের সব ছবির মধ্যে ওরটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ক্ষতি হওয়ার ভয় নেই।'

'হয়তো তাই,' পিটার দরজার কাছে এসে সন্দেহের সুরে বললো, "তবে কোন গ্যারান্টিও নেই।'

পিটার ঘরে ঢুকে গেলে জনি নিকেলোডিয়নে ঢুকে গেলো।

'হ্যাল্লো জনি,' জর্জ কাউন্টারের পিছন থেকে বললো।

'হ্যাল্লো, জর্জ.' জনি কাউন্টারের কাছে গিয়ে একটা টুলে বসলো।

জর্জ কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে বললো, 'যাত্রা শুভ হলো?'

কফি পান করতে করতে কোটের বোতাম খুললো জনি। 'হ্যাঁ'—ও মাথা নোয়ালো—'চমৎকার। অন্ততঃ তাই বলা যায় পিটার যদি অতোটা সতর্ক না হতো।' আপন মনেই ভাবলো জনি।

'আমি জানতাম না তুমি আজ আসছো.' ও বলে উঠলো, 'যা ঠাণ্ডা লোকে আর বেরুচ্ছে না।'

'লোক বেরুচ্ছে,' জর্জ জানালো। 'গত রাতে এখানে থাকলে দেখতে। তুষার পড়া বন্ধ হতেই লোকে লাইন দিয়েছিলো।'

অবাক হলো জনি। 'গতরাতে ছবি দেখতে লোক এসেছিলো?'

'নিশ্চয়ই,' জর্জ বলে উঠলো।

'তুমি কি ওদের বলেছো আজ রাত্তিরে খুলছো?'

'নাঃ, তার চেয়েও ভালো করেছিলাম,' গর্বিত মনে হলো জর্জকে। 'আমি উপরে গিয়ে মিসাস কেসলারকে বললাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে লোক-টোক দেখে নীচে এসে আমরা ছবি দেখালাম, দারুণ টাকাও এলো···।'

'আমার মাথা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে.' জনি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলো। 'প্রোজেক্টর কে চালালো।'

'আমি,' জর্জ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। 'মিসাস কেসলার আর আমার ভাই নিক টিকিট নিলো। আমি ছবি দেখালাম। দুবার ফিলম্ ছিঁড়লো।'

'কি করে মেশিন চালালে?' জনি অবিশ্বাসভরে প্রশ্ন করলো।

'তোমাকে দেখেছি,' জর্জ হেসে জবাব দিলো, 'খুব কঠিন না। শুধু টাকা। ফিলম্ ঘোরালেই টাকা।'

এমন ভালো জবাব জনি আগে শোনেনি। ও উঠে ঘরের দিকে চললো।

'জনি,' জর্জ ওকে ডাকলো।

'কি ব্যাপার?'

'মিসাস কেসলার বললেন পিটার নিউ ইয়র্ক গেছে। হয়তো ছবির ব্যবসা করবে।'

'হতে পারে।'

'তাহলে এখানে এটা নিয়ে কি করবে? বিক্রী করবে?'

'হতে পারে।'

জর্জ উত্তেজিতভাবে ওর কাছে এলো। ও জনির হাতে হাত রাখলো। 'ও যদি বিক্রী করে। তুমি কি মনে করো ওটা আমাকে করবে?'

জনি একটু তাকিয়ে উত্তর দিলো, 'তোমার কেনার মত টাকা থাকলে না করার কি আছে।'

জর্জ মাটির দিকে তাকালো। উত্তেজিত হলে ওর মুখ লাল হয়ে উঠতো, এখনও তাই হলো। ও বলে চললো, 'তুমি তো জানো যখন এখানে আসি, আমি পনেরো বছরের। আমি গ্রীক। আমি আর আমার ভাই গরীব, তাই সস্তাতেই থাকি। দু পয়সা বাঁচিয়ে দেশেই যাবো ভাবতাম। এখন ভাবছি দেশে না ফিরে ছবির ব্যবসাই করবো।'

'এটা ভাবলে কেন?' জনির আগ্রহ করলো।

'কাগজে পড়েছি সারা দেশে সবাই তাই করেছে। নিউ ইয়র্কে নাকি সব থিয়েটারে চলা-ছবি দেখায়,' জর্জ আস্তে আস্তে বলে চললো, 'পিটার বাড়িটা বিক্রী করলে আমি লোহার দোকানে নিউ ইয়র্কের মতই ছবি দেখাবো।'

'সারা বাড়িটা কিনবে?' জনি নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারে না।

'সারা বাড়িটা। অবশ্য পিটার যদি বেশি টাকা না চায়।'

পিটার সবে মাত্র এসথারকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো ও কেন বর্ডেনের প্রস্তাব মানতে পারবে না, ঠিক তখনই জানি ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলো।

'পিটার, ব্যবস্থা হয়ে গেছে।'

'কি ব্যবস্থা?' পিটার ভাবলো জনি ক্ষেত্রে গেছে।

জনি উত্তেজনায় কথা বলতে পারছিলো না। ও এসথারের হাত ধরে টেনে বলে উঠল, 'জর্জ সারা বাড়িটাই কিনে নেবে!'

ওর উত্তেজনা ছোঁয়াচে হয়ে উঠলো। পিটার ওর কাছে গিয়ে হাত ধরে বলে উঠলো, 'থামো, পাগলা কোথাকার। জর্জ কিনে নেবে মানে? ও টাকা পাবে কোথায়?'

জনির মুখে হাসি ফুটলো। 'ওর টাকা আছে।'

'তুমি উন্মাদ,' পিটার বলে উঠলা। 'এ অসম্ভব।'

'অসম্ভব?' জনি চেঁচিয়ে উঠলো। তারপর দরজা খুলে চিৎকার করে উঠলো, 'অ্যাই, জর্জ। উপরে এসো তো।'

সিঁড়িতে জর্জের পদশব্দ শোনা গেলো। ও মুখ লাল করে ঘরে ঢুকলো।

'জনি কি বলছিলো আমাদের?' পিটার প্রশ্ন করলো।

জর্জ কথা বলতে গিয়েও পারলো না। বেচারির অবস্থা বুঝতে পেরে এসথার ওর হাত ধরে বসিয়ে দিলো, বললো, 'এখানে বোসো, জর্জ। তোমরা কথা বলতে বলতে আমি কফি বানাচ্ছি।'

এই ভাবেই সব ঠিক হয়ে গেলো। এক সপ্তাহ পরে জর্জ বাড়িটা আর নিকেলোডিয়ন কিনে নিলো বারো হাজার ডলারে,

অর্ধেক নগদ, বাকিটা বন্ধক হিসেবে। পিটার লোহার দোকানের মালপত্র ওখানকার আর একজনের কাছেই বিক্রী করে দিলো।

পরের দিনই পিটার বর্ডেনের সঙ্গে চুক্তি সই করে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নিলো।

কাগজপত্র সই হয়ে গেলে বর্ডেন পিটারের দিকে হাসিমুখেই তাকালো, 'এবার ছবি তৈরির জন্য তোমার কিছু সাহায্য দরকার। আমার কয়েকজন আত্মীয় আছে যাদের সাহায্য তোমার খুবই কাজে লাগতে পারে। তাদের কথা বলার জন্য ডাকতে পারি?'

পিটার হেসে মাথা ঝাঁকালো, 'ওদের সাহায্য লাগবে না।'

'কিন্তু ছবি তৈরির জন্য ওদের সাহায্য চাই-ই'; বর্ডেন প্রতিবাদ করলো, 'তোমার ভালোর জন্যই বলছি, ছবির ব্যাপারে তুমি তো কিছুই জানোনা।'

'সেটা সত্যি,' পিটার স্বীকার করলো। 'তবে আমার কিছু মতলব আছে, আমি চেষ্টা করতে চাই।'

'বেশ, এটা তোমারই ব্যাপার,' বর্ডেন জানালো।

ওরা সকলেই ফোর্টিনথ স্ট্রীটে জমায়েত হয়েছিলো এক বড় টেবিলের চারপাশে। বর্ডেন আর ওর স্ত্রী, পিটার, এসথার, জনি আর জো। বর্ডেন উঠে দাঁড়িয়ে এক গ্লাস শ্যাম্পেন নিয়ে শুভ কামনা জানানোর জন্য বলে উঠলো, 'পিটার আর তার চমৎকার স্ত্রী এসথারের জন্য। ছবি তৈরির জন্য পৃথিবীর সব শুভ কামনা রইলো।' তারপরেই ও আবার কিছু যেন ভেবে বলে উঠলো, 'একটা কথা মনে পড়ে গেলো। তোমার ছবির কোন নাম দাওনি কি নাম দেবে ভেবেছো?'

পিটারকে একটু বিহ্বল মনে হলো। 'এটা তো ভাবিনি নাম দিতে হবে চিন্তা করিনি।'

'এটা খুবই দরকারী,' বর্ডেন শান্ত স্বরে বললো। 'না হলে তোমার ক্রেতারা জানবে কি করে ওগুলো তোমার ছবি?'

'আমার একটা মতলব আছে,' এসথার বলে উঠলো।

সবাই ওর দিকে তাকালো।

ওর মুখ সামান্য লাল হয়ে উঠলো। 'পিটার,' এসথার বলে উঠলো, 'এইমাত্র শ্যাম্পেনের বোতল দেখিয়ে ওয়েটার যেন কি বলে উঠেছিলো?'

'ম্যাগনাম,' পিটার জবাব দিলো।

'ঠিক,' হাসলো এসথার। 'তাহলে ম্যাগনাম পিকচার্স নামটাই দাও না?'

সকলেই সমস্বরে সমর্থন জানালো।

'তাহলে এটাই ঠিক হলো,' বর্ডেন গ্লাস উঁচু করে বললো, 'ম্যাগনাম পিকচার্সের প্রতি! এর ছবি যেন বর্ডেন পিকচার্সের মতই সারা দেশের পর্দাতেই দেখা যায়!'

সকলে পান করে চলার ফাঁকে পিটার দাঁড়ালো। ও চারিদিকে তাকিয়ে ওর গ্লাস তুললো, 'উইলি বর্ডেনের প্রতি, যার সদাশয়তা কোনদিন বিস্মৃত হবো না।'

আবার সকলে পান করে চললো। সবাই গ্লাস নামিয়ে রাখার পরেও পিটার দাঁড়িয়ে রইলো। ও গলা সাফ করে নিলো, 'আজ আমার জীবনের এক বড় দিন। আজ আমি ছবি তৈরির কাজে হাত লাগালাম। আমার প্রিয় স্ত্রী আজ এর একটা নামকরণও করেছে। এবার আমি একটা ঘোষণা করতে চাই,' ও নাটকীয় ভাবে চারিদিকে তাকালো, 'আমি ঘোষণা করছি যে আমি জো টার্নারকে ম্যাগনাম পিকচার্সের স্টুডিওর আর প্রোডাকশান ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ করলাম।'

বর্ডেন অবাক হলো না। ও হাত বাড়িয়ে জোর করমর্দন করলো। 'পিটার আমার আত্মীয়দের কেন চাইলো না বুঝেছি। তুমি নিশ্চয়ই ওকে টিপে দিয়েছিলে।'

সকলেই হাঁফ ছাড়লো। পিটার ভাবনায় পড়েছিলো ব্যাপারটা বর্ডেন কিভাবে নেবে। ও জানতো না জনি আর জো বর্ডেনের সঙ্গে আগেই কথা বলেছে।

'এক মিনিট দাঁড়ান,' পিটার বলে উঠলো। 'আমার আরও একটা ঘোষণা করার আছে।'

সকলেই ওর দিকে তাকালো।

ও আবার গ্লাস তুললো। 'আমার অংশীদার জনি এজ আর জো টার্নারের উদ্দেশ্যে।'

জো ওর জায়গায় হাঁ হয়ে বসে রইলো। কথা বলতে গিয়েও পারল না। শুধু জনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পিটারের দিকে তাকালো। ওর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে চললো, চোখের কোণও ভিজে উঠলো।

'পিটার,' ও বলতে গেলো, 'পিটার—।'

পিটার ওর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলো। 'উত্তেজিত হয়ো না, জনি। তোমরা তুজনেই শতকরা দশ ভাগই পাচ্ছো।'

পরবর্তী ঘটনা

১১৩৮

মঙ্গলবার।

নিজের আসনে উপবিষ্ট থেকে এ শুধু আরামের চেষ্টা করা। কানে ক্রমান্বয়ে চাপ বেড়ে চলে আর পাকস্থলীতে একটা গুলিয়ে ওঠা ভাব। প্লেনের অন্যান্য যাত্রীরা কি করে চলছে চোখ মেলে দেখে নেওয়ার অবসরেই প্লেনের চাকা মাটি স্পর্শ করে।

ধীরে ধীরে প্লেনটা মাটির বুকে এগিয়ে চলতে চলতে এক সময়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। বিমানসেবিকা এগিয়ে এসে নিরাপত্তা বেল্ট খুলে দিলো।

উঠে দাঁড়িয়ে আড় ভেঙে নিলাম। দেহের মাংসপেশী প্রায় কাঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু করার কিছুই ছিলো না। উড়তে আমার ভয় করে। যতোবারই উড়ি না কেন, ভয় লাগে।

একটু এগোতেই বিমানসেবিকা এগিয়ে এলো আবার।

'কটা বেজেছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ন'টা পঁয়ত্রিশ মিঃ এজ,' সে জবাব দিলো।

হাতঘড়ি খুলে ঠিক করে নিলাম তারপর প্লেনের শেষ প্রান্তের দিকে এগোলাম। সিঁড়ি বেয়ে নামতেই ফ্লাডলাইটের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলো।

হঠাৎ শীত লাগতে চাইলো, টপকোটটা আনায় নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই ভাবলাম। কলারটা টেনে দরজার দিকে এগোলাম। সকলে দ্রুত এগোলেও আমি ধীরেই চলেছিলাম একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে। জনতাকে আমি জরিপ করেও দেখে নিচ্ছিলাম।

ও ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলো। এক সেকেণ্ড থেমে ওকে লক্ষ্য করলাম। একটু অস্থির ভঙ্গিতেই ও সিগারেট খেয়ে চলেছিলো।

উজ্জ্বল আলোয় ওর মুখখানা ঝলমল করতে চাইছিলো। ওর গভীর নীলাভ চোখ দুটোয় ক্লান্তির স্পর্শ আর চোখের কোণে গোলাকার দাগ। উটের লোমের ছোট কোটটা ওর কাঁধের উপর রাখা ছিলো। উত্তেজনায় ও বারবার হাতের মুঠি বন্ধ করছিলো আর খুলে চলেছিলো।

ও আমাকে দেখতে পেয়ে গেলো। ও হাত তুলে কিছু ইঙ্গিতই করতে চাইতেই দরজা পার হয়ে ওর কাছে হাজির হলাম।

ওর এক ফুটের মধ্যেই আমি দাঁড়ালাম। ও যেন টানটান হয়ে লাফ দেওয়ার জন্যই তৈরি। 'হ্যাল্লো, প্রিয়া,' আমি বললাম।

পরক্ষণেই ও আমার বাহু বন্ধনে ধরা দিলো। আমার বুকে মাথা রেখে মুখ ঘসতে ঘসতে ও বলতে চাইলো, 'জনি, জনি।'

ওর বেতস পাতার মতই কেঁপে ওঠা শরীরের অনুভূতি টের পাচ্ছিলাম। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে ওর চুলে হাত বোলাতে লাগলাম। কোন কথা বললাম না। বলে লাভ নেই জানতাম। সব কথা শুধু আগাগোড়া ভেবে চললাম।

'আমি বড় হলে তোমাকে বিয়ে করবো, জনি কাকু।'

কথাটা ও যখন বলেছিলো তখন ওর বয়স প্রায় বারো। আমি ম্যাগনাম পিকচার্সের হলিউডে তৈরি প্রথম ছবি নিয়ে নিউ ইয়র্ক যাওয়ার মুখেই পিটারের বাড়িতে নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলাম। আমরা সকলেই দারুণ খুশি আর একটু স্নায়বিক হয়ে উঠেছিলাম। আমরা তখনও জানতাম না আমাদের ভাগ্যে কি ছিলো। বাক্সে যে ফিলম ছিলো সেটা আমাদের তুলে ধরবে না শেষ করবে জানা ছিলো না বলেই চিন্তার হাত এড়াতে চেয়েই আমরা ঠাট্টা-তামাশায় সময় কাটাতে চেয়েছিলাম।

এসথার হাসতে হাসতে বলেছিলো, 'দেখো, ট্রেনে কোন সুন্দরী মেয়ের পাল্লায় পড়ে তাকে বিয়ে করে ছবির কথাটা আবার ভুলে যেয়োনা।'

আমি একটু লাল হয়ে উঠে বলেছিলাম, 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই, কোন মেয়েই আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না।'

তখনই ডোরিস কথা বলে উঠেছিলো। ওর নীলাভ চোখ ছুটোয় রাজ্যের ভাবনা নিয়েই বয়সের তুলনায় ভরাট গলাতেই আমার কাছে এসে হাত ধরে বলে উঠেছিলো, 'আমি যখন বড় হবো তোমাকে বিয়ে করবো, জনি কাকু।'

কি জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই, তবে সকলে হেসে উঠেছিলো। ডোরিস তবুও আমার হাত ধরে ওদের-—হাসতে-দাও—গোছের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ছিলো।

ওকে এখন তুহাতে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে পুরনো কথাগুলোই ভেবে চলেছি। ওকে আমার বিশ্বাস করা উচিত ছিলো। সেটা করলে আমাদের জীবনে যন্ত্রণা কমই হতো।

আস্তে আস্তে ওর কাঁপুনি বন্ধ হলো। কয়েক সেকেণ্ড ও আমার শরীরে স্থির হয়ে থেকে সরে দাঁড়ালো।

আমার রুমাল বের করে ওর গাল আর চোখের কোণের জল মুছে দিলাম, 'এখন ভালো লাগছে, প্রিয়া?' প্রশ্ন করলাম।

ও মাথা নুইয়ে সায় দিলো।

'আমরা শিকাগোয় আটকে পড়েছিলাম,' বললাম, 'খারাপ আবহাওয়া।'

'জানি,' ও জবাব দিলো। 'তোমার তার পেয়েছিলাম।'

ও আমার হাত ধরতেই হাঁটতে শুরু করলাম।

'ওর খবর কি?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন, তাই সকাল পর্যন্ত ঘুমোবেন।'

'একটু ভালো?'

অসহায় ভঙ্গী করলো ও, 'ডাক্তার বলতে পারেননি, এখনও বলার অবস্থা আসেনি,' ডোরিস থেমে আমার দিকে আবার জল-

ভরা চোখে তাকালো। 'জনি, কি ভয়ানক। বাবা বাঁচতে চায় না, কোন কিছুতেই তার আর মন নেই।'

ওর হাতে একটু চাপ দিলাম, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ওর মুখে হাসি ঝিলিক দিলো। দেখা হওয়ার পর ওকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম। 'ভালো লাগছে তুমি এসেছো, জনি।'

ও আমাকে আমার অ্যাপার্টমেন্টে পৌছে দিয়ে আমার দাড়ি কামিয়ে পোশাক বদলে নেওয়ার ফাঁকে অপেক্ষা করে চললো। লোকজন কেউ ছিল না। এতো তাড়াতাড়ি আসার কথা ছিলো না বলেই তাদের বিদায় দিয়েছিলাম।

বসার ঘরে আসতেই দেখলাম রেকর্ড বাজিয়ে ও গান শুনতে শুনতে দু চোখ বুঁজে বসে ছিলো। টেবিল ল্যাম্পের আলো ওর মুখে একটা অদ্ভুত ছাপ ফেলতে চাইছিলো। আমার পদশব্দে ও চোখ মেলে তাকালো।

'খিদে পেয়েছে?'

'সামান্য,' ও জবাব দিলো। 'ওই ঘটনার পর কিছুই খাইনি।'

'চমৎকার, তাহলে চলো মার্ফিতে গিয়ে স্টিক খাওয়া যাক,' শোবার ঘরে ঢুকতে যেতেই ফোনটা বেজে উঠলো। 'একটু ধরো না ফোনটা, প্রিয়া।'

ডোরিস ফোন তুললো। তারপর বলে উঠলো, 'গর্ডন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

আমি এসে ফোন তুললাম।

'জনি?'

'হ্যাঁ, কি ব্যাপার?'

'ফোনে বলা যাবে'না, দেখা করতে হবে।'

এই হলো হলিউড। ফেডারেল আর রাজ্য সরকার ফোনে আড়িপাতার জন্য আইন তৈরি করলেও লোকে কোন গোপন কথা ফোনে বলতে চায় না।

'ঠিক আছে,' ক্লান্তস্বরে বললাম। 'কোথায় আছো? বাড়িতে?'

'হ্যাঁ', ও জবাব দিলো।

'কিছু খেয়ে নিয়ে তোমার ওখানে হাজির হবো,' বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম।

ডোরিস আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছিলো।

'খাওয়ার পর একটু কাজ রয়েছে, সোনা। কিছু মনে করছো না তো?'

'না,' ও জবাব দিলো। ডোরিস হলিউডকে চেনে।

রেস্তোরাঁয় যখন পৌঁছলাম রাত তখন এগারোটা। হলিউডে সকলে সকাল সকালই শুতে অভ্যস্ত। রেস্তোরাঁ তাই ফাঁকাই।

পুরনো খাবারের হুকুম জানালাম, স্টিক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কফি।

যা বোঝাতে চাইছিলো তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষুধার্তই ছিলো ডোরিস। ওর সামনে পিরীচে রাখা স্টিকগুলো অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করলো। খিদে থাকুক চাই না থাকুক মেয়েদের সামনে স্টিক রাখলে সেগুলো টপাটপ অদৃশ্য হওয়ার কথাটা ঠিকই। আমিও ওগুলোর যথাযথ ব্যবহার করলাম।

খাওয়া হলে ডিসটা ঠেলে দিয়ে ও আমাকে হাসতে দেখে বলে উঠলো, 'পেট ভরে গেছে তুমি হাসছো কেন?'

টেবিলে হাত বাড়িয়ে ওর হাত দুটো ধরলাম, 'হ্যাল্লো, প্রিয়া।' ও আমার হাতের দিকে তাকালো, জানিনা কেন। আমার হাত অদ্ভুত, চ্যাপ্টা আঙুলগুলোয় কর্কশ লোম। ও আমার দিকে তাকালো, 'হ্যাল্লো, জনি।' ও নরম গলায় বলে উঠলো।

'আমার সোনামণি কেমন আছে?' বললাম।

'তুমি এসেছো তাই ভালই।'

ওয়েটার না আসা অবধি হাসি মুখেই আমরা বসেছিলাম। তারপর কফি পান করে রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

আমরা গর্ডনের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সে ওয়েস্ট উডে

থাকতো। সিঁড়িতে, পা দেওয়ার আগেই সে দরজা খুললো। ওর চুল এলোমেলো আর হাতে একটা গ্লাস, একটু নার্ভাসই মনে হচ্ছিলো ওকে। আমার সঙ্গে ডোরিসকে দেখে ও একটু অবাকই হলো।

আমরা শয়নকক্ষে ঢুকতেই ওর স্ত্রী যোয়ানকেও দেখলাম। আমাদের দেখেই ও উঠে দাঁড়ালো। 'হ্যাল্লো, জনি,' বলেই ডোরিসের কাছে গিয়ে তাকে চুম্বন করলো। 'পিটার কেমন আছে?' ও প্রশ্ন করলো।

'একটু ভালো,' ডোরিস জবাব দিলো। 'ঘুমোচ্ছেন।'

'খুব ভালো,' যোয়াম বলে উঠলো, 'বিশ্রাম করতে দিলেই ভালো হয়ে উঠবেন।'

আমি গর্ডনকে বললাম, 'এভাবে ডেকে পাঠানোর কারণ?'

ও ডোরিসের দিকে তাকাতেই যোয়ান ইঙ্গিতটুকু বুঝে বলে উঠলো, 'একটু কফি বানাই চলো। এরা ব্যবসা নিয়ে কথা বলবে নিশ্চয়ই।'

ডোরিস ব্যাপারটা বুঝেই হেসে যোয়ানকে অনুসরণ করলো। আমি গর্ডনের দিকে তাকালাম, 'হ্যাঁ, কি ব্যাপার?'

'সারা শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে রনসেন তোমার সঙ্গে একটা কলসী জুড়ে দিতে চাইছে।'

হলিউডের দুটো বড় বড় উৎপাদন হলো ছবি আর গুজব। সকাল থেকে সেখানে রাত অবধি তৈরী হয় ছবি, আর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত তৈরি হয় গুজব। অনেক সময় তর্কও করা যায় কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে সেটা কোনদিনই ঠিকমত জানা যায়নি।

'আরও কিছু বলো' বললাম।

'তোমার সঙ্গে ওর নিউ ইয়র্কে একটা লড়াই হয়ে গেছে। সে পিটারের কাছে তোমার আসা পছন্দ করেনি। তুমি এসেছো। তুমি

চলে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে স্ট্যানলি ফারবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আর সে ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য কাল উড়ে আসছে।'

'এই সব?' প্রশ্ন করলাম।

'যথেষ্ট নয়?' ও প্রশ্ন করলো।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'আমার ধারণা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু।' আমি কথাটা বলার আগে ও গ্লাসে পানীয় ঢালছিলো। ওর হাত থেকে গ্লাসটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো। 'দেখ, আমি ঠাট্টা করছি না, জনি। ব্যাপারটা দারুণ জটিল। সে ডেভ রথকে শুধু প্রেম বিলোবার জন্যে রাখেনি।'

গর্ডন ভুল বলেনি। ডেভ হলো ফারবারের ডান হাত, আর রনসেন তাকে গর্ডনের সহকারী হিসেবে শুধু শুধু রাখেনি, আসলে ওকে রাখা হয়েছে আমার মানসিক ভীতি সৃষ্টি জাগিয়ে রাখার জন্যই। ফারবারের রথকে ওখানে রাখতো না যদি না ও জানতো তাতে কাজ হবে।

'ডেভ কি করছে?' আমি জানতে চাইলাম।

'তুমি ডেভকে জানো,' কাঁধ ঝাঁকালো গর্ডন, 'নিজের সম্পর্কে ও নিশ্চিত।'

রনসেন হয়তো আসছে ফারবারের সঙ্গে দেখা করতেই, তবে আমিই একমাত্র সারা প্রতিষ্ঠানের দুর্বল আর ভালো দিকগুলো জানি। আমি জানি কি করা দরকার, তাই আমার অবস্থা ভালোই।

যোয়ান আর ডোরিস কফি আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে ঢুকলো এবার। হলিউডের আর রাজনীতিকদের স্ত্রীরা জানে কখন ঘরে ঢোকা উচিত। আমি অবাক হয়ে যাই এমন সময়-জ্ঞান ওরা কেমন করে আয়ত্ত করে।

ডোরিস আর আমার খাওয়ার মত অবস্থা ছিলো না তাই শুধু কফিই পান করে বিদায় নিলাম। যখন বাড়ি ফিরলাম রাত তখন প্রায় আড়াইটে।

বাড়ি প্রায় নিঃশব্দ। শয়নকক্ষে একটা টিমটিম করে আলো

জ্বলছিলো। ডোরিস ওর কোটটা খুলে উপরে চলে গেলো এক মুহূর্ত পরেই সে নেমে এলো।

'এখনও ঘুমোচ্ছেন,' ও বলে উঠলো। 'মাও তাই। নার্স বললো ডাক্তার মাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। বেচারি মা, কি যে ঘটে চলেছে জানে না। আঘাতের পর আঘাত এসেছে।'

দুজনে এসে লাইব্রেরীতে কোচে বসলাম। আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে চুমু খেলাম। চুল্লীর আগুনে বেশ আরামই লাগছিলো।

'আমি জানতাম তুমি আসবে, জনি,' ও ফিসফিস করলো।

আমি ওর দিকে তাকালাম। 'ইচ্ছে থাকলেও থাকতে পারিনি।'

ও ঘুরে আমার কাঁধে মাথা রাখলো। একটু অপেক্ষার পরেই আমি কথা বললাম, 'ব্যাপারটা সম্বন্ধে কথা বলতে ইচ্ছা করছে প্রিয়া?'

'আমি বুঝেছি তুমি জানতে আগে এ বিষয়ে কিছু বলতে চাইনি, জনি।'

আমি জবাব দিলাম না।

কিছুক্ষণ পরে ও আবার কথা বললো, 'গতকালই এটা শুরু হয়। একটা টেলিগ্রাম এলে বাটলারই সেটা নেয়। দরজার কাছে থাকায় তারপর আমি নিই। ওটা এসেছিলো বাবার নামে রাজ্য দপ্তর থেকে। সৌভাগ্যের কথা ওটা আমিই আগে পড়েছিলাম।

ওতে লেখাছিলো: '"মাদ্রিদ থেকে আমাদের দূতাবাস জানিয়েছে যে আপনার ছেলে মার্ক কেসলার মাদ্রিদের কাছে যুদ্ধে মারা গেছেন"। ব্যাপারটা এই রকমই খোলাখুলি বলা ছিলো। আমি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ছিলাম, আমার রক্ত যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছিলো। আমরা জানতাম মার্ক ইউরোপে ছিলো, এক বছর ওর কোন খবর পাই নি, তবে স্পেনে আছে জানতে পারিনি। ভেবেছিলাম পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে ও প্যারীতে, তাই ভাবতে চাইনি। আমরা মার্কের চরিত্র জানতাম তাই মনে করেছিলাম ওর কাছ থেকে খবর পাবো। ইতিমধ্যে বাবা ভেবেছিলেন যা ঘটে গেছে তারপর একটু চুপচাপ থাকাই ভালো।'

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া উদ্গীরণ করে চললো ডোরিস।

'কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পারছিনা' ও আবার বলে চললো, 'মার্ক অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কারী মানুষের মতই ছিলো, অন্য কার কি হলো ও ভাবতে চাইতো না। আর তা সত্ত্বেও ও স্পেনে গিয়ে আব্রাহাম লিঙ্কন ব্রিগেডে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেলো, এ নীতি ওর স্বভাব বিরুদ্ধই। ও যদি ইহুদি না হতো তাহলে ওর জীবনের নীতির বিরুদ্ধেই ও কাজ করেছে বলতাম। আমার চিন্তা হয় মার সম্বন্ধে—কি ভাবে মা সংবাদটা নেবে। মার্ক চলে যাওয়ার পর থেকেই মা অসুস্থ। মার্ক এখনও তার কাছে বাচ্চাই বাবা ওকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার পর মা আর আগের মত হয়নি। মা সব সময়েই মার্ককে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার জন্য বাবাকে বলতো। আমার ধারণা বাবাও তাই চাইতেন কিন্তু তুমি তো জানো—বাবার সেই ওলন্দাজী জেদের জন্যই তা হয়নি।'

ও চুপ করলো ওর দৃষ্টি চুল্লীর আগুনের দিকে। অবাক হয়ে ভাবলাম ও কি ভেবে চলেছে। পিটার সব সময়েই মার্ককে পছন্দ করতো ডোরিসও তা জানতো কিন্তু ও কোন অভিযোগ করেনি। আমার মনে পড়ছে যখন আবিষ্কার করলাম ডোরিস লিখতে পারে। যে বছরে ও স্নাতক হলো সেই বছরেরই কথা। ও নিজের লেখা সম্বন্ধে কাউকে কিছুই বলেনি যতদিন না ওর বই কোন প্রকাশক গ্রহণ করেছিলো। ও ছদ্মনামই নিয়েছিলো বাবার পদবী নিয়ে ও ব্যবসা করতে চায়নি।

ও বইটির নাম দিয়েছিলো 'ফ্রেশম্যান ইয়ার'। কাহিনীর বিষয়বস্তু ছিলো একটি মেয়ের বাড়ি ছেড়ে কলেজে প্রথম বছর। বইটা খুবই জনপ্রিয় হয়। কাহিনীতে ফুটে উঠেছিলো একটি মেয়ের বাড়ির কথা ভেবে বেড়ে ওঠা। সমালোচকরা ভাবের গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ওর বয়স তখন মাত্র বাইশ।

ব্যাপারটায় তখন আমল দিইনি। আসলে বইটা পড়ারও সময়

পাইনি। বইটা প্রকাশিত হওয়ার পর ডোরিসকে প্রথম দেখলাম ডালসিকে নিয়ে যখন প্রথম পিটারের বাড়িতে হাজির হই। সেটা আমাদের বিয়ের পরের দিন।

ডালসি আর আমি যখন ঢুকলাম ওরা সবাই প্রাতরাশের টেবিলে বসেছিলো। মার্কের বয়স তখন আঠারো। কৃশ, পাতলা চেহারার ছেলে, ওর মুখে কৈশোর ছেড়ে আসার চিহ্ন স্পষ্ট। ও ডালসির দিকে এক ঝলক তাকিয়েই শিস দিয়ে উঠলো।

পিটার ওকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে ভদ্র হতে বলতেই আমি হো হো করে হেসে উঠেছিলাম, ডালসি একটু লাল হয়ে উঠলেও বুঝতে পেরেছিলাম ও কিছু মনে করেনি। লোকে ওকে দেখুক ডালসি সেটাই ভালোবাসতো, ও জন্ম থেকেই অভিনেত্রী। ও যখন লাল হয়ে উঠেছিল তখনও জানতাম ও অভিনয় করে চলেছে। ব্যাপারটা আমার ভালোই লেগেছিলো।

ডালসিকে ওই জন্যই ভালোবাসতাম। যেখানেই যেতাম লোকে ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে নিতে চাইতো। দীর্ঘ, তন্বী, উন্নত বক্ষ। ওর মধ্যে এমন একটা বন্য-যৌন-আবেদন ছিলো যে পাঁচ হাজার বছর আগেই যেন মানুষকে সেটা টেনে নিয়ে যেতো।

তখন পর্যন্ত আমি বলিনি আমরা বিয়ে করেছি। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলাম কি ভাবে কথাটা উত্থাপন করি বুঝতে পারছিলাম না। ডোরিসের দিকে তাকাতেই ওর চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি দেখতে পেলাম।

বেশ একটা মতলব এসেছিলো আমার মাথায়। আমি ডোরিসের সঙ্গে কথা বললাম, 'এবার আর তোমার জনি কাকুকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, প্রিয়া। সে তাকে বিয়ে করতে পারে এমন মেয়ে পেয়ে গেছে।'

ডোরিসের মুখ সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো, আমি উত্তেজিত থাকায় সেটা লক্ষ্যও করলাম না। 'তুমি—তুমি বলতে চাও বিয়ে করতে

চলেছো?' একটু কাঁপা গলায় বললো ও। আমি হাসলাম। 'বিয়ে করতে চলেছি মানে? আমাদের গত রাতে বিয়ে হয়ে গেছে!'

পিটার লাফিয়ে উঠে টেবিলের কাছে এসে আমার সঙ্গে করমর্দন করলো। এসথার এগিয়ে গিয়ে ডালসিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো। শুধু ডোরিসই চুপচাপ বসে রইলো ওর দুটো নীলাভ চোখে ফ্যাকাসে জ্যোতি নিয়ে।

'তোমার জনি কাকুকে চুমু খাবে না?' আমি প্রশ্ন করলাম।

ও চেয়ার ছেড়ে আমার কাছে আসতেই ওকে চুমু খেলাম, ওর ঠোঁট দুটো শীতল মনে হলো। তারপর ও ডালসির কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে গালে চুমু খেয়ে বললো, 'আশা করি আপনারা দারুণ সুখী হবেন।'

ওদের দুজনের দিকে তাকালাম। দুজনেরই বয়স প্রায় একই হবে, কিন্তু ওদের মধ্যের তফাতটুকু হঠাৎই আমার চোখে পড়লো।

ডোরিসের চামড়া একটু ফ্যাকাশে আর চুল ছোট করেই ছাঁটা।

ডালসির পাশে ওকে স্কুলের মেয়ের মতই লাগছিলো। ডালসিও ওকে লক্ষ্য করে চলেছিলো। ওর দৃষ্টিকে অনেকে ক্ষণিক বলে ভাবলেও আমি জানতাম অন্যে যা পারে না ও কয়েক সেকেণ্ডেই সেটা বলে দিতে পারে।

এসথার আমার দিকে ফিরলো। 'ও ভারি সুন্দর, জনি। কোথায় দেখা পেলে ওর?'

'ও একজন. অভিনেত্রী,' আমি জবাব দিলাম। 'নিউ ইয়র্কের এক থিয়েটারে দেখা পাই।'

পিটার আমার দিকে তাকালো। 'অভিনেত্রী, বলছো? হয়তো ওকে ছবিতে সুযোগ দেওয়া যাবে।'

ডালসি হাসলো।

'ঢের সময় আছে,' আমি বললাম, 'প্রথমে আমাদের ঠিক হয়ে বসতে হবে।'

ডালসি জবাব দিলো না।

আমরা বিদায় নিলে ডালসি আমাকে বললো 'জনি।'

আমি গাড়ি চালাতে ব্যস্ত থাকায় বললাম, 'বলো, প্রিয়া।'

'তুমি জানো ও তোমায় ভালোবাসে।'

দ্রুত ওর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। 'ডোরিসের কথা বলছো?'

'কার কথা বলছি তুমি ভালোই জানো, জনি,' ও বললো।

আমি হাসলাম। 'ভুল করেছো এবারে কিন্তু, সোনা,' একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললাম, 'আমি ওর কাছে শুধু জনি কাকু।'

পুরুষের বোকামি উপলব্ধি করেই বোধহয় ও হেসে উঠলো। 'জনি কাকু,' ও বলেই আবার হেসে উঠলো, 'ওর লেখা বইটা পড়ার চেষ্টা করেছো?'

'না। সময় পাইনি।'

'পড়া উচিৎ ছিলো, জনি কাকু,' অস্পষ্ট শ্লেষের সঙ্গেই ও বলে উঠলো। 'ওতে তুমি রয়েছো।'

ডোরিস আবার কথা বলে চললো চাপা স্বরে, 'মাকে ওটা দেখানোর আগে ডাক্তার ডাকবো ভেবেছিলাম, কিন্তু তারপর ভাবলাম বাবাকেই আগে দেখাবো। তিনি লাইব্রেরীতে ছিলেন। আমি দরজায় টোকা দিলাম কিন্তু সারা না পেয়ে ঢুকে গেলাম। বাবা ডেস্কের উপরে রাখা ফোনটার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। স্টুডিওর সঙ্গে রাখা সরাসরি ফোন।'

আমি জানতাম কোন ফোনের কথা ডোরিস বলছে। সেদিকে আমার চোখ পড়তেই দেখলাম ফোনটা সেখানেই রয়েছে। স্টুডিওর সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সরাসরি যোগাযোগ।

' "বাবা", আমি বললাম,' ডোরিস আবার বলে চললো। 'অতি কষ্টেই যেন বাবা আমার দিকে তাকালেন। আমি কোন কথা না বলে ওই টেলিগ্রাম তার হাতে তুলে দিলাম। তিনি ধীরে ধীরে

ওটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা সাদা হয়ে গেলো, ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। তিনি আবার টেলিগ্রামটা পড়লেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বাবার হাত দুটো কাঁপছিলো।'

'মাকে বলতে হবে,' নিষ্প্রাণ কণ্ঠেই বাবা বলে উঠলেন। তারপর চলতে গিয়েই একটু যেন টলে গেলেন। আমি বাবার হাত ধরলাম।

'বাবা,' আমি বলে উঠলাম। 'বাবা!' আমার গলায় কান্না ঠেলে আসছিলো।

বাবা আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকালেন। দুচোখ তার জলে ভরা। তারপরেই তিনি অসাড় হয়ে পড়ে গেলেন। এতো তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা ঘটে গেলো যে বুঝতে পারিনি। বাবাকে তুলতে গিয়েও পারলাম না। দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বাটলারকে ডাকলাম। তারপর দুজনে মিলে তাকে তুলে কোচে শুইয়ে দিলাম। ফোন করতে গিয়ে ভুল ফোনটাই তুলে নিয়েছিলাম। ওটা তুলতেই ও পাশ থেকে ভেসে এলো "ম্যাগনাম পিকচার্স"। তাড়াতাড়ি যেন ধাক্কা খেয়েই ওটা নামিয়ে রাখলাম। "ম্যাগনাম পিকচার্স!" ওর প্রতিটা শব্দ আমাকে ঘৃণায় ভরিয়ে দিলো। সারা জীবনই এর কথা শুনে আসছি, এটাই আমাদের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। কেন যে আমরা ছবির ব্যবসায় এসেছিলাম?'

ডোরিস আমার দিকে তাকালো। দু চোখে অদ্ভুত একটা দ্যুতি, 'কেন, কেন আমরা রচেস্টারে থেকে এসব এড়িয়ে যেতে পারলাম না? মার্ক মৃত, বাবা ভগ্ন হৃদয়ে মাটিতে পড়ে আছেন। এ সবের জন্য তুমি দায়ী। জানি, তোমার ভুল। বাবাকে বহুবার বলতে শুনেছি তুমি না চাপ দিলে এ সবে বাবা কিছুতেই ঢুকতেন না। কিছুতেই তিনি হলিউডেও আসতেন না। তুমি যদি এবারে না বলতে আমরা তা হলে এ সবের হাত থেকে রেহাই পেতাম।'

আচমকা ও কাঁদতে শুরু করলো। তারপরেই আমার বুকে

আঘাত করতে করতে ও বলে চললো, 'তোমাকে আমি ঘৃণা করি, জনি, দারুণ ঘৃণা করি। বাবা ভালোভাবেই বেঁচে থাকতে পারতেন। কিন্তু তুমি পারতে না। এ জন্যেই তোমার জন্ম। তুমি এসব একা করতে পারতে না বলেই বাবাকে কাজে লাগিয়েছিলে।'

আমি ওর হাত ধরতে চাইলেও পারলাম না ও এতো দ্রুত নড়ছিলো।

'তুমিই ম্যাগনাম পিকচার্স, জনি, আগাগোড়াই তাই। কিন্তু নিউ ইয়র্কে এসে থামতে পারোনি কেন? কেন তুমি বাবাকেও এখানে টেনে আনলে আর ভাবতে দিলে উনি বিরাট কিছু?'

শেষ পর্যন্ত ওর হাত দুটো ধরে ওকে কাছে টেনে নিলাম। ওর দুগাল বেয়ে এবার অঝোরে জল নেমে এলো। অনেক কারণেই ও আমাকে আঘাত করে চলছিলো, সব ও নিজেও জানতো না। এতো বছর ধরে আমি এমনই অন্ধ ছিলাম।

শেষ পর্যন্ত ডোরিস শান্ত হলো, আমার দুহাতের মধ্যে ওর দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিলো ও নিজেকে শান্ত করতে চাইতেই। 'আমি দুঃখিত জনি', ও ফিসফিস করে বললো, 'কিন্তু আমরা কেন হলিউডে এসেছিলাম বলতে পারো?'

আমি জবাব দিলাম না। জবাব আমার জানা ছিলো না। আমি শুধু জানালার বাইরে তাকালাম। ভোরের ধূসর রঙ ফুটে উঠতে চলেছে। পিটারের ঘড়িতে সময় সাড়ে চারটে।

আমরা যখন এখানে এসেছিলাম তখন ওর বয়স এগারো, পিটার পঁয়ত্রিশ আর আমার একুশ। কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিলো না।

ত্রিশ বছর

১৯১১

॥ ১ ॥

জনি ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই খুশি ছিলো। বর্ডেন খুশি কারণ সে পিটারের কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করতে পেরেছে। জো খুশি, কারণ এই প্রথম কারো হুকুম ছাড়াই ও ইচ্ছে মত ছবি তৈরি করতে পারবে। পিটার খুশি কারণ ও যা ভেবেছিলো ব্যবসাটা তার চেয়ে ভালোই হয়ে উঠছে। ও সব ধার শোধ করে আট হাজার ডলার ব্যাঙ্কে রাখতে পেরেছে, রিভার সাইড ড্রাইভে নতুন এক অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এসেছে ওরা আর বাচ্চাদের সাহায্য করার জন্য, এসথারকে সাহায্য করার জন্য ও একজন পরিচারিকাও রাখতে চলেছে। এসথার খুশি কারণ পিটার খুশি।

কিন্তু জনি নয়। বহু বিষয়ে ও পরিতৃপ্ত, সুখী হলেও কোথাও যেন কিছু অপূর্ণই রয়ে গেছিলো। বিরাট কিছু যে হতে চলেছে তার একটা উত্তেজনা এখনও ওর মধ্যে রয়ে গিয়েছিলো।

মোশান পিকচার্স কম্বাইনের ব্যাপারটা না থাকলেই জনি হয়তো খুশি হতে পারতো। ওর মধ্যে কার্নিভালের অভিজ্ঞতা থাকায় ওর নিজের অপছন্দ দৈনন্দিন কাজে লিপ্ত থাকতে বাধ্য থাকায় ওর ভালো লাগেনি। ওই কম্বাইন বা যুক্ত ব্যবস্থা চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে এটাই করে চলেছিলো।

স্বাধীন প্রযোজক হিসাবে কেসলার বর্ডেন কাজে নামলেও বহু ক্ষেত্রেই তাদের ওই যুক্ত ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছিলো। ওই কম্বাইনই সমস্ত ফিলম, যাতে ছবি তোলা হয়, ফিলম প্রসেসের কাজ, চলচিত্রের ক্যামেরা আর অন্যান্য জিনিসের পেটেণ্ট অধিকার

করে রেখেছিলো। যার ফলে তাদের সাহায্য ছাড়া ছবি তোলার উপায় ছিলো না।

এই সব মূল জিনিসের নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকায় তারা যে কোন স্বাধীন প্রযোজককে মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে পারতো। এর ফলে কম্বাইন, প্রযোজককে সে কি বই তুলতে পারে আর সেটা কত টাকায় বিক্রী করতে পারে তাও নির্দিষ্ট করে দেয়। কোন ফিচারই ছ রীলের বেশি হওয়ার উপায় ছিলো না। প্রদর্শককে তার চলচ্চিত্র ক্যামেরা রাখার জন্য যুক্ত ব্যবস্থায় তোলা একটা ছবিও প্রদর্শন করতে হয়।

জনি এই ধরনের বিধি-নিষেধের জন্য ক্রুদ্ধই হয়ে উঠেছিলো। ওর মনে জেগে উঠতে চাইছিলো চলচ্চিত্র কি ধরনের হওয়া উচিত। বৃথাই ও চলচ্চিত্রের প্রসারে যুক্ত ব্যবস্থার বাধা দেওয়ার কাজে সংঘর্ষে আসার কথা ভাবছিলো। কিন্তু ওর মনের গভীরে ও জানতো ও চাঁদের দিকেই তাকিয়ে বৃথা চিৎকার করছে। কারণ কোন স্বাধীন প্রযোজকই কম্বাইনের একছত্র অধিকারের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পাবে না। কম্বাইনই এখানে রাজা। এখানে স্বাধীন প্রযোজককে তাদের হুকুম মেনে চলতেই হবে। এটা না করলে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে আর কম্বাইন তার সমস্ত ব্যবসাই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। সে নিয়ম মেনে চললে কম্বাইন মহানুভবতা দেখিয়ে তাকে ব্যবসাতে থাকতে দিয়ে প্রতি ফুট ফিলমের জন্য দক্ষিণা আদায় করে চলে।

জনি গত তিন বছরে চলচ্চিত্র ব্যবসা সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলো তাই ওর মনে একটা বদ্ধমূল ধারণাই জেগে উঠেছিলো যে কোথাও কোন গলদ রয়ে গেছে। সেটা কি ও জানে না, ও শুধু বোঝে কম্বাইনের চাপে প্রযোজক তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে না।

জনির মনে কথাটা বারবার জেগে উঠতে চায়। এটা যেন কোন

হারিয়ে যাওয়া গানের সুর মনে করার মতই, গানের ছন্দ মনে এলেও সুরটা কিছুতেই মনে আসতে চায় না। চলচ্চিত্রের ব্যাপারটাতেও তাই।

ওর মনের অন্তস্তলে ও দেখতে পাচ্ছিলো কি ধরনের চলচ্চিত্র তোলা উচিত। ও সেটার আকার আর চরিত্র জানে। ও আরও জানে কত মাস সেটা চলবে। ও দর্শকদের প্রতিক্রিয়াও অনুভব করতে পারছে। শুধু সেটা পূর্ণ আকারে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছে না। ধরতে গেলেই যেন হারিয়ে যেতে চায়। আর এই উত্তেজনার জন্য বর্তমানের সাফল্য, ওর কাছে কিছুই নয়।

এরপর একদিন ওর কল্পনা, বিমূর্ত রূপ, রূপ গ্রহণ করে উঠলো। ১৯১০ সালে ডিসেম্বরের শেষ দিকে ও রচেস্টারে পাপাসের নতুন প্রদর্শন গৃহে জর্জের সঙ্গে কথা বলছিলো। যখন একজন পুরুষ ও মহিলা বেরিয়ে এলেন।

লোকটি ওদের কাছে দাঁড়িয়ে একটা সিগার ধরাতে চাইছিলো। মহিলাটি বলে উঠলো, 'ওদের উচিত টুকরো ছবিটার সবটাই আজ একসঙ্গে দেখিয়ে দেওয়া। টুকরো না দেখে আমার পুরো ছবিটা একসঙ্গে দেখারই ইচ্ছে হয়।'

মহিলার কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়ালো জনি।

লোকটি হেসে বললো, 'ওরা এই ভাবেই তোমাকে প্রতি সপ্তাহে আসতে বাধ্য করে। ওরা* যে কোন ছবির টুকরো টুকরো অংশই দেখাবে। পুরো ছবিটা দেখিয়ে দিলে তুমি যে আর আসতে চাইবে না।'

'সে সব আমি জানিনা,' দুজনে চলে যাওয়ার মুখে মহিলাটি বললো, 'আমার মনে হয় আমি আরও বেশি করেই ছবিটা দেখতে চাইবো।'

জনি লোকটার জবাব শুনতে পেলো না তবে ওর মন উত্তেজনায় ভরে উঠলো চলচ্চিত্র শিল্পে কি ঘটতে চলেছে। ও জর্জের দিকে তাকালো। 'কথাটা শুনেছো?'

জর্জ সায় দিলো।

'কি মনে হয় তোমার ?' জনি জানতে চাইলো।

'অনেক লোকই এরকম ভাবে,' জর্জ সরলভাবে বললো।

'তুমি কি ভাবো ?' তবুও জনি বললো।

'ভালোও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। ছবির উপর নির্ভর করে। আগে একবার দেখতে হবে।'

ট্রেনে বাড়ি ফেরার সময় কথাগুলো বারবার জনির মনটা তোলপাড় করে চললো। 'পুরো ছবি,' মহিলাটি বলেছিলো। ও একটু ধাঁধায় পড়ে গেলো পুরো ছবির অর্থ কি ? ধারাবাহিক ছবিগুলো একসঙ্গে দেখানো ? নিজের অজান্তেই ও মাথা নাড়লো। এতে অর্ধেক দিন লেগে যাবে। এক একটা সিরিয়াল ছবি বিশ রীল দীর্ঘ। হয়তো সেটা কাট ছাঁট করে নিতে হবে। ওর এর উত্তরটা চাই।

অফিসে প্রত্যাবর্তন করেও ব্যাপারটা পিটার আর জোকেও বললো। জোকে আগ্রহী মনে হলেও পিটার হলো না। ওর কথা শুনে পিটার বললো, 'এতো একজনের কথা। বেশির ভাগ লোকই যে রকম আছে তাতেই সন্তুষ্ট। আমি এর বাইরে গিয়ে ঝামেলায় পড়তে ইচ্ছুক নই।'

কিন্তু জনি সন্তুষ্ট হলো না। ওর মনে হলো সেই মহিলাটির ওই মন্তব্যের মধ্যেই এর উত্তর লুকিয়ে আছে। এর পরের ক'দিনের ঘটনা প্রবাহেই এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়।

শেষ পর্যন্ত জনি ঠিক করলো একটা সিরিয়াল ছবি জোগাড় করে সেটাকে একটা ছবিতে রূপান্তরিত করে নেবে। অবশ্য সেখানেও সমস্যা ছিলো। ম্যাগনাম পিকচার্স সিরিয়াল ছবি তৈরি করে না, অন্য যারা করে তারাও তাকে কোন প্রিন্ট দিয়ে সেটায় কাটছাঁট করতে দেবে না। আর ব্যাপারটা কাউকে জানতেও দেওয়া যাবে না।

ও সমস্যার সমাধান করলো জর্জের কাছে বর্ডেনের একটা সিরিয়াল ছবি চেয়ে। জর্জ বর্ডেনকে বললো ওর এতোই ভালো লেগেছে

যে ও ছবির প্রিন্ট নিজেই রাখতে চায়। বর্ডেন এমনই খুসি হলো যে সে জর্জকে প্রিন্টা উপহার হিসেবে দিতে চাইলো। বর্ডেন যদি জানতো জর্জ ছবি নিয়ে কি করবে তাহলে নির্ঘাত পত্রপাঠ ওকে বিদায় দিতো। জর্জ ছবির প্রিন্ট জনির হাতে দিলো।

জনি প্রিন্টটা নিউ ইয়র্কে নিয়ে গিয়ে জর্জের সঙ্গে ছবিটা সম্পাদনা করে নিলো। ওরা পাঁচদিন পরে দেখানোর মত অবস্থায় এসে পৌঁছলো। ছবিটা ছ রীলের, এক ঘণ্টা প্রদর্শনের অবস্থায় দাঁড়ালো।

কাজ শেষ হওয়ার আগে ব্যাপারটা ওরা পিটারকে জানায় নি। এবার ওরা তাকে ডেকে সব কথা জানিয়ে ছবিটা একবার দেখতে বললো। পিটার পরদিন সন্ধ্যায় দেখতে রাজি হলো।

পরদিন সকলে ম্যাগনাম স্টুডিওর ছোট প্রোজেকশান কক্ষে জমা হলো। পিটার, এসথার, জর্জ, জো আর জনি। জনিই ছবি দেখানোর ভার নিলো।

ছবি দেখানোর সময় কেউ কথা না বললেও শেষ হওয়ার পরক্ষণেই সকলে একসঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলো।

'বড় বেশি দীর্ঘ; পিটার বললো। 'এ আমার পছন্দ নয়। কেউই এতক্ষণ ছবি দেখার জন্য বসে থাকতে পারে না।'

'কেন নয়?' জনি প্রশ্ন করলো। 'তুমি তো বেশ বসেছিলে।'

'পরদার দিকে এক নাগাড়ে চেয়ে থাকলে চোখ টনটন করে,' পিটার জবাব দিলো।

'লোকেরা একঘণ্টা অনায়াসেই আজকাল বসে থাকে, তাতে চোখের ক্ষতি হয় না,' জনি একটু উত্তেজিতভাবেই জবাব দিলো। পিটারের একগুঁয়েমিতে ও একটু রেগে উঠেছিলো।

জো হেসে উঠলো। 'তোমার হয়তো চশমা চাই, পিটার।'

পিটার ফেটে পড়লো। ওর চোখ একটু গণ্ডগোল করে চললেও

ও চশমা নিতে চায় না। 'আমার চোখের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। ছবিটা বড় বেশি দীর্ঘ।'

জনি জর্জের দিকে ফিরলো, ওর গলায় প্রতিবাদের সুর, 'তাহলে?'

এক মুহূর্ত পরে সহানুভূতির সঙ্গে জর্জ জবাব দিলো, 'আমার ভালো লেগেছে। তবে কোন ছবিঘরেই আগে দেখতে চাই।'

জনি হাসলো, 'আমারও ইচ্ছে তাই, তবে সেটা হবার পথ নেই।'

এসথার এবার ছবির ত্রুটির দিকে ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইলো। ও বললো, 'ছবিটায় কি যেন অভাব রয়েছে। এতো উত্তেজনা ঠিক মানায় না। সবই কেমন যেন অবাস্তব।'

জনি চিন্তা করে দেখলো এসথারের বক্তব্যই ঠিক। ছবির জন্য একটা গল্পই ঠিক করা দরকার আগে। চিন্তামগ্ন অবস্থাতেই ও বাড়ি ফিরলো।

॥ ২ ॥

'না!' পিটার চিৎকার করে উঠলো। 'কিছুতেই না।' ও ক্রুদ্ধভঙ্গীতে জোর পাশ কাটিয়ে জনির দিকে এগোলো। জনির মুখের সামনে আঙুল নাড়তে নাড়তে ক্রুদ্ধভঙ্গীতে ও বলে চললো, 'তুমি যা বলেছো তা করলে আমাকে উন্মাদ হতে হবে। প্রায় দুবছর হলো আমরা একটু দাঁড়ানোর জন্যই দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছি। আর আমার প্রতিটি ডলার তুমি নতুন মতলবে ব্যয় করাতে চাও। আমি এখনও ক্ষেপে যাইনি, তাই কিছুতেই করবো না।

জনি চুপ করেই বসে রইলো। জনি ছ রীলের ছবি তৈরির কথা বলার পর থেকেই পিটার ক্ষেপে রয়েছে। জনি প্রস্তাব রেখেছিলো ব্রডওয়েতে চলা 'ব্যাণ্ডিট' নাটকটি কিনে সেটাকে একটা

পুরো ছবিতে দাঁড় করাতে। পিটার শান্তভাবেই কথাটা শুনেছিলো। জনি যখন আরও বলেছিলো নাটকের লেখককে দিয়ে ও পর্দার উপযোগী গল্পটা তৈরি করাবে তখনও শান্তই ছিলো পিটার। ওর যে আগ্রহ জেগেছিলো, সেটা ওর প্রশ্নেই বোঝা গেল 'এতে কত লাগবে?'

জনি প্রশ্নটা আশা করেই একটা খসড়া করে রেখেছিলো। সেটাও পিটারের হাতে দিলো।

পিটার একবার চোখ বুলিয়েই সেটা ওকে ছুঁড়ে দিলো।

'একটা ছবির জন্য তেইশ হাজার ডলার?' ও চিৎকার করে উঠলো। 'লেখকের জন্যও পঁচিশশো ডলার। ওই টাকায় আমি পুরো ছবিই তৈরি করতে পারি।'

'কোথাও তো শুরু করতে হবে', জনি চাপ দিলো। 'হয়তো তুমিই তা করবে।'

'কোনদিন হতে পারে', পিটার গরম হয়ে উত্তর দিলো। 'তবে এখন নয়। সবে একটু দাঁড়িয়েছি আর এখনই আমাকে আবার খানায় ফেলতে চাও? টাকাটা আসবে কোথা থেকে? আমি এখনও যুক্তরাষ্ট্রের টাকশাল হয়ে উঠিনি।'

'কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না,' জনি জবাব দিলো।

'আর এতে তোমার কিছু হারাচ্ছে না,' পিটার সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলো। 'তাছাড়া তোমার টাকা ঢালছো না।'

কথাটায় জনি রেগে উঠলো। 'তুমি ভালোই জানো তোমার টাকা কিছুতে লাগাতে বলবো না।'

'তোমার টাকা!' পিটার ফোঁস করে উঠলো। 'ও টাকায় স্টুডিওর সারা সপ্তাহের টয়লেট কাগজও কেনা যাবে না।'

মুখ লাল করে জনি জবাব দিলো, 'শতকরা দশভাগের জন্য এটা যথেষ্ট।'

'গোলমালের কিছু নেই,' জো মিটমাট করে দিতে চাইলো। 'আমারও দশভাগ আছে। এতে বাকি থাকে আঠারো হাজার।'

পিটার দুহাত শূন্যে তুলে বলে উঠলো, 'আঃ মাত্র আঠারো হাজার, যেন রাস্তায় কুড়িয়ে পাচ্ছি। না। কিছুতেই এতে আমি থাকছি না।'

ততক্ষণে জনির রাগ দূর হয়েছে। ও পিটারের দিকে তাকালো, 'রচেস্টারেও আমাকে পাগল ভেবেছিলে। আজ রিভারসাইডে অ্যাপার্টমেন্ট ব্যাঙ্কে আট হাজার ডলার, ধার শোধ হয়ে গেছে।'

পিটার মাথা নোয়ালো। 'তবুও তোমার ওই ক্ষ্যাপাটে মতলবে আমি মাথা গলাবো না। এবারে শুধু টাকার ঝুঁকিই নেই, কম্বাইনের মোকাবিলাও করতে হবে, আর তুমিও জানো তাতে কতোটা সমর্থ হব। আমি দুঃখিত জনি, হয়তো তোমার মতলব ভালোই। কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় আমি ঝুঁকি নিতে পারছি না। এই আমার শেষ কথা। শুভ রাত্রি,' বলেই পিটার দরজা বন্ধ করে বিদায় নিলো।

জনি জোর দিকে তাকাতেই জো হেসে বললো, 'এতো ভেঙ্গে পড়ো না, খোকা। টাকাটা যখন ওর—।'

জনি ধীরে ধীরে চোখ মেলে উঠে বসলো। এবার বসন্ত যেন একটু আগেই এসে গেছে, ঘরের মধ্যে বেশ উষ্ণতাই অনুভব করলো ও।

ওর কানে জোর নাক ডাকা ভেসে আসতেই জনি বেরিয়ে এসে দরজা খুললো। দরজার সামনেই রবিবারের কাগজগুলো ছড়ানো। ও কাগজগুলো হাতে নিয়ে চেয়ারে এসে বসে প্রথম পাতায় চোখ বোলালো। তারপরেই ও খুললো আমোদ-প্রমোদের পাতা। প্রতিদিন চলচ্চিত্রের তেমন খবর না থাকলেও রবিবারে মোটামুটি থাকে। আজকের কাগজে এরকম দুটো ছিলো। সেটায় চোখ পড়তেই জনি সটান উঠে বসলো।

প্রথমটা প্যারীর মাদাম সারা বার্নহার্ড রাণী এলিজাবেথের জীবনী অবলম্বনে চার রীলের একটা ছবি তুলছেন।

দ্বিতীয়টা রোম থেকে। ইতালিতে আগামী বছর বিখ্যাত উপন্যাস 'কো ভেডিস?' অবলম্বনে আট রীলের ছবি তোলা হবে।

খবরগুলো ছোট্ট করে দেওয়া থাকলেও জনির সামনে সেগুলো যেন বিরাট আকারই নিতে চাইলো। এ যেন প্রমাণ করেছে ওই ঠিক। পিটার এবার হয়তো ওর কথা শুনবে।

এবার রান্নাঘরে ঢুকে ও স্টোভে কফির জল চড়িয়ে দিলো। রবিবার প্রাতরাশের দায়িত্ব ওর।

কফির গন্ধে জো উঠে বসলো। 'সুপ্রভাত। আজকের মেনু কি।'

'ডিম।' জো উঠে দাঁড়াতেই জনি আবার বললো, 'দাঁড়াও, এটা একবার দেখ।' ও কাগজটা এগিয়ে ধরলো।

জো একবার পড়ে চোখ তুললো। 'এতে কি প্রমাণ হলো?'

'প্রমাণ হলো আমিই ঠিক। পিটারকে এবার শুনতে হবে।'

জো ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো। 'তুমি দেখছি হাল ছাড়তে চাও না, তাই না?'

জনি ক্রুদ্ধভঙ্গীতে বললো, 'কেন ছাড়বো? পরিকল্পনাটা ভালো। আমি জানতাম বড় ধরনের ছবি আসছে।'

'হয়তো তাই,' জো স্বীকার করলো। 'কিন্তু তৈরি করলে কোথায় করবে? আমাদের স্টুডিও বড় নয়, তাছাড়া ছ'মাসের ফিল্মই এতে খরচ হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে কম্বাইও এতে চটবে কারণ দু রীলের বেশি ছবি করার নিয়ম নেই। ওরা জানলে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।'

'তাহলে আপাততঃ ছোট ছবি বন্ধ রেখে কাঁচা ফিল্ম বাঁচাতে হবে, ওরা কিছু জানার আগেই ছবি তৈরি হয়ে যাবে।' জনি জবাব দিলো।

জো বললো, 'হয়তো কথাটা ঠিক। কিন্তু ব্যর্থ বলে ম্যাগনামের দিন শেষ। কম্বাইনের ক্ষমতা প্রচুর, ওরা পিঁপড়ের মতই আমাদের

পিঁষে ফেলতে পারে। বরং বর্ডেন বা এ রকম কাউকেই কাজটা করতে দেওয়া যেতে পারে, ওদের অনেক টাকা আর ঝামেলায় পড়ার সম্ভাবনাও কম।'

'তা যাই হোক আমরাও হয়তো কোনভাবে করতে পারবো,' জনি তবুও বলতে চাইলো।

জো এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো, 'হয়তো তাই। তবু এতে কতখানি ঝুঁকি একটু ভেবে নাও। আমার বা তোমার কথা বলছি না, বলছি পিটারের কথা। কাজে ফেঁসে গেলে সে শেষ। ওর স্ত্রী আর সন্তান আছে, তাদের দেখতে হবে। ওর সবই ও এই ব্যবসাতে ঢেলেছে কোন গোলমাল হলে ও শেষ। এরকম ঝুঁকি নিতে চাও?'

জনি অনেকক্ষণ জবাব দিলো না। কথাটা ও নিজেও ভেবেছে। কিন্তু ওর মনে কে যেন অহরহ ধাক্কা মেরে চলেছে। ও যেন সার্সির আহ্বানই শুনতে পেয়েছে তার আহ্বান অগ্রাহ্যের পথ নেই ওর। ও তাই বলে উঠলো, 'এটা করতে হবেই, জো। বড় হতে হলে অন্য কোন পথই নেই। আমরা শিল্পী, সঙ্গীতের মত, সাহিত্যের মত। এ আমাদের করতেই হবে।'

'তোমাকে করতেই হবে!' জো বললো, 'তোমার মনে স্বপ্ন জেগে উঠেছে, তুমি যা চাও, ভাবো ব্যবসাও তাই করবে। তোমাকে না চিনলে আর ভালোবাসলে আমি বলতাম তুমি উচ্চকাঙ্ক্ষী আর স্বার্থপর। তবুও একটা কথা তোমার জানা দরকার।'

জনির মুখ চকখড়ির মত সাদা হয়ে উঠলো। কোন রকমে ও প্রশ্ন করলো, 'কি?'

'পিটার আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করেছে। কোন দিনই কথাটা ভুলোনা,' কথাটা বলেই জো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

জনি ওর দিকে তাকিয়ে থেকে গ্যাস বন্ধ করার মুহূর্তেও ওর হাত কাঁপতে চাইছিলো।

॥ ৩ ॥

'কার অ্যাপার্টমেণ্ট, স্যর,' এলিভেটর চালক জানতে চাইলো।

জনি সিগারেট ধরিয়ে জবাব দিলো, 'মিঃ কেসলার।' নির্দিষ্ট তলে পৌঁছতেই ও নেমে এসে অ্যাপার্টমেণ্ট ৯সি-এর সামনে দাঁড়িয়ে বোতাম টিপলো।

পরিচারিকা দরজা খুলতেই ও প্রশ্ন করলো, 'মিঃ কেসলার আছেন?' কিন্তু সে কোন জবাব দেওয়ার আগেই ছুটে এলো ডোরিস।

'জনি কাকু, তোমার গলা ঠিক শুনেছি। জানতাম তুমি আজ আসবে। এতোদিন আসোনি কেন?'

জনি ডোরিসকে আদর করে বললো, 'তোমার বাবা যে দারুণ কাজে আটকে রাখেন।'

ওর ট্রাউজারে টান লাগতেই তাকালো জনি।

মার্ক ওর ট্রাউজার ধরে টানছিলো, 'আমাকে দোল খাওয়াও, জনি কাকু।'

জনি মার্ককে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। পিটার খালি গায়ে কাগজ পড়ছিলো। জনির দিকে তাকিয়ে ও হাসলো।

'ওকে একবার দেখ,' এসথার জনিকে বললো হাসিমুখে, 'বাড়িতে ঝি থাকা সত্ত্বেও রিভারসাইড ড্রাইভের মিঃ ফ্যান্সি অন্তর্বাস পরে বসে থাকেন সারাদিন।'

পিটার গজগজ করে ইদিশে বলে উঠলো, 'তাতে কি? চাকর-বাকর থাকুক না থাকুক পিটার কেসলার সব সময়েই একই থেকে যাবে।'

জনিকে কথাটা মনে মনে স্বীকার করতেই হলো। পিটারের মধ্যে

ও কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেনি। অন্য দিকে জনি যেন কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না, ওর মনে হয় আরও কিছু ওর চাই, কি তা ও নিজেই জানে না।

জনি এবার পরিহাসাচ্ছলে বলে উঠলো, 'তাহলে তুমি এমন বড় হওনি যে ভালো পরামর্শ গ্রহণ করবে না?'

'ওই কথাই আমি বলতে চাই,' পিটার বললো। 'সুপরামর্শ আমি সব সময়েই নিতে প্রস্তুত।'

জনি আরামের নিঃশ্বাস ফেললো। 'শুনে খুশি হলাম। কেউ কেউ বলছে তুমি রিভারসাইড ড্রাইভে বাস করছো বলে নাকি উন্নাসিকই হয়ে পড়েছো?'

'একথা কে বললো,' পিটার ক্রুদ্ধ স্বরেই বলে উঠলো।

এসথার সহানুভূতির সঙ্গে হাসতে চাইলো। ও বুঝতে পারলো জনি কিছু বলতে চায়। ও তাই বললে, 'মানুষ সব সময়েই ভুল বোঝে। কাউকে বলার মত সুযোগ দিয়েছো?'

'কক্ষনও না,' পিটার প্রতিবাদ করে উঠলো। 'আমি সকলের সঙ্গেই বন্ধুর মত ব্যবহার করি।'

'তাহলে চিন্তার কিছু নেই,' এসথার সান্ত্বনা জানালো। 'এখন বরং সকলে কফি পান করি এসো।'

সকলে রান্নাঘরে আসতেই জনি এক টুকরো কেক মুখে পুরে পিটারকে বললো, 'আজকের 'ওয়ার্ল্ড' পড়েছো?'

এসথারের ষষ্ঠ রিপু জানিয়ে দিলো কথাটা এবার আসছে।

'হাঁ,' পিটার জবাব দিলো।

'বার্নহার্ড চার রীলের ছবি করছে পড়েছো? আর তাছাড়াও কো ভেডিস?।'

'হ্যাঁ। জানতে চাও কেন?'

'যে বড় ছবির কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই। তাছাড়া যে সিরিয়াল তুমি কেটেছিলে, তাও।'

সেটা আলাদা,' জনি জবাব দিলো। 'যদি যুগের শ্রেষ্ঠতম অভিনেত্রী অভিনয় করে, শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের রূপ দেওয়া হয় তাহলে কি একই রকম ব্যাপার থাকে? দেখতে পাচ্ছো না চলচ্চিত্র এগিয়ে চলেছে? ২ রীলের ছবি মানুষের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছো না?'

পিটার উঠে দাঁড়ালো। 'বাজে কথা! কবে কখন কেউ একটা বড় ছবি তৈরি করছে তাই নিয়ে··। কাগজে দুটো ছবির খবর পড়েই ভাবছো তোমার কথাই ঠিক। সারা বার্নহার্ড পিটার কেসলারের জন্য ছবি বানালে তবেই বড় ছবি বানাতে পারি, না হলে কে আমার ছবি দেখতে আসবে, যাতে কোন নামী শিল্পী থাকবে না?'

জনি ওর দিকে তাকালো। পিটার ঠিকই বলেছে। নামী শিল্পী ছাড়া ছবি দর্শক টানতে পারবে না। কম্বাইনও নামী শিল্পীদের ছবিতে অভিনয় করাতে চায় না পাছে তারা বেশি টাকা দাবী করে বসে।

তা সত্বেও দর্শকরা কিছু কিছু শিল্পীকে পছন্দ করতে শুরু করেছে, তাদের ছবি দেখতে পয়সা খরচ করে ভিড়ও করছে। যেমন ওই মজাদার ভবঘুরে মানুষটি—লোকটা বেশ কিছু কমেডি ছবি বানিয়েছে। নামটা কি যেন? হ্যাঁ, মনে পড়েছে—চ্যাপলিন। যারা ছবি পছন্দ করে না তারাও চ্যাপলিনের ছবি দেখতে ভিড় করে।

ও মনে মনে ঠিক করে ফেললো জোকে ছবির নামের কার্ডে শিল্পীদের নাম লিখে দিতে বলবে, এতে দর্শকদের পক্ষে তাদের পছন্দসই শিল্পীদের চিনে নিতে সুবিধা হবে। কাজটা প্রদর্শকের পক্ষে ভালোই হবে।

পিটার অদ্ভুত দৃষ্টিতে জনির দিকে তাকালো। জনি অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকায় ও ভাবলো জনিকে ও একেবারে বসিয়ে দিতে পেরেছে। 'তোমাকে তাহলে থামাতে পেরেছি, অ্যাঁ?' ও বিজয়ীর ভঙ্গীতে বলে উঠলো।

জনি যেন একটা ঘোরের মধ্য থেকে জেগে উঠলো। ও একটা

সিগারেট ধরিয়ে নীলাভ ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে ওকে লক্ষ্য করে চললো। 'না,' ও এবার জবাব দিলো। 'তা পারোনি। তবে তুমি একটা বড় ছবি তৈরির জন্য যা দরকার সেই জিনিসই মনে করিয়ে দিয়েছো? ঠিক অভিনেতা পেয়ে গেলে বড় ছবি তৈরিতে তোমার আপত্তি নেই।'

'বড় নাম থাকলে দেখা যেতে পারে,' স্বীকার করলো পিটার। 'তা কাকে ঠিক করছো'?

'যে অভিনেতা 'ব্যাণ্ডিট' নাটকে অভিনয় করেছে,' জনি উত্তর দিলো। 'ওয়ারেন ক্রেগ।'

'ওয়ারেন ক্রেগ?' পিটার চরম অবিশ্বাসেই বলে উঠলো। 'তুমি যখন রয়েছ তখন জন ড্রু নয় কেন?' ও জনির দিকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকালো।

'ওয়ারেন ক্রেগই যথেষ্ট,' জনি জবাব দিলো।

পিটার বলে উঠলো, 'বোকার মত কথা বোলো না। তুমি ভালোই জানো ওরা চলচ্চিত্রকে ঘৃণা করে ওদের পাবে না।'

'বার্নহার্ড যখন ছবি বানাচ্ছে তখন পাওয়া হয়তো শক্ত নয়।'

'তাহলে হয়তো ওদের টাকা দেওয়ার জন্য জন জ্যাকব অ্যাস্টরের টাকাও আমাকে এনে দেবে তুমি,' পিটার ব্যঙ্গোক্তি করলো।

জনি গায়ে মাখলো না। ও শুধু বলে উঠলো, 'আমার চোখের সামনে লেখাটা দেখতে পাচ্ছি। 'পিটার কেসলারের নিবেদন······ ওয়ারেন ক্রেগ···দি ব্যাণ্ডিট···ম্যাগনাম পিকচার্সের ছবি,' ও নাটকীয় ভঙ্গীতে পিটারের দিকে আঙুল দেখালো।

পিটার ওর দিকে তাকালো। অবচেতন মনেই ও একটু ঝুঁকে পড়ে জনির কথার অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করছিলো। মোহভঙ্গ হলে ও বলে উঠলো, 'এবার দেখতে পাচ্ছি—পিটার কেসলার দেউলিয়া ঘোষণার জন্য আবেদনপত্রে সই করছে!'

এসথার দুজনকেই লক্ষ্য করছিলো। ওর মনে। জেগে উঠলে 'পিটার সত্যিই এটা করতে চায়।

পিটার এবার জনির সামনে এসে দাঁড়ালো। 'করার কিছুই নেই, জনি। এ ধরনের ঝুঁকি নিতে পারছি না। কম্বাইন ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখবে না, ওরা আমাদের লাইসেন্স বাতিল করলে পথে বসবো।'

জনি দূর কল্পনাতেই পিটারের দিকে তাকালো। ওর রগের একটা শিরা দপদপ করছিলো। ও এসথারের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আবার পিটারের দিকে তাকালো।

'তোমরা প্রযোজকরা সবাই সমান! সবাই কম্বাইনের ভয়ে ভীত। সব সময়েই তোমরা ককিয়ে উঠছো ওরা তোমাদের বাঁচতে দেবে না, তোমাদের ওরা অনাহারে রাখবে। কিন্তু এ বিষয়ে কি করছো তোমরা? কিছুই না! তোমরা সবাই ওদের টেবিলের পাশে উচ্ছিষ্টের লোভে ঘুর ঘুর করছো। ওরা যা ছুঁড়ে দিচ্ছে তাতেই তোমরা সন্তুষ্ট। এর বেশি কিছু না। উচ্ছিষ্টই তোমরা পাচ্ছো। ওরা গত বছরে কত টাকা করেছে জানো? বিশ মিলিয়ন ডলার! তোমরা কত টাকা করেছো? চল্লিশ জনে চারশ হাজার ডলার। গড়পড়তা দশ হাজার। আর তোমরা স্বাধীন প্রযোজকরা কম্বাইনকে দিয়েছো আট মিলিয়ন। এ টাকা তোমরাই ওদের দিয়েছো। আর কেন? কারণ তোমরা ওদের ভয়ে ভীত।'

নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে চললো জনি। একটা অদ্ভুত শক্তিই ওর উপর ভর করেছিলো।

'এবার সাবধান হচ্ছো না কেন? এটা ওদের মত তোমাদেরও ব্যবসা। টাকাটা তোমরাই করছো, রাখতে পারবে না কেন? আগেই হোক আর পরেই হোক ওদের সঙ্গে লড়াই করতেই হবে তোমাদের। তাহলে লড়াই এখনই করোনা কেন? ভালো ছবি তুলে লড়াই করো। ওরা জানে তোমরা সেটা তৈরি করতে পারো। ওরা ওই ভাবেই ব্যবসা চালাতে চায় কারণ ওরা জানে তোমরা দের মত চললে ওদের কি করবে। এক হও তোমরা। দরকার

হলে আদালতে যাও। হয়তো ওরা যা করছে সেটা ট্রাস্টের আইন

একটু থামলো জনি। তারপর আবার বলে চললো, 'রচেস্টারে তোমাকে এ ব্যবসায় নামতে বলেছিলাম মনে আছে? তার একটা কারণ ছিলো। আমি বর্ডেন বা অন্য কারও কাছে কাজ করতে পারতাম। কিন্তু আমি তোমাকেই চেয়েছিলাম, কারণ আমি জানতাম সময়মত লড়াই করার মানসিকতা শুধু তোমারই আছে। এখনই সেই লড়াইয়ের সময় উপস্থিত। হয় লড়াই করতে প্রস্তুত হও, না হয় অচিরেই কম্বাইন তোমাদের ব্যবসা বন্ধ করে ছাড়বে।'

ও পিটারের দিকে তাকিয়ে ওর কথার ফলাফল উপলব্ধি করতে চাইলো। পিটারের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেলো না। তবুও অন্যান্য কিছু চিহ্ন দেখেই ও বুঝলো ও লড়াই জিতেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো পিটার। ও জনির সঙ্গে তর্ক করলো না, করার ক্ষমতা ছিলো না। ও বহুদিন আগেই জানতো জনি যা বলেছে তাই ঠিক। তবে জনির অল্প বয়স বলেই সে হাওয়া কল উল্টে দিতে চায়, একটু বয়স হলে হয়তো ও বুঝবে আরও ধৈর্য দরকার। তাহলেও ওর কথায় বস্তু রয়েছে। সব স্বাধীন ব্যবসাদার এক হলে হয়তো লড়াই জেতা যাবে। অপেক্ষায় থাকার চেয়ে লড়াই করাই ভালো, জনি হয়তো ঠিক।

ও জনির দিকে ফিরলো, 'এরকম ছবি করতে কত লাগে বলেছিলে?' -

'প্রায় পঁচিশ হাজার ডলার,' জনি জবাব দিলো। অবশ্য ওয়ারেন ক্রেগকে যদি নায়ক করতে চাও।'

পিটার কথাটায় সায় দিলো। 'এরকম কোন ছবি তুললে,' ও বললো, 'আমাদের ওয়ারেন ক্রেগকেই চাই। বাড়তি ঝুঁকি নিতে পারবো না।'

জনি সুযোগটা লুফে নিলো। 'তোমার নিজের আসলে পঁচিশ

হাজার লাগছে না,' ও বললো, 'জো আর আমি দুজনে মিলে পাঁচ হাজার করে দিতে পারবো, তোমার আট হাজার দিলেই হবে, বাকিটা ধার করবো। অনেক প্রদর্শক নতুন জিনিস চায়। তারাই ধার দেবে।'

'তবে ওয়ারেন ক্রেগকে চাই,' পিটার বললো।

'সেটা আমার হাতেই ছেড়ে দাও,' জনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো। 'আমি ওকে আনবো।'

'তাহলে আমি দশ হাজার দিতে পারি,' পিটার বললো।

'তার মানে বলতে চাইছো তুমি ছবি করবে?' জনি প্রশ্ন করতেই ওর কপালে একটা শিরা আবার দপদপ করে চললো।

এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলো পিটার। ও এসথারের দিকে তাকালো। আস্তে আস্তে ওর কথাগুলো বেরিয়ে এলে, 'আমি করছি একথাও যেমন বলছি না, করবো না সেকথাও বলতে চাই না। যা বলছি তার মানে হলো ভেবে দেখবো।'

॥ ৪ ॥

পিটার বর্ডেনের জন্য সিনাগগের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। ব্রডওয়ের সিনাগগে বহু স্বাধীন ছবির ব্যবসায়ীরা আসতে অভ্যস্ত। বর্ডেনকে দেখেই এগোলো পিটার।

'সুপ্রভাত, উইলি,' ও বললো।

বর্ডেন ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আরে পিটার। ছবি কেমন চলছে?'

'অভিযোগের কিছু নেই। এক কাপ কফি খাওয়ার সময় আছে?'

'নিশ্চয়ই। তা ব্যাপার কি?'

'গত কালের কাগজ পড়েছো ?' রেস্তোরাঁয় টেবিলের সামনে বসে পিটার বললো।

'নিশ্চয়ই। কোন খবরের কথা বলছো ?'

'বিশেষ করে বার্নহার্ডের ছবি আর কো ভেডিস ?।'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' বর্ডেন অবাক হলো পিটার কি বলতে চায়।

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো বড় আকারের ছবি আসছে ?' পিটার প্রশ্ন করলো।

'হতে পারে,' সতর্কভঙ্গীতে বললো বর্ডেন।

একটু থেমে পিটার বললো, 'জনি চায় আমি ছ'রীলের বই তুলি।'

বর্ডেনের আগ্রহ জাগলো। 'ছ রীলের ছবি, অ্যাঁ ? কি বিষয়ে ?'

'ও চায় একটা নাটকের গল্প কিনে একজন নামী অভিনেতাকে দিয়ে ছবি করাতে।'

'নাটক ?' বর্ডেন হেসে উঠলো। 'হাস্যকর কথা। খরচ ছাড়াই ইচ্ছে মতো গল্প অঢেল পেতে পারো।'

'তা জানি,' কফিতে চুমুক দিয়ে পিটার বললো, 'জনির মত হলো নাটকের নামই দর্শক আকর্ষণ করবে।'

বর্ডেন কথাটার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেলো। ওর আগ্রহ জেগে উঠলো। 'কম্বাইনের আইন-কানুন কাটাবে কি ভাবে ?'

'জনি বলতে চায় আমরা কাঁচা ফিলম বাঁচিয়ে গোপনে ছবি তৈরি করবো। ছবিটা প্রচার হওয়ার আগে কেউ জানবে না।'

'ওরা জানতে পারলে ব্যবসা থেকে বের করে দেবে।'

'হয়তো,' পিটার বললো, 'করতেও পারে আবার নাও পারে। তবে লড়াইয়ে কোথাও রেখা টানতেই হবে। না হলে আমরা শুধু দু রীলই বানাতে থাকবো দুনিয়া যখন বড় ছবি বানাবে। বিদেশী প্রযোজকরাও আসবে আর আমরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমরা ওদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে চলেছি, তাই লড়াই করার সময় এসে গেছে।'

কথাটা ভাবলো বর্ডেন। পিটার যা বলছে সেটা সব স্বাধীন

প্রযোজকেরই মনের কথা। তবে ওরা কেউই কম্বাইনকে ঘাঁটাতে চায় না। ও নিজেও ঝুঁকি নিতে চায় না। কিন্তু পিটার এ কাজ করে সফল হলে সুবিধা হবে অনেকটাই। 'এরকম ছবি করতে কত লাগতে পারে?' ও প্রশ্ন করলো।

'প্রায় পঁচিশ হাজার।'

বর্ডেন মনে মনে হিসেব করতে চাইলো পিটারের কত টাকা থাকতে পারে, ও বুঝলো হয়তো দশ হাজার ডলার। তার অর্থ বাকিটা ধার করতে হবে। ও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'তুমি ছবিটা বানাচ্ছো?'

'চিন্তা করছি। তবে এতো টাকা নেই সুযোগ পেলে করতে চেষ্টা করবো', পিটার বললো।

'তোমার কত আছে?'

'প্রায় পনেরো হাজার।'

বর্ডেন আশ্চর্য হলো। ও যা ভেবেছে পিটার তার চেয়ে ভালো ব্যবসাই করছে। ও তাই নতুন শ্রদ্ধার চোখে তাকালো। 'আমি তোমাকে পঁচিশশো দিতে পারি।' টাকাটা ঝুঁকি হিসেবে কমই। পিটার টোপ গিললে ভালো।

পিটার ওর দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকালো। ও এটাই জানতে চাইছিলো—বর্ডেন টাকা ঢালতে আগ্রহী কিনা। 'এখনও মনস্থির করিনি', ও বললো, 'ঠিক হলে জানাবো।'

বর্ডেন চাইছিলো পিটার যাতে ছবিটা বানায়। 'ঠিক,' ও ধূর্ততার সঙ্গে বললো। 'যদি না বানাও জানিও। হয়তো আমিই বানাবো। যত ভাবছি, মতলবটা ভালই লাগছে।'

'জানাবো,' পিটার তাড়াতাড়ি জবাব দিলো।

জনি দরজার দিকে তাকালো। ওখানে লেখা: 'শ্যামুয়েল শার্প' তলায় ছোট টাইপে লেখা: 'নাট্য বিষয়ক প্রতিনিধি'।

জনি দরজা ঠেলে ঢুকতেই একটি মেয়ে অন্য দরজা দিয়ে এসে

ডেস্কের কাছে বসলো। 'আপনার জন্য কি করতে পারি?' মেয়েটা সুন্দরী। জনি একটা কার্ড বের করে ওর হাতে দিয়ে বললো, 'মিঃ এজ মিঃ শার্পের সাক্ষাৎ প্রার্থী।'

কার্ডের দিকে তাকালো মেয়েটি। ওতে লেখা : জন এজ, ভাইস প্রেসিডেন্ট—ম্যাগনাম পিকচার্স। মেয়েটির শ্রদ্ধা জাগলো। ও বললো, 'বসুন, স্যার। দেখছি মিঃ শার্পের সময় আছে কি না।'

জনি হেসে বললো, 'তোমার সিনেমায় নামা উচিত ছিলো।' মেয়েটি লাল হয়ে অন্য ঘরে ঢুকলো, তারপর বেরিয়ে এসে বললো, 'মিঃ শার্প কয়েক মিনিটেই সাক্ষাৎ করবেন।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো হাতের লেখার মধ্য দিয়ে চরিত্র ফুটে ওঠে?' জনি প্রশ্ন করলো।

মেয়েটি ধাঁধায় পড়ে গেলো। 'মনে হয় তাই।'

'একটা কাগজে যা খুশি লেখো,' জনি বললো।

'কি লিখবো?

'লেখো : স্যামকে···' তোমার যা নাম।'

মেয়েটি কিছু লিখে জনির হাতে দিতেই তাকিয়ে দেখলো। ওতে লেখা : 'আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, জেন অ্যাণ্ডারসন। বাকি বিবরণ অনুরোধ জানালে।'

মেয়েটি হেসে উঠতে জনিও গলা মেলালো।

'জেন,' জনি বললো, 'তুমি আমার চেয়ে বুদ্ধিমতী জানা উচিত ছিলো আমার।'

দরজার দিকে এগিয়েই জন একটু থেমে বলল, 'একটা কথা। বলো তো সত্যিই মিঃ শার্প ব্যস্ত ছিলেন?

মেয়েটি গম্ভীর হতে গিয়েই হেসে ফেললো, 'নিশ্চয়ই। দাড়ি কামাচ্ছিলেন।'

জনি হেসে ঘরে ঢুকলো। দেয়ালে কিছু ছবি টাঙানো। একটা

বড় ডেস্কের পিছনে ধূসর রঙের স্যুট পরিহিত ছোটখাটো চেহারার একজন উপবিষ্ট।

'মিঃ এজ,' লোকটি ক্ষীণ স্বরে বললো, 'দেখা হওয়ায় আনন্দিত হলাম।'

ধন্যবাদের পালা শেষ হতেই জনি বললো, 'ম্যাগনাম পিকচার্স 'ব্যাণ্ডিটের' চিত্রস্বত্ব ক্রয় করছে—তারা ওয়ারেন ক্রেগকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করাতে আগ্রহী।'

শার্প মাথা ঝাঁকালো।

'মাথা নাড়ছেন কেন, মিঃ শার্প?' জনি প্রশ্ন করলো।

'আমি দুঃখিত মিঃ এজ, ওয়ারেন ক্রেগ ছাড়া অন্য কেউ হলে বলতাম হতে পারে। কিন্তু ওয়ারেন ক্রেগ—।'

' 'ওয়ারেন ক্রেগ' কথার অর্থ?'

লোকটি সহানুভূতির হাসি হাসলো। 'মিঃ এজ, মিঃ ক্রেগ নাটকের মানুষ, এইসব চকমকি সম্বন্ধে ওদের ধারণা কেমন বোধ হয় জানেন? তাছাড়া বাস্তব হলো এতে টাকার লেনদেন তেমন নয়।'

জনি শার্পের দিকে তাকালো, 'ওয়ারেন ক্রেগের দর কত?'

'ক্রেগ প্রতি সপ্তাহে পেয়ে থাকেন দেড়শ ডলার। আর ওই চকমকি-ওয়ালারা দেয় পঁচাত্তর।'

জনি ঝুঁকে এলো। 'মিঃ শার্প,' ও বললো, 'আপনাকে বিশ্বাস করেই বলছি, ম্যাগনাম সাধারণ কিছু করতে চায় না। তারা উঁচু দরের কিছু ছবিই করতে চায় যেটা সেরা নাটকের মতই হবে। আর এই জন্যই আমরা ওয়ারেন ক্রেগকে চাই। ওই ব্যাণ্ডিটের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আমরা তাকে চারশ ডলার দিতে প্রস্তুত আর পুরো ছবির জন্য দু হাজার ডলারের গ্যারান্টি।' জনি চেয়ারে হেলান দিয়ে ওর কথার প্রতিক্রিয়া বুঝতে চাইলো।

ওর মুখ দেখে জনি বুঝলো ওর আগ্রহ জেগে উঠেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শার্প এবার বললো, 'সত্যি কথাই বলছি, মিঃ এজ। আপনার

প্রস্তাব খুবই উদার, তবু আমার মনে হয় না মিঃ ক্রেগকে রাজি করাতে পারবো, তিনি ছবি পছন্দ করেন না, বরং ঘৃণাই করেন। তার ধারণা এটা তার শিল্পের সম্ভ্রমহানিকর।'

জনি উঠে দাঁড়ালো। 'মাদাম সারা বার্নহার্ড ফ্রান্সে এটা তার শিল্পের সম্ভ্রমহানিকর মনে করেন না, হয়তো মিঃ ক্রেগ এখানে করবেন না।'

'এ কথা শুনেছি, মিঃ এজ, তবে বিশ্বাস করিনি। এ কথা সত্য' ?

'সত্য,' জনি জানালো। 'জেনে রাখুন আপনাকেও আমরা একই রকম বোনাস দেবো। গ্যারান্টির উপর শতকরা দশভাগ।'

'মিঃ এজ, আপনার প্রস্তাব চমৎকার। তবে সব কিছু আপনাকে ওয়ারেন ক্রেগকেই বেচতে হবে, এ আমার ক্ষমতার বাইরে। তার সঙ্গে কথা বলবেন ?'

'যে কোন সময়,' জনি জবাব দিলো।

ওয়ারেন ক্রেগের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঠিক করে জনিকে জানানো হবে জেনেই জনি বাইরের ঘরে চলে এলো।

'বাকি বিবরণ, দাও,' ও মেয়েটিকে বললো।

মেয়েটি ওর হাতে এক টুকরো টাইপ করা কাগজে, ওর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লেখা অবস্থায় তুলে দিয়ে হেসে বললো, 'আটটার পর ফোন করবেন না যেন, গৃহকর্ত্রী পছন্দ করেন না।'

জনি হাসলো। 'তাহলে এখানেই দেখা করবো, মিষ্টি।'

জনি বিকেলের আগে স্টুডিওতে ফিরলো না। ও এবার ঢুকতেই পিটার ডেস্কের পিছন থেকে মুখ তুললো।

'কোথায় ছিলে ?' ও প্রশ্ন করলো, 'সারাদিন তোমাকে খুঁজছিলাম।'

পিটারের ডেস্কের সামনে বসে পড়লো জনি, 'ওয়ারেন ক্রেগের এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তারপর জর্জ এখানে এসেছে বলে ওর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সারতে যাই।'

'জর্জের সঙ্গে কেন?'

'টাকা,' জনি খুশি মনে উত্তর দিলো। 'ক্রেগকে পাচ্ছি বুঝতে পেরে টাকার ধান্দা করছিলাম। জর্জ এক হাজার ছাড়ছে।'

'কিন্তু আমিতো বলিনি ছবিটা করবো,' পিটার বললো।

'তা জানি,' জনি জবাব দিলো। 'তুমি না করলে অন্য কেউ করবে,' ও চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে তাকালো।

পিটার জবাব দেওয়ার আগে ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। 'তুমি মন ঠিক করে ফেলেছো?'

জনি সায় দিলো। 'আমি মনস্থির করে ফেলেছি!'

টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠতেই পিটার তুলে নিলো। তারপর জনির দিকে এগিয়ে ধরে বললো, 'তোমার।'

জনি ফোনটা তুলে নিলো, 'হ্যাল্লো।'

কিছুক্ষণ শোনার পর মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে ও পিটারকে বললো, 'বর্ডেন কথা বলছে। ছবি নিয়ে ওর সঙ্গে সকালে কথা বলেছিলে?'

'হ্যাঁ। ও কি চায়?'

জনি জবাব না দিয়ে ফোনে কথা বলে চললো। 'তা জানিনা, বিল। তবে ও এখনও মনস্থির করেনি। নিশ্চয়ই—বিল, নিশ্চয়ই। আমি জানাবো।' ও ফোন ছেড়ে রিসিভার ঝুলিয়ে রাখলো।

'ও কি চাইছিলো?' সন্দেহের সুরে বললো পিটার।

'ও জানতে চাইছিলো তুমি মনস্থির করলে কিনা, না করে থাকলে আমাকে দেখা করতে বললো।'

'ডাকাত!' পিটার ফেটে পড়লো। আজই সকালে ওর সঙ্গে কথা বলেছি আর ও আমার পরিকল্পনা চুরি করতে চায়। ওকে কি বললে?'

'আমার কথা শুনেছো,' জনি জবাব দিলো। 'আমি ওকে বলেছি এখনও ঠিক করোনি।'

'বেশ, আবার ফোন করে ওকে জানিয়ে দাও আমি মন ঠিক করে ফেলেছি,' পিটার বলে উঠলো। 'আমরা ছবিটা তৈরি করছি।'

'তুমি করবে?' জনি হেসে ফেললো।

'আমি করবো,' পিটার তখনও ক্রুদ্ধভঙ্গীতে বললো। 'আমি ওই উইলি বর্ডানভকে বুঝিবে দেব কারও মতলব চুরি করার শক্তি ওর নেই।'

জনি ফোন তুলে নিলো।

'এক মিনিট দাঁড়াও,' পিটার বাধা দিলো। 'আমিই ওকে ডাকবো। ও পঁচিশশো ডলার ধার দেবে বলেছিলো, সেটা এখনই পাঠিয়ে দিতে বলবো।'

॥ ৫ ॥

পিটার নৈশভোজে সারাক্ষণ চুপ করেই ছিলো। দু-একটা কথা ছাড়া ও কথাই বললো না। এসথার একটু অবাক হয়ে ভাবতে চাইলো এর কারণ কি?

'ডোরিস ওর রিপোর্ট কার্ড এনেছে,' এসথার বললো। 'ও প্রথম শ্রেণী পেয়েছে।'

'বাঃ চমৎকার,' অন্যমনস্কভাবে বললো পিটার।

এসথার ওর দিকে তাকালো। সাধারণতঃ ডোরিসের রিপোর্টের ব্যাপারে পিটারের প্রচুর আগ্রহ থাকে। স্বামীকে লক্ষ্য করে ও তাই বললো, 'কি হয়েছে, শরীর ভালো লাগছে না?'

'আমি ঠিকই আছি। জিজ্ঞাসা করছো কেন?' পিটার বললো।

'সারারাত কথা বলোনি, তাই ভাবছি।'

'জনি যা চাইছিলো সেই ছবিটা আমি তৈরি করছি। তাই চিন্তায় পড়েছি।'

'মন স্থির যখন করেছো তখন চিন্তার কি আছে?'

কিন্তু ব্যবসায় সফল না হলে কি হবে?' চুরুটে টান দিলো পিটার।

আস্তে আস্তে হাসলো এসথার। 'কিছুই না। বাবা তিনটে ব্যবসায় ব্যর্থ হয়েছিলেন আর প্রতিবারই সামলে নিয়েছিলেন। আমরাও পারবো। বাড়ি, পরিচারিকা এসব নিয়ে চিন্তা করি না আমি।'

এসথার এগিয়ে এসে পিটারের কোলে বসে পড়লো। পিটার ওকে দুহাতে কাছে টেনে বুকে মাথা রাখলো। 'সবই তোমাদের জন্য।' পিটার আস্তে আস্তে বলে উঠলো। 'তোমাকে যে সুখী করতে চাই।'

'আমি জানি, পিটার। তাই বলছি এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি তাই বলছো?' পিটার মুখ তুলে তাকালো।

হাসলো এসথার। 'হ্যাগো তাই।'

ছবির জন্য টাকা তোলার কাজটাই পরিকল্পনার সবচেয়ে সহজ অংশ বলেই মনে হলো। যে সব প্রদর্শককে জনি জানিয়েছিলো তারা প্রত্যেকেই ওটা তোলা হোক চাইছিলো। জনি পাপাসের কাছ থেকে এক হাজার ডলার নিয়ে শুরু করে লং আইল্যাণ্ডের ছোট এক প্রদর্শকের একশ ডলারও পেয়ে গেলো।

ব্যাপারটা বিরাট উন্মুক্ত কোন রহস্যই হয়ে উঠলো। কম্বাইন ছাড়া আর সকলেই ওটা জেনে ফেললো। অন্যান্য স্বাধীন ব্যবসায়ীরা কি ঘটে দেখার জন্যই ম্যাগনামকে লক্ষ্য করে চললো।

ইতিমধ্যে পিটার যতটা পারে কাঁচা ফিল্ম জোগাড় করে চলার ফাঁকে জো নাটকটাকে ছবির উপযোগী করে তুলতে চেষ্টা চালিয়েছিলো।

ওয়ারেন ক্রেগ ড্রেসিংরুমে মেকআপ তুলে ফেলার ফাঁকে চারদিকে তাকালো। চারপাশে লোক গিস গিস করছে। অভিনয় আজ ভালোই হয়েছে।

মুখ থেকে ক্রীমের শেষ চিহ্নটুকু অপসারিত করে ও বলে উঠলো, 'এবার সকলে আমাকে মার্জনা করবেন, আমি এই দেশজ পোশাকটা বদলাতে চাই।'

সকলে ভরাট ওই কণ্ঠস্বর শুনে হেসে উঠলো। ওয়ারেন ক্রেগকে এই ভাবেই অভিনন্দন জানাতে অভ্যস্ত।

একটা পর্দার আড়ালে গিয়া সান্ধ্য পোশাক পরিহিত হয়ে আবার ফিরে এলো ওয়ারেন ক্রেগ। নিজের শিল্পীসত্তা সম্বন্ধে সে অবহিত। চলনে, বলনে, পোশাকে ও কাউকেই বিস্মৃত হতে দিতে চায় না যে ওরা তিন পুরুষ ধরেই আমেরিকার নাট্যমঞ্চের অভিনেতা।

ওয়ারেন ক্রেগ এবার দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। ঘরের মাঝখানে রুশ সিগারেট হোল্ডার হাতেই তাকে সহজ ভঙ্গীতে এইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো জনি শ্যাম শার্পের পিছনে প্রবেশ করতেই। শ্যামকে দেখে খুশি হলো না ক্রেগ, কারণ সে ওকে এই সাক্ষাতকারের কথাই মনে করাতে চাইছে।

দার্শনিক ভঙ্গীতে হাসলো ক্রেগ। আমেরিকান স্টেজের পুরোধা নায়ক হওয়ার সমস্যাই এই, সময় আর নিজের থাকে না।

একে একে এরপর ঘরের সব স্তাবকের দল বাইরে চলে গেলে জনি ওয়ারেন ক্রেগকে একটু জরিফ করতে চাইলো। সন্দেহ নেই সে একজন দক্ষ অভিনেতা, তবে বাইরে ওর অহমিকা অতি প্রকট। দেখতে সুন্দর ক্রেগ। মাথায় একরাশ কালো চুলের ঢেউ। ছবিতে যে চমৎকার মানাবে সন্দেহ নেই জনি ভবেলো। বয়স হয়তো পঁচিশের বেশি নয়।

ক্রেগ এবার জনিকে প্রথম দেখতে পেলো। 'আরে, এযে আমার চেয়ে ছোট!' এই রকম একটা ধারণাই ঝিলিক মেরে গেলো ওর মনে। 'আর ও ওই চকমকি প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রেসিডেন্ট।' কিন্তু জনিকে ভালো করে লক্ষ্য করে আরও কিছু চারিত্রিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করলো। জনির মুখ চওড়া আর উদারতা মাখানো, তবে দৃঢ়ত্ব ব্যঞ্জক আর স্থির প্রজ্ঞামণ্ডিত। চোয়াল একটু উঁচু, তবে নিয়ন্ত্রণ যুক্ত। ওর সবচেয়ে অস্বাভাবিক হলো ছুটো চোখ। নীলাভ, গভীর যেন সুপ্ত অগ্নিশিখাময়। 'একজন আদর্শবাদী' ভাবলো ক্রেগ।

ও জনির দিকে তাকালো। 'এইসব অভিনয়ে প্রচুর সময় চলে যায়।'

জমি সহানুভূতির হাসি হাসলো। 'সেটা উপলব্ধি করতে পারি, মিঃ ক্রেগ।'

জনির কণ্ঠস্বরে উষ্ণতার স্পর্শ পেয়ে ক্রেগ বললো, 'নিয়মমাফিক হওয়ার দরকার নেই। আমাকে ওয়ারেন বলতে পারেন।'

'আমাকেও জনি বলবেন,' জনি জবাব দিলো।

তুজনে করমর্দন করতেই শ্যাম শার্প ভবিষ্যৎ শতকরা দশ ভাগের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠলো।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসটা হাতে ঘোরাতে ঘোরাতে কথা বলার জন্য তৈরি হলো ক্রেগ।

'আমি শুনেছি তুমি কোন ছবির কোম্পানীর সঙ্গেই যুক্ত, জনি,' ও বললো।

জনি সায় দিলো।

'শ্যাম বলেছে তোমরা 'দি ব্যাণ্ডিট' ফিলমে তুলতে চাইছো?'

'ঠিক,' জনি জবাব দিলো, 'আর তাই তোমাকে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করাতে চাই। নাট্য জগতে আর কেউ নেই যে ওই কঠিন

চরিত্রে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে,' একটু স্তাবকতায় ও কোন অপরাধ খুঁজে পেলো না।

ক্রেগও তাই। 'কিন্তু ওই চকমকি··· !' ও বলে উঠলো।

জনি ওর দিকে তাকালো। 'চলচ্চিত্র এগিয়ে চলেছে, ওয়ারেন। তোমার মত একজন শিল্পী মঞ্চের বদলে এতেই আরও যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম।'

ক্রেগ ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে বললো, 'তোমার সঙ্গে এতে একমত নই, জনি। এর আগে একদিন নিকেলোডিয়নে সাংঘাতিক ব্যাপার দেখেছি। ওরা তার নাম দিয়েছিলো মজার ছবি। এক মেদবহুল পুলিশকে লোকে তাড়া করছিলো। আর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলো। দুঃখিত ভাই, এ আমার পছন্দ নয়।'

জনি টেবিলে ঝুঁকে পড়লো। 'দেখ, ওয়ারেন, প্রথমতঃ এটা প্রথম ছবির মতই ছবি হবে। এটা শুধু বিশ মিনিট ধরে চলবে না, এটা চলবে একঘণ্টা। তাছাড়া নতুন আবিষ্কার হয়েছে, এমন কিছুও থাকবে, সেটা ক্লোজ-আপ।'

ওয়ারেনের মুখে না বোঝার ভাব দেখে ও বললো 'গ্রিফিথ নামে একজন এটা আবিষ্কার করেছে। এতে তোমাকে পর্দায় বড় করেই দেখানো হবে। ক্যামেরা তোমার উপরেই, তোমার মুখের উপরেই থেকে তোমার প্রতিটি ভাবভঙ্গী, শিল্পের প্রকাশ তুলে ধরবে, যেটা প্রতিটি দর্শকই লক্ষ্য করতে পারবে।

ক্রেগকে আগ্রহী মনে হলো। 'তার মানে ক্যামেরা শুধুই আমার উপরে থাকছে।' ও মনে মনে ভাবলো। কিন্তু তারপরেই মাথা ঝাঁকালো, 'না, জনি তুমি লোভ দেখাচ্ছো কিন্তু আমি পারবো না। কারণ এটা আমার নাট্যজীবন শেষ করে দেবে।'

'সারা বার্নহার্ড চলচ্চিত্রে ভয় পাচ্ছেন না,' জনি বললো, 'তিনি বুঝেছেন চলচ্চিত্র তাকে খ্যাতির শিখরে তুলে দেবে। এটা ভেবে দেখ, ওয়ারেন। ফ্রান্সে বার্নহার্ড আর আমেরিকায় ওয়ারেন ক্রেগ।'

জনির শেষের কথাটা ক্রেগের মনে লাগলো। ও জনির দিকে তাকালো, 'ঠিকই বলেছো। আমি ছবি করবো। কে কি ভাববে আমি গ্রাহ্য করবো না, এমন কি জন ড্রু'ও!'

৬ ॥

মে মাসের প্রায় শেষ। ছবি তৈরির গোড়ার সব কাজই শেষ। চিত্রনাট্য আর ভূমিকাও তৈরি। একমাত্র সমস্যা হলো কোন স্টুডিও জোগাড় করা। ওরা বহু স্বাধীন প্রযোজকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হয়েছে। এখন একমাত্র সম্ভাবনা কম্বাইনের কাছে যাওয়া। ওদের বহু বড় স্টুডিও রয়েছে, তাদের কয়েকটায় এই গ্রীষ্মে কাজ হচ্ছে না জানে জনি।

জনি কথাটা জোকে জানাতেই সে বললো, 'ওরা যদি দিতে অস্বীকার করে?'

'করবে না,' জনি আত্মপ্রত্যয় নিয়েই বললো, 'হতাশার ভাবটুকু ছাড়তে পারো না?'

কম্বাইনের অফিস ২৩ নং স্ট্রীটের এক বিশাল অট্টালিকায়। পিটার আর জনি আটতলার এক কামরায় প্রবেশ করতে এক মহিলা অভ্যর্থনা কারিণীর সম্মুখীন হলো।

ওরা জানালো ওদের মিঃ সীগেলের সঙ্গে সাক্ষাতকারের কথা আছে। মহিলাটি ওদের বসতে বলে ভিতরে প্রবেশ করলো।

জনি আর পিটার বসতেই পিটার বললো, 'আমার নার্ভাস লাগছে।'

'সহজভাবে নাও,' জনি বললো, 'আমাদের মতলবের কথা ওদের ঘুণাক্ষরেও জেনে ফেলার কথা নয়।'

মহিলাটি এবার ফিরে এসে ওদের সামনের ঘরে ঢোকার অনুরোধ জানালেন, 'মিঃ সীগেল আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।'

দরজায় লেখা ছিলো 'মিঃ সীগেল—প্রোডাকসান সুপারভাইজার!' ঘরে ঢুকতেই ওদের চোখে পড়ল বিরাট এক টেবিলের পিছনে উপবিষ্ট আছেন ছোট খাটো, মেদবহুল একজন মানুষ। লোকটির দুচোখে নীলাভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ওই চোখ দুটো দেখেই জনির এই প্রথম মনে হলো লোকটা আদৌ বোকা নয়। একে ঠকানো সহজ হবে না।'

মিঃ সীগেলই প্রথম কথা বললেন, 'আপনাদের জন্য কি করতে পারি ভদ্রমহোদয়গণ?'

পিটার সরাসরিই কথা বলতে চাইলো, 'ম্যাগনাম একটা সিরিয়াল ছবি তোলার জন্য স্লোকাম স্টুডিও তিন সপ্তাহের জন্য ভাড়া নিতে ক

মিঃ সীগেল চেয়ারে আরাম করে বসে বললেন, 'আপনারা আমাদের কাছ থেকে সাব-লাইসেন্স নিয়ে ছবি করছেন, আর দু রীলের বেশি করার অনুমতি আপনাদের নেই।'

জনি পিটারের দিকে তাকাতেই পিটার জবাব দিলো, 'এ প্রশ্ন কেন? আমরা কি করছি আপনারা জানেন।'

জনি বুঝতে পারলো কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে।

মিঃ সীগেল চেয়ার ছেড়ে পিটারের সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'মি কেসলার, আপনি নিশ্চিত শুধু এটুকুই আপনারা করতে চান?'

পিটার খসখসে স্বরে বলে উঠলো,' নিশ্চয়ই মিঃ সীগেল।'

'কিন্তু আমি শুনেছি আপনারা ছ রীলে ব্যাণ্ডিট নামে একটা ছবিই করতে চান।'

পিটার হেসে উঠলো, 'হাস্যকর কথা মিঃ সীগেল।'

সীগেল আবার নিজের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। 'আমি দুঃখিত মিঃ কেসলার স্লোকাম স্টুডিও খালি নেই।'

জনি লাফিয়ে উঠলো, 'বাজে কথা। আমি জানি গ্রীষ্মকালে কোন ছবি তোলা হচ্ছে না।'

'কোথা থেকে এ খবর পেয়েছেন জানিনা, মিঃ এজ। সে খবর ঠিক নয়।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি, মিঃ সীগেল,' পিটার বাধা দিলো, 'কম্বাইন ম্যাগনামকে সিরিয়াল ছবিও তুলতে দিতে চায় না।'

সীগেল তীব্রদৃষ্টিতে পিটারকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মিঃ কেসলার, ১লা জুন থেকে কম্বাইন ম্যাগনাম পিকচার্সকে ছবিই তুলতে অনুমতি দিচ্ছে না। সেকশন 'ক' ছয় ধারা অনুসারে আপনাদের লাইসেন্স বাতিল করা হলো।'

পিটারের মুখ ধূসরবর্ণ ধারণ করলো। আস্তে আস্তে ও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। 'তাহলে ধরে নিচ্ছি কম্বাইন একচেটিয়া অধিকোরের বশেই এটা করছে?'

আপনি যা খুশি ভাবতে পারেন, কম্বাইন শুধু চুক্তির ধারাই মেনে চলবে তবে আপনি শুধু দু রীলের ছবি করবেন কথা দিলে আপনার ব্যবসা বন্ধ করার অভিপ্রায় আমাদের নেই।'

জনি বুঝতে পারলো না পিটার কি করবে। সীগেল ওর ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখার একটা সুযোগ দিয়েছে। ওর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা তাই ধড়াস ধড়াস করে চলেছে টের পেলো জনি।

পিটার সীগেলের দিকে তাকালো। ও যা বলতে চাইছিলো সেটা না হয়ে বেরিয়ে এলো, 'ম্যাগনাম এমন কোন চুক্তি আপনাদের সঙ্গে করবে না যাতে আপনারা হুকুম করতে পারেন কোন ছবি তারা তুলবে, মিঃ সীগেল।

॥ ৭ ॥

সূর্যের আলো তীব্রভাবে ওদের চোখে আলোর ঝরণা জাগিয়ে তুলেছিলো পিটার আর জনি যখন কম্বাইনের অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো।

জনি বুঝলো এই গণ্ডগোলের মূলে ও নিজে। তাই ও বললো, 'আমি দুঃখিত পিটার। আমি বুঝতে পারিনি— ।'

পিটার বাধা দিলো, 'দুঃখিত হয়ো না, জনি। এটা তোমার দোষ নয়। আমিই করতে চেয়েছিলাম, দোষ আমার।' একটা সিগারেট ধরাতে চাইছিলো পিটার, কিন্তু হাত এমন কাঁপছিলো যে ও পারছিলো না। নিজেকে অসুস্থ লাগছিলো ওর—সবই শেষ হতে চলেছে। এতো তাড়াহুড়ো না করলেই হয়তো ভালো হতো।

জনি অন্য কথা ভাবছিলো—ও ভাবছিলো অন্য কোথাও ছবিটা তৈরি করা যায় কিনা।। হয়তো বর্ডেন সাহায্য করতে পারে। ও শুধু পিটারের দিকে তাকিয়ে বললো, 'চিন্তা কোরো না, বেজন্মার দলকে হয়তো এখনও ঠাণ্ডা করতে পারবো।'

জনি ঘরে ঢুকতেই জো মুখ খুললো। 'কি রকম—,' ও বলতে গিয়েই জনির মুখ দেখে থমকে গেলো।

জনি ক্রুদ্ধভঙ্গীতে বলে উঠলো, 'ওরা সবই জানতো। কোন বেজন্মারা মুখ বন্ধ রাখতে পারেনি। ওরা আমাদের লাইসেন্সও বাতিল করে দিয়েছে।'

জো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলো, 'এবার কি করবো আমরা?'

জনির মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। 'আমরা এ ছবি তৈরি করবোই ওদের শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।'

জনি এবার টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে বিল বর্ডেনের নম্বর চাইলো।

বর্ডেনের গলা ভেসে আসতেই জনি বললো, 'বিল, জনি বলছি। কম্বাইনের কাছে কোন সাহায্য পাইনি। তোমার দোকানটা দিতে পারবে?'

'উপায় নেই, জনি। আমি—আমি সাহায্য করতে চাইলেও পারছি না।'

'পিটার যখন ছবি তৈরি করবে বলেছিলো তখন সব ভালোই ছিলো কি বলো? তাহলে কম্বাইনের কাছ থেকে শুনেছো? জনি কড়া গলায় বললো।

'তোমরা কালো তালিকা ভুক্ত। তার অর্থ নিশ্চয়ই জানো?'

জনির পেট গুলিয়ে উঠলো। ও জানতো এর অর্থ ওদের যারা সাহায্য করবে তাদেরও লাইসেন্স বাতিল হবে।

জনি এবার বললো, 'পিটারকে কোন ভাবেই তাহলে সাহায্য করছো না?'

'আ—আমি জানি না,' বর্ডেন বললো। 'আমাকে ভাবতে দাও। কাল তোমাকে জানাবো।'

ফোন নামিয়ে জোর দিকে তাকালো জনি, 'আমরা কালো তালিকা ভুক্ত।'

জো উঠে দাঁড়ালো। 'আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি, জনি।'

'ধন্যবাদ জো। হয়তো এর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার পথ আছে। পিটারকে আমিই গোলমালে ফেলেছি, আমিই তাকে উদ্ধার করবো।'

সন্ধ্যের পরে পিটারের বাড়িতে ফোন করলো জনি।

এসথারের গলা শুনে ও বললো, 'জনি বলছি। পিটার কেমন আছে ?'

'মাথা ধরেছে, ও শোবার ঘরে।'

'চিন্তা কোরো না এসথার। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চিন্তা করিনি। বাবা বলতেন ঠিক বেঁচে থাকবো। পিটারের জন্যে ভেবো না। কিন্তু জনি, তুমি আবার এসব নিজের দোষ ভেবে অসুখ বাধিও না।'

কথাটায় জনির চোখে প্রায় জল এসে গেলো। ও কোন রকমে বললো, 'ভাববো না এসথার।'

ফোন নামিয়ে রেখে ও নিজের মনেই বললো, 'এমন মানুষদের নিয়ে আমি কি করবো ?'

॥ ৮

গ্রীষ্ম এগিয়ে চললে ওরা কোথাও ছবি তোলার মত জায়গা জোগাড় করতে পারলো না। প্রতিটি প্রযোজকের কাছে গিয়েও জনি কোন সাহায্য পেলো না। শুধু জুটলো শুষ্ক সহানুভূতি। অন্য দিকে কেউ-ই তাদের লাইসেন্স হারানোর ঝুঁকি নিতে চাইলো না।

আগস্টের শেষে প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখেই পৌছল ওরা। এক কপর্দকও ওদের ছিলো না। সকলেই সামান্য আহার করছিলো পিটারের বাড়িতে।

সবচেয়ে পরিবর্তন হতে দেখা গেলো জনির। ও কৃশ ছিলো, কিন্তু এখন ও হয়ে উঠেছিলো আরও কৃশ, টান টান। চোখ বসে গিয়েছিলো। কিন্তু চোখ দুটো এখনও যেন চাপা আগুন। জনি বারবার প্রযোজকদের কাছে যাতায়াত করতে থাকায় ওরা এবার ওকে এড়িয়েই চলতে শুরু

করলো। ওদের আইনজ্ঞ ইতিমধ্যেই বৃথাই ওদের কালো তালিকা ভুক্তির জন্য কম্বাইনের উপর অন্তর্বর্তী নির্দেশজারির চেষ্টা করে চলেছিলো। চুক্তির বয়ান অতি কৌশলেই তৈরি করেছিলো কম্বাইন। সব প্রচেষ্টাই তাই ব্যর্থ হলো।

পিটার, জনি আর জো ওদের অফিসে বসে ছিলো, তখনই ওয়ারেন শ্যাম শার্পের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো।

জনি ওকে দেখেই হাত বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'হ্যালো, ওয়ারেন।' ক্রেগ ওকে অগ্রাহ্য করেই পিটারকে বললো, 'মিঃ কেসলার, ছবিটা তৈরি করার জন্য আপনাকে একটা তারিখ জানাতে বলছি, না হলে আমি আপনাকে নোটিশ দেবো।'

'কিন্তু···কিন্তু আমি নিজেই জানি না কবে ছবিটা শুরু করতে পারব, মিঃ ক্রেগ।'

'তাহলে আপনাকে আমি নোটিশ দিচ্ছি,' ক্রেগ বললো।

'এতো তাড়াহুড়ো করো না, ওয়ারেন—,' শ্যাম বলতে গেলো।

'থামো, শ্যাম। এজন্য তুমিই দায়ী। আমাদের মঞ্চে অভিনয় এভাবে নষ্ট করতে পারি না আমি—।'

'এক মিনিট,' জনি উঠে দাঁড়ালো, 'ছবি শুরু না হলেও এজন্য তুমি দু-হাজার ডলার হিসেবে মাসে মাসে পেয়ে চলেছো, নয় কি ?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে, এবং সেটা তোমাকে মেনে চলতেই হবে।'

'জনি,' চেঁচিয়ে উঠলো পিটার, 'ওকে যেতে দাও, কি লাভ হবে আটকে রেখে ?'

'ওকে আমরা ছ' হাজার ডলার দিয়েছি।'

'তাকে কি ? ঠিক আছে, মিঃ ক্রেগ আপনি যেতে পারেন,' পিটার বলে উঠলো।

শার্প একটু থেমে বললো, 'আমি দুঃখিত, জনি। আমি আমার কমিশনের টাকা কাল ফিরিয়ে দেবো।'

জনি ওর দিকে তাকালো, 'তা হয় না। দোষ তোমার নয়।'

'ও ছবিতে অভিনয় করলেই সেটা আমার পাওনা হতো, জনি।' ছোট খাটো মানুষটি করমর্দন করে বিদায় নিলো।

জনি ওর গমন পথের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সত্যিকারের একজন মানুষ।'

পিটার ক্লান্তভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো। আমি জানি না তোমাদের টাকা কিভাবে ফেরত দেবো।'

জনি ওর কণ্ঠস্বর খুঁজে পেলো, 'আমি কোন টাকা পাই না তোমার কাছে।'

জোও বলে উঠলো, 'আমিও না।'

জোর করমর্দন করে জনিকে জড়িয়ে ধরলো পিটার। দুজনের চোখে জলের ধারা নামলো।

'জনি, নিজেকে দোষ দিও না তুমি তো সকলের চেয়েই বেশি চেষ্টা করতে চেয়েছো.' পিটার বলে উঠলো।

'আমরা আবার দাঁড়াবো, পিটার,' ও বলে উঠলো।

'আমি নয়, তুমিই পারবে, আমি শেষ হয়ে গেছি।'

জো মাঝখান থেকে বলে উঠলো, 'আজ মদ খেয়ে মাতাল হবো আমি। চলো—।'

॥ ৯ ॥

এ অভিজ্ঞতা জনির কাছে নতুনই। জোর সঙ্গে পানশালায় বসে ও ক'পাত্র পান করেছিলো মনে রইলো না ওর। প্রথম পানশালা, পানশালায় অগ্রিম দাম না দেওয়ায় দুজনকে যে বের করেও দেওয়া হয় সেটাও ওর মনে ছিলো না।

জনির মাথা টেবিলেই রাখা ছিলো। পাথরের শীতল ভাবটুকু ওর গালে ঠাণ্ডা স্পর্শ জাগিয়ে তুলছিলো। কেউ ওকে টেনে তুলতে চাইলেও ও উঠতে চাইছিলো না।

জো এবার ওর পাশের ব্যক্তির দিকে তাকালো, 'ও নেশাগ্রস্ত, অ্যাল।'

'এজন্য তুমিই দায়ী, ও এখনও বালক মাত্র,' অ্যাল স্যান্টোস বলে উঠলো।

জো আবার ঝুকে পড়লো, 'উঠে পড়ো, জনি, অ্যাল, সারারাত তোমার খোঁজ করেছে।'

জনি একবার তাকিয়েই অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, 'আমি দুঃখিত, পিটার, সবই আমার দোষ।'

অ্যাল জোর দিকে তাকালো, 'কিসের জন্য দুঃখিত ও জো?'

'ওর কথা মত একটা ছবি বানাতে গিয়ে আমরা সব খুইয়েছি। তারপর থেকেই ও এই কথাটা বলে চলেছে।'

'সব কথা আমাকে বলো,' বলেই অ্যাল, জোকে একটা টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে গেলো।

জোর কাহিনী শুনতে শুনতে অ্যাল স্যান্টোসের মনে পড়ে গেলো জনিকে ও যে সময় প্রথম দেখেছিলো। ওর বাবা মা কার্নিভালের এক তাঁবুতে আগুন লেগে মারা যায়। মৃত্যুপথ যাত্রী ওয়াল্টার এজের শেষ অনুরোধ মনে পড়লো স্যান্টোসের, 'ওকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম, অ্যাল, জনিকে তুমি দেখো...'।

জনিকে তখন থেকেই ছেলের মত মানুষ করেছে স্যান্টোস। নিজে বিয়ে করার সময়ও ও পায়নি। জনি পরে ওর কার্নিভাল ছেড়ে চলে গেলে বাধা দেয়নি স্যান্টোস। ও যা চায় তাই করুক।

আজ দীর্ঘদিন পরে হঠাৎই আবার ওকে খুঁজে পেলো ও।

জোর কাহিনী শেষ হলে অ্যাল বলে উঠলো, 'জনিকে তোল, ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

পরিবেশনকারীকে দিয়ে এক বালতি জল আনিয়ে জনির মাথায় ঢালতে ঢালতে হেসে উঠলো জো, 'উঠে পড়ো, জনি, আমাদের বন্ধু অ্যাল এসেছে।'

॥ ১০ ॥

কিছুতেই ঘুম আসছিলো না পিটারের। ও বিছানায় ছটফট করে চলেছিলো। ও যদি সীগেলের প্রস্তাব মেনে নিতো এ অবস্থায় পড়তে হতো না, জনিও বাধা দিতো না; অপরাধ তাই জনির নয়, সম্পূর্ণ ওর নিজের।

পাশেই শুয়ে ছিলো এসথার, সেও জাগ্রত।

অনেক, অনেকক্ষণ পরেই দুজনের চোখে ঘুম নেমে এলো।

ওদের ঘুমের মধ্যেই টেলিফোনটা বাজতে শুরু করতে এসথারের ঘুম ভেঙে গেলো। ও পিটারকে ঠেলে দিতে সে রিসিভার তুললো।

'হ্যাল্লো?'

ও প্রান্ত থেকে জনির গলা ভেসে এলো, 'পিটার, উঠেছো? সব ঠিক হয়ে গেছে। আমরা ছবিটা তৈরি করবো।'

'তুমি নেশা করেছো। যাও, বাড়ি গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করো।'

'নেশা করেছিলাম ঠিকই, পিটার,' জনি বললো। 'এখন ঠিক আছি। ছবি তৈরি করতে পারবো এবার।'

পিটার টানটান হয়ে গেলো। ঠিক বলছো?'

'না হলে ভোর চারটের সময় কেউ ফোন করে? এখন ঘুমোও, বেলা আটটায় স্টুডিওতে আসছি,' ফোন ছেড়ে দিলো জনি।

পিটার বলে উঠলো, 'জনি। জনি!'

ফোনে কোন সাড়া মিললো না।

এবার এসথারের দিকে তাকালো পিটার, 'পাগল ছেলেটার কথা শুনেছো ?'

এসথার উত্তেজনার সঙ্গে বললো, 'শুনেছি।'

দুহাতে ওকে জড়িয়ে পিটার চুম্বন করে বলে উঠলো, 'দারুণ খবর, নয় ?'

হেসে উঠলো এসথার। 'এই—ছাড়ো, ছাড়ো কি ভাববে বলতো সবাই ! ভাববে আমরা নতুন বিয়ে করেছি··· ।'

১১

পিটার স্টুডিওতে প্রবেশ করেই দেখলো জনি উত্তেজিতভাবে ছোটখাটো গাঢ় রঙের জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে চলেছে।

পিটারকে দেখেই লাফিয়ে উঠলো জনি। 'পিটার, এই হলো অ্যাল স্যান্টোস,' ও বললো।

দুজনে করমর্দন করতেই জনি আবার বললো, 'অ্যাল ওর ওখানেই আমাদের ছবি তুলতে দিচ্ছে।'

হাসলো পিটার, 'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম, মিঃ স্যান্টোস।'

'আমার নাম অ্যাল, মিস্টার ফিস্টার নই।'

পিটার আবার হাসলো। এমন লোকের সঙ্গেই ও কথা বলে আরাম পায়। 'চমৎকার, অ্যাল, তোমার স্টুডিও ব্যবহার করতে দিচ্ছো জেনে আনন্দিত।'.

জনি বাধা দিলো। 'ওর স্টুডিও আছে কে বললো ?'

'মানে ?' ধাঁধায় পড়ে গেলো পিটার।

'স্টুডিও নয়, ওর বাড়িতেই। সেখানে প্রচুর জায়গা। ওটা ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

'কিন্তু আমাদের টাকা কোথায় ?' হতাশ হলো পিটার।

'এখন আছে। অ্যাল ধার দিচ্ছে।' হাসলো জনি।

পিটার অ্যালের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাদের কোন বন্ধক রাখার মতও কিছু নেই।'

অ্যাল পিটারকে একবার জরিফ করে নিলো। ও জনির কাছে ওর সম্পর্কে আগেই শুনেছিলো। অ্যাল বুঝলো সত্যিকার ভদ্রলোক এই পিটার কেসলার। ও তাই বললো, 'সব নিরাপত্তাই আমার আছে পিটার। জনিকে ঢের দিন ধরেই আমি চিনি। আমাকে ছেড়ে যখন তোমার কাছে কাজ করতে এসেছে তখনই আমি জেনেছি তুমি কি রকম মানুষ।'

'তোমারই কার্নিভাল আছে ?' পিটার প্রশ্ন করলো।

'আছে নয়, ছিলো.' অ্যাল জবাব দিলো। 'এখন অবসর নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি আমার ভাইয়ের আঙুর আর কমলালেবু বাগিচায়। সারা জীবন ধরে কার্নি নিয়ে বহু জায়গা ঘুরেছি। দেখলাম, মানুষ এই ছবি দেখার জন্য পাগল। তাই আমারও আগ্রহ জেগেছে। কিন্তু আর কথা নয়। আমি বিশ্রাম করতে হোটেলে চললাম। পরে বাকি কথা হবে।'

অ্যাল বিদায় নিতেই পিটার বললো, 'ক্যালিফোর্নিয়া! সেতো অনেক দূরে। তিন হাজার মাইল! এসথার আর বাচ্চাদের কার কাছে রেখে যাবো ?'

'রেখে যাবো ? কেন, ওরাও সঙ্গে যাবে', জনি বলে উঠলো।

'কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় যে ইণ্ডিয়ানরা···,' পিটার বলতে গেলো।

'ইণ্ডিয়ান!' হো হো করে হেসে উঠলো জো। ওর চোখ দিয়ে হাসতে হাসতে প্রায় জল বেরিয়ে এলো।

ক্যামেরা আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি গোছানো হয়ে গেলে জনি শ্যা

শার্পের সঙ্গে দেখা করতে অফিসে গেলো। ওর ইচ্ছা ছিলো ক্রেগকে যেতে রাজি করানো।

জনি ঢুকতেই ডেস্কের পাশ থেকে জেন বলে উঠলো, 'ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বয়ং হাজির! ছবির ব্যবসা কেমন?'

আহত হওয়ার দৃষ্টিতে জনি তাকাতেই জেন উঠে এসে ওর হাত ধরলো।

'তোমায় আঘাত দিতে চাইনি, জনি।'

'তোমার নয়, দোষ আমারই জেন। শ্যামের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আছে?'

'আছে। চলে যাও ও-ঘরে।'

জনিকে দেখেই শ্যাম উঠে দাঁড়ালো।

'এবার ছবিটা করছি, শ্যাম। ক্রেগকে চাই, তাকে চুক্তি রক্ষা করতেই হবে।'

'কিন্তু কোথায়? তাছাড়া কালই বলেছিলে—।'

'ক্যালিফোর্নিয়ায়। ছবির ব্যবসায় কাল বলে কিছু নেই, শ্যাম। সবই আজ।'

'ক্রেগ পছন্দ করবে না, তবে ওকে ঠ্যাঙ ধরেই টেনে নিয়ে যাবো,' হেসে উঠলো শ্যাম শার্প।

পাঁচ কান হওয়ার ভয়ে একমাত্র বর্ডেন আর পাপাসকে ছাড়া আর কাউকেই ওরা কথাটা জানায়নি। অ্যাল স্যান্টোস ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখার কথা দিয়েছে। শুধু দারুণ উত্তেজিত হয়েছে ডোরিস। ক্যালিফোর্নিয়া সম্বন্ধে ও যত পারছে বই পড়তে শুরু করেছে।

ওদের যাত্রা করার দুদিন আগে ফোন বেজে উঠতেই জনি সেটা

ধরলো। বর্ডেন ফোন করছিলো। 'পিটার আছে?' উত্তে গলায় সে বললো।

'না,' জনি হাসলো, 'কি ব্যাপার?'

'কম্বাইন তোমাদের বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছে আজ সকালেই।'

'আজ সকালে?' জনি চেঁচিয়ে উঠলো। ও জানে আদালত রায় দিলে কম্বাইনের লাইসেন্স করা কোন যন্ত্রপাতিই ওরা নিতে পারবে না। 'আমরা শুক্রবার যাচ্ছি,' ও বললো।

'ওরা রায় পেলে পারবে না,' বর্ডেন বললো, 'পারলে আজই যাও।'

জনি ফোন নামিয়ে রাখলো। বেলা এগারোটা বাজে। আজই যেতে হলে অভিনেতাদের জানাতে হবে। জিনিসপত্র নিয়ে টিকিটও বদলে নিতে হবে।

আর আজ রাতে যেতে না পারলে ওরা ডুববে।

।। ১২

জোর খোঁজে স্টুডিওতে ঢুকলো জনি। সে বিয়ারের গ্লাস হাতেই দাঁড়িয়েছিলো।

'কি ব্যাপার?' জো প্রশ্ন করলো।

'ছাত ভেঙে পড়তে শুরু করেছে জো। আমাদের আজ রাতেই রওয়ানা হতে হবে,' জনি সব কথা খুলে বললো।

'অসম্ভব, আজ রাতে হতেই পারে না,' জো বলে উঠলো।

'হতেই হবে,' দৃঢ়স্বরে বললো জনি। টিকিট বদলানোর দায়িত্ব তোমার', ও টিকিট এগিয়ে ধরলো।

জো চুপচাপ বেরিয়ে যেতেই ফোন তুললো জনি। এসথার ফোন ধরতেই ও বললো, 'এসথার, পিটার আছে?'

'না। সে তো স্টুডিওয় যাবে বলে বেরিয়েছে। কিছু হয়েছে?' এসথার বললো।

'অনেক কিছুই ঘটেছে। আজ রাতেই আমাদের রওয়ানা হতে হবে তৈরি হতে পারবে?'

'চেষ্টা করবো, জনি।'

'তাহলে সোজা স্টেশনে আসার ব্যবস্থা করো।'

এসথারের পর বর্ডেনকে ফোন করলো জনি।

'হ্যাল্লো, বর্ডেন, পিটারকে দেখেছো?' ও প্রশ্ন করলো?

'না, শোনো, কম্বাইন আদালতের আদেশ পেয়ে গেছে। ওরা পিটারের কাছে সেটা দিতে তৈরি। কোনভাবেই সে যেন বাড়িতে না যায়। তাহলে তোমরা যেতে পারবে না।'

'কিন্তু পিটার যাবে কোথায়?' জনি বললো।

'ওকে একবার সিনাগগে খোঁজ করতে পারো.' বর্ডেন জানালো।

এরপর শ্যাম শার্পকে ধরলো জনি।

'শ্যাম, কেউ কম্বাইনকে জানিয়ে দিয়েছে, তাই আজ রাত্রিতেই শহর ছাড়ছি আমরা। ক্রেগকে আনতে পারবে?'

'চিন্তা কোরো না. জনি,' শ্যাম জানালো, 'ওকে ট্রেনে আমিই নিয়ে যাবো।'

সিনাগগ ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই জনির মুখোমুখি হলো পিটার।

'পিটার, দারুণ বিপদ। আজ রাতেই আমাদের রওয়ানা হতে হবে,' জনি বলে উঠলো।

'আজ রাতে?' বিহ্বল হয়ে উঠলো পিটার।

'হ্যাঁ। কম্বাইন তোমার বিরুদ্ধে আদালতের রায় পেয়েছে। ওরা সেটা তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারলে আমরা শেষ।'

'হা ভগবান! এসথারকে জানাতে হবে,' পিটার বলে উঠলো।

'না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি। সে বাচ্চাদের নিয়ে স্টেশনে আসছে।'

'যন্ত্রপাতি?'

'জো সব ব্যবস্থা করেছে।'

'আমাকে অফিসে যেতেই হবে। দেরাজে চিত্রনাট্য রয়ে গেছে।'

জনি ওকে আটকালো, 'তুমি সেখানেও যেতে পারবে না। ওরা হয়তো সমন নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমরা ট্রেনে যাচ্ছি।'

এসথারই প্রথম ওদের আসতে দেখলো। ও পিটারকে দেখে গিয়ে দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না ঝরা গলায় বলে উঠলো, 'পিটার!'

জনি জোর দিকে তাকালো, 'সকলে এসে গেছে?'

'সব্বাই, শুধু ক্রেগ ছাড়া,' জো হাসি মুখে উত্তর দিলো।

'ও আটকালো কি জন্য তাই ভাবছি,' জনি বললো।

'জনি', কেউ বলে উঠতেই জনি তাকিয়ে শ্যাম শার্প আর জেনকে আসতে দেখলো।

'ক্রেগ কোথায়?'

'সে আসছে না, জনি। ক্রেগই কম্বাইনকে তোমাদের সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে বলেই ওরা জানতে পেরেছে,' শ্যাম বললো।

'কুত্তীর বাচ্চা!' জনি খিঁচিয়ে উঠলো। 'সে কোথায়?'

'আমার অফিসে,' শ্যাম বলে উঠলো।

'শয়তানকে তাহলে আটকাতেই হবে। না হলে ও আমাদের রওয়ানা হওয়ার কথা ওদের বলে দেবে।' জনি দৌড়তে গেলো।

ওর হাত ধরে থামালো শ্যাম। 'দাঁড়াও, জনি। ও বলতে পারবে না। আমার এতো রাগ হয় যে ওকে দু-ঘা কষিয়ে দিয়েছি।'

'কি!' জনি অবিশ্বাসভরেই তাকালো, কারণ ক্রেগ শ্যামের প্রায় দুগুণ আকারেরই।

'আমি ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতেই জেন চেপে ধরে বেঁধে ফেলেছে।'

'এক টুকরো দড়িতে,' জেন বলে উঠলো।

হা হা করে হেসে উঠলো জনি। এমন অদ্ভুত কাণ্ডের কথা ও জীবনে শোনেনি। ও তাই বলে উঠলো, 'চলো, আমাদের দুজন দেহরক্ষী দরকার।'

রাত্রির বুক-চিরে ট্রেন ছুটে চলেছে। জনি জানলার বাইরে তাকাতেই ওর চোখে পড়ল উষর, বন্ধুর, গ্রাম্য এলাকা। ওর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলো ডোরিস। ঘুম জড়ানো গলায় ডোরিস বলে উঠলো, 'ক্যালিফোর্নিয়া কি সুন্দর জায়গা, তোমার ভালো লাগবে, জনি কাকু।'

ডোরিস ঘুমিয়ে পড়তেই পিটার জনিকে ডাকলো। 'জনি, আজ কোথায় গিয়েছিলাম তোমায় বলিনি কেন জানো? আজ বাবার মৃত্যুবার্ষিকী।'

'আমি দুঃখিত, পিটার, জানতাম না।'

এক সপ্তাহ পরে গাড়িতে সকলে অ্যাল স্যান্টোসের খামারের দিকে চলেছিলো। কিছুক্ষণ পরে চৌমাথায় পৌঁছতেই একটা ছোট্ট সাইন-বোর্ড ওদের চোখে পড়লো।

'ওটায় কি লেখা আছে?' পিটার প্রশ্ন করলো।

'হলিউড,' জনি জবাব দিলো। 'স্যান্টোসের বাড়ি এখানেই।'

'ক্যালিফোর্নিয়া!' আপন মনেই বলে উঠলো পিটার। 'চিত্রনাট্য নেই। খরচ পঁচিশ শো ডলার। নায়ক নেই। খরচ ছ'হাজার ডলার। ফুঃ!'

জনি হেসে উঠতেই পিটারও হেসে ফেললো।

'কি দিয়ে ছবি তুলবো? কমলালেবু দিয়ে?' ও বলে

পরবর্তী ঘটনা

১৯৩৮

বুধবার।

হাত-ঘড়ির দিকে তাকাল'ম। প্রায় পাঁচটা। ভোরের ধূসর আলো ক্রমশঃ সোনালী হয়ে উঠছিলো। ডোরিসের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এবার একটু ঘুমিয়ে নাও, প্রিয়া।'

গভীর চোখ মেলে তাকালো ও, 'ঘুম পাচ্ছে না'।

জনির অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ে গেলো। ডোরিস আমাকে প্রশ্ন করতো, 'জনি কাকুর ঘুম পায়নি?' উত্তরটা পিটারই দিয়ে দিতো: 'জনি কখনও ঘুমোয় না। ওর ব্যাঙ্কে টাকা আছে!'

শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লো ডোরিস। 'ঠিক আছে, জনি কাকু,' ছোট্ট মেয়ের মতই দুষ্টুমি করে ও বলে উঠলো, 'কাল এসে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করবে, কেমন? কখনও আমায় ছেড়ে যেও না জনি।'

আমি ওকে কাছে টেনে চুম্বন করলাম। দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো ও। ওর নরম আঙুল আমার গালে খেলা করতে চাইছিলো। আস্তে আস্তে বললাম, 'আর কখনও নয়, প্রিয়তমা।'

পায়ে পায়ে উপরে উঠে গেল ডোরিস। ততক্ষণে আকাশে ঝলমলে আলো ছড়িয়ে পড়েছে, বাতাসেও বেশ ঠাণ্ডা আমেজ। ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখলাম পাঁচটা বেজে গেছে, বাড়ি গিয়ে ঘুমোবার সময় আর নেই।

পায়ে পায়ে বাইরে এসে একটা গাড়ি ভাড়া করে বললাম, 'ম্যাগনাম স্টুডিও।'

স্টুডিওয় পৌঁছে গেটে ঘণ্টা বাজাতেই দরোয়ান দরজা খুলে একটু অবাক হয়েই তাকালো। 'আপনি এত সকালে, মিঃ এজ?' ও প্রশ্ন করলো।

'হঠাৎ এসে পড়লাম,' বলেই ভিতরে প্রবেশ করলাম।

নিজের অফিসে পৌঁছে একটা বুরবোঁর বোতল খুললাম। আচমকা আমার মনে বহু পুরনো স্মৃতির টুকরো জেগে উঠলো।

জো টারনার প্রায় বিশ বছর হলো মারা গেছে। তবুও মনে হলো ওর সেই ভরাট গলার অট্টহাসি শুনতে পাচ্ছি।

মনে পড়লো প্রথম ব্যাণ্ডিটের প্রিন্ট নিয়ে যখন নিউ ইয়র্কে এসেছিলাম। পিটার আসতে পারেনি। কারণ ওর বিরুদ্ধে কম্বাইনের সেই মামলার তখনও নিষ্পত্তি হয়নি। প্রথম প্রদর্শন হয়েছিলো বিল বর্ডেনের স্টুডিওতে। স্বাধীন প্রযোজকদের সাহসও বেড়ে গিয়েছিলো কারণ ফক্সের মামলা ওদের পক্ষেই নিষ্পত্তি হতে চলেছিলো।

স্টুডিও ভিড়ে উপচে পড়েছিলো। দলে দলে নানা প্রান্তের প্রদর্শকরা ছবির প্রিন্ট নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের চেক জমা দেবার জন্য দারুণ পীড়াপীড়ি শুরু করেছিলো।

আমি এ রকম অভাবিত সাফল্য কল্পনাও করতে পারিনি। ইতিমধ্যেই জমা পড়েছিলো চল্লিশ হাজার ডলার।

মধ্য রাত্রির আগেই ফোনে পিটারের সঙ্গে কথা বলছিলাম, 'পিটার চল্লিশ হাজার ডলার পেয়েছি। শুনেছো, চল্লিশ হাজার ডলার?'

'ওরা ছবিটা পছন্দ করেছে, জনি?' পিটারের গলা ভেসে এলো।

'ওরা পাগল হয়ে উঠেছিলো,' আমি বললাম। 'ছবিটা শেষ হোক কেউ চায়নি। ওদের যদি একবার দেখতে, পিটার!'

'আমি আগেই বলেছিলাম। ছ'রীলের বদলে সাত রীল করো।' পিটার জানালো।

আমি হাসলাম। মনে পড়ে যাচ্ছিলো দু'রীলের বদলে ছ'রীল ছবি তোলায় পিটার কত আপত্তি জানিয়েছিলো।

আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল বর্ডেন। বহু স্বাধীন প্রযোজকও কথা বলে চলেছিলো। একজন বললো: 'আমরা কিভাবে ছবি তুলতে

পারি? পিটার কেসলারের মত বন্ধু-বান্ধব আমাদের নেই যে সবাই ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে ছবি তুলবো।'

হঠাৎ সব যেন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো আমার কাছে। সব উত্তরই আমার জানা হয়ে গেলো।

'কেন নয়, ভদ্র মহোদয়গণ?' আমি ওদের মাঝখানে গিয়ে বললাম, 'আপনারা সকলেই ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে ছবি তুলছেন না কেন?'.

'কি বলছেন?' একজন প্রশ্ন করলো।

ওদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্যই একটু চাপাস্বরে বলতে চাইছিলাম, 'ভদ্রমহোদয়গণ, ম্যাগনামের দূরদৃষ্টির অভাব নেই। এটা জানাই ছিলো 'ব্যাণ্ডিটের' প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারীই হবে। কেসলার আমাকে জানিয়েছেন তার পাওয়া সমস্ত সুযোগই তিনি আপনাদের মত শুভানুধ্যায়ীদের দিতে ইচ্ছুক—ক্যালিফোর্নিয়ায় ছবি করতে দিতে। সারা বছর ধরেই, মনে রাখবেন! ম্যাগনামের প্রায় এক হাজার জমি হলিউডে আছে, সেখানে একশটা স্টুডিও গড়ে তোলা যায়।

'পিটারের ইচ্ছা হলিউড পৃথিবীর চলচ্চিত্র-শিল্পের রাজধানী হয়ে উঠুক। সে তাই আমাকে অধিকার দিয়েছে, আপনাদের চিরকালীন সহযোগিতা আর সাহায্যের বদলে তার কেনা দামে যত ইচ্ছে জমি আপনাদের বিক্রী করতে। দাম নামমাত্র, একশ ডলার প্রতি একর। পছন্দ না হলে মূল্য ফেরতেরও গ্যারান্টি।'

অন্যান্য সকলের মত বর্ডেনও আশ্চর্য হয়ে গেলো। ও বলে উঠলো 'কই, এ কথা আমাকে তো জানাওনি?'

'দুঃখিত, বিল, পিটার এইমাত্র কথাটা প্রকাশ করার কথা জানিয়ে ছিলো।' বললাম।

সকলের দিকে তাকাতেই বুঝলাম সকলেরই মনে লেগেছে প্রস্তাবটা। বর্ডেনই প্রথম ফাঁদে পা রাখলো। ও একটা কলম বের করে চেক লিখতে লিখতে বললো, 'আমার পঞ্চাশ একর চাই।'

এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যে জমি নেই সেগুলো যাট হাজার

ডলারে বিক্রী করে ফেললাম। বর্ডেনকে কিনতে দেখে বাকিরাও যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো।

ভোর তিনটের সময় হোটেল থেকে আবার ফোন করলাম পিটারকে।

'পিটার জনি বলছি। আমি এইমাত্র ষাট হাজার ডলারের জমি বিক্রী করেছি। তোমাকে এখনই জমি কেনার ব্যবস্থা করতে হবে!'

'হা ভগবান,' ও চিৎকার করে উঠলো, 'তুমি কি আমাদের সবাইকে জেলে ঢোকাবে?'

'শান্ত হও। না করে উপায় ছিলো না। জোঁকগুলো সকলেই ক্যালিফোর্নিয়ায় যেতে চায়। ওখানে প্রতি একর জমির দাম কত?'

'সেটা কেমন করে জানবো?' কাঁপা গলায় বললো পিটার।

'ওখানে অ্যাল আছে? তাহলে তাকেই প্রশ্ন করো।'

ফোনটা ধরে রাখার কিছুক্ষণ পরে আবার পিটারের গলা শুনতে পেলাম: 'অ্যাল বলছে প্রতি একর পঁচিশ ডলার।'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়লো আমার। 'তাহলে এখনই হাজার একর কিনে ফেলো। তাতে লাগবে পঁচিশ হাজার ডলার। লাভ থাকবে পঁয়ত্রিশ হাজার তাতেই আমাদের স্টুডিও বানাতে পারবো।'

অপর প্রান্তে খানিক নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

'জনি,' পিটার আস্তে আস্তে বললো, 'তুমি একটা ডাকাত। তবে দারুণ চালু ডাকাত!'

জানলার কাছ থেকে সরে এসে আমার ডেস্কের পিছনে বসলাম। বহুদিন আগেরই ঘটনা তবুও মনে হচ্ছে যেন গতকালের। হলিউড তৈরি হয়েছে ঠকানোর উপর আর তা বদলায় নি শুধু গতকালের ঠগেরা তাদের প্রভুদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে চাইছে। আজকের এই ঠগবাজেরা শুধু পরস্পরের উপরেই তাদের কাজের দক্ষতার প্রমাণ রাখেনি, সারা দুনিয়াই তাদের লীলাক্ষেত্র।

আমার দুচোখ ক্লান্তিতে জ্বালা করছিলো। ভাবলাম দুচোখ বুজে ওদের একটু বিশ্রাম দেব।

কথাবার্তার অস্পষ্ট শব্দ আমার কানে এসে লাগছিলো। মাথা ঘুরিয়ে নিলেও সেটা শোনা যেতে চাইলো। চোখ খুলে তাকালাম। সারা দেহে অসহ্য একটা ব্যথা। কখন ওই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখলাম বিকেল সাড়ে তিনটে। সারাদিনই ঘুমিয়েছি।

তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে নিতেই দেয়ালের মধ্য দিয়ে কানে এলো গর্ডনের কণ্ঠস্বর।

'আমি দুঃখিত ল্যারী, ভেবে পাচ্ছি না এতে কিভাবে রাজি হব। জনির সঙ্গে আমার চুক্তি হলো আমি সব প্রোডাকসনের দায়িত্বে থাকবো। তোমার কথা মত বদলালে গোলমেলে হয়ে যাবে।'

থমকে গেলাম—গর্ডনের অফিসে কিছু একটা চলেছে যেটা জানা দরকার। দরজা খুলে তাই ঘরে ঢুকলাম। গর্ডন ওর ডেস্কের পিছনে ক্রুদ্ধভঙ্গীতে উপবিষ্ট। ওর সামনে বসেছিলো রনসেন আর ডেভ রথ। রনসেনের মুখ বরাবরের মতই ভাবলেশহীন। ডেভকে দেখে মনে হয় একটা বিড়াল যেন সবেমাত্র কানারী পাখি শিকার করেছে।

ওরা আমার দিকে তাকাতেই ওদের মুখে নানা ভাবের রঙ জেগে উঠলো। গর্ডনের মুখে স্বস্তি, রনসেনের বিরক্তি, রথের ভীতি। আমি হাসলাম। 'ব্যাপার কি সব ? একটু ঘুমোতেও দেবে না ?'

শুধু গর্ডন হাত বাড়ালো, 'হাই, এখানে কি করছো ? ভেবেছিলাম তুমি নিউ ইয়র্কে।'

'আমি গত রাতে পিটারকে দেখতে এসেছি' এবার রনসেনের দিকে তাকালাম, 'তোমাকে এখানে আশা করিনি, ল্যারী।'

ও আমার মনোভাব বুঝে নেওয়ার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেললো তবে

সফল হলো না। ওর মতই আমার মুখ ভাবলেশবিহীন। 'তুমি চলে এলে এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য আসতে হলো।'

মুখে আগ্রহ জাগিয়ে তুললাম। 'বটে? কি সেটা?'

'স্ট্যানলি ফারবারের কাছ থেকে খবর পাই,' ও জবাব দিলো, —আমি বুঝতে পারছিলাম আমার হঠাৎ উপস্থিতি ওর শান্তভাবটায় ফাটল ধরিয়েছে। ও যেন কথা পেতে চাইছিলো—'সে প্রস্তাব করেছে ডেভকে এখানে কর্তৃত্বে রাখতে, তাহলে বাড়তি এক মিলিয়ন ডলার সে ধার দেবে।'

এবারই প্রথম ডেভ রথের দিকে তাকালাম। তবে কথা বলতে চাইলাম রনসেনের সঙ্গে 'আমি স্ট্যানলিকে জানি। তার আশ্রিতকে প্রোডাকসনের কর্তৃত্বে রাখার ক্ষেত্রে সে আরও কিছু চাইবে।'

'হ্যাঁ—মানে, স্বাভাবিক ভাবেই কিছু মালপত্র বন্ধক রাখতে হবে,' রনসেন বললো।

আমি আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে সায় দিতেই রনসেন আবার বলে উঠলো প্রস্তাবটা ভালো মনে করছো?' ওর আগ্রহ চাপা রইলো না।

'অন্ততঃ আমি বলিনি গ্রহণযোগ্য নয়,' বললাম, 'তবে এক মিলিয়ন অনেক টাকা। একবার গ্রহণ করার অর্থ ফাঁদে পা রাখা। নাট্যমঞ্চে অভিজ্ঞ, ও জীবনে ছবি তোলেনি। যদি ও ব্যর্থ হয়?'

ডেভের দিকে তাকাতেই দেখলাম ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম, 'রাগ কোরোনা, ডেভ। তবে এটাই বাস্তব। থাক, বাকি কথা কাল বললে কেমন হয়?' চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ল্যারীর মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে।

মনে মনে হেসে বেরিয়ে এলাম। দাড়ি কামাতে হবে।

ঘরে ফিরে আসতেই দেখলাম গর্ডন আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

'কি ব্যাপার, খোকা?' আমি বললাম, 'শরীর ভালো নেই?'

গর্ডন একরাশ অভিশাপ বর্ষণ করলো।

আমি সহজ হাসিতে বললাম 'আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান সম্পর্কে তোমার ধারণা ভালো নয় মনে হচ্ছে।'

গর্ডনের মুখ লাল হয়ে উঠলো। 'লোকটা বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব না করে স্টুডিওর ব্যাপারে নাক গলাতে চায় কেন?' গর্জন করে উঠলো ও।

এগিয়ে গিয়ে ডেস্কের পিছনে বসে বললাম, 'তোমার অবশ্যই জানা আছে ও একটা লোভী, ছবির ব্যবসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ও চায় শুধু টাকা। ও ভেবেছিলো ছবির ব্যবসাতে টাকা আছে—কিন্তু যখন দেখলো সেটা সহজ নয় তখনই অন্য কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছে।'

গর্ডন আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো, 'তোমার কোন পথ জানা আছে?'

'নিশ্চয়ই,' হেসে বললাম। 'আমি চুপচাপ বসে থেকে ওকে মাথা খুঁড়তে দেবো। শেষ পর্যন্ত ও বাপির কাছেই আসবে।'

ওকে সন্দিহান মনে হলো। 'একগুঁয়ে বেজন্মা' ও বলে উঠলো। 'ও ফারবারকে নেওয়ার জিদ ধরলে কি হবে?'

আমি সহসা জবাব দিলাম না। রনসেন চাপ দিলে আমার করার কিছুই থাকবে না তাহলে আমি শেষ। হয়তো সেটাই ভালো হবে। ত্রিশটা বছর এখানে কাটিয়েছি, যথেষ্ট টাকাও করেছি আর ভাবতে চাই না। চুপচাপ আড়ালে গিয়ে সবই ভুলতে চাই। কিন্তু ব্যাপারটা অতো সহজ নয়। আমার জীবনের সেরা অংশই এর মধ্যে ঢেলেছি, এতো সহজে তাই ছাড়তে পারি না।

'ও জিদ ধরবে না,' বললাম, 'ওর সঙ্গে কথা বলার পর আমেরিকার টাঁকশাল দিলেও ও ফারবারকে নিতে ভয় পাবে।'

'আশা করি কি করছো তুমি জানো,' বলেই বিদায় নিলো গর্ডন।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকার ফাঁকেই ফোন বেজে উঠলো। ডোরিস ফোন করছিলো।

'জনি? কোথায় ছিলে?'

'অফিসে,' জবাব দিলাম। 'পিটার কি রকম আছে?'

'এইমাত্র ডাক্তার চলে গেলেন। একটু ভালো।'

'চমৎকার। এসথার কোথায়?'

'আমার পাশেই। মা তোমার সঙ্গে কথা বলবে।'

এবার এসথারের গলা শুনলাম। 'জনি তুমি এসেছো জেনে খুশি হয়েছি। পিটার যখন জানবে খুশি হবে। তুমি আমাদের কাছে অনেকখানি।'

হঠাৎ আমার মনে কি যেন হয়ে গেলো। ইচ্ছে হলো চীৎকার করে বলি,—আমি সেই জনি। আমরা ত্রিশ বছর একসঙ্গে কাটিয়েছি, আমার সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেও না—কিন্তু শুধু বললাম, 'তোমরা দুজন্ আমার কাছে অনেকখানি। মার্কের জন্য আমি দারুণ দুঃখিত।'

ফোনের মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাদগ্ধ কণ্ঠস্বরই ভেসে এলো, 'এ ঈশ্বরের অভিপ্রেত জনি আমাদের করার আর কিছু নেই।'

ফোনের মধ্য দিয়েই যেন উপলব্ধি করছিলাম এসথার নিজেকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, চোখের জল আটকাতে চাইছে ও।

'এ চোখের জলের সময় নয়, এসথার,' বোকার মতই বললাম। এ কথা বলার আমি কে? মার্ক ওর সন্তান। 'পিটারকে ভালো করে তুলতে হবে।'

'হ্যাঁ,' ও ভারি গলায় বললো। 'ওকে ভালো করে তুলতে হবে যাতে ও ছেলের জন্য 'খাদিশ' বলতে পারে। যাতে আমরা দুজনে 'শিভা'র জন্যও বসতে পারি।

'শিভা' হিব্রুদের শোক প্রকাশের রীতি। ঘরের সব আয়না আর ছবি কাপড়ে ঢেকে মেঝেয় বা বাক্সে বসতে হয়। এই ভাবেই এক সপ্তাহ প্রিয়জনের জন্য শোক প্রকাশ করা হয়ে চলে।

'না, এসথার। শিভার জন্যই নয়, তোমরা যাতে এক সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারো তারই জন্য।'

'হ্যাঁ, জনি যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু আগেকার সে দিন আর ফিরে আসবে না, জনি··· ।'

আরও দুএকটা কথার পর ফোন ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। মার্কের ছোটবেলার কথা আমার মনে পড়লো। মার্ককে পুরুষ হিসেবে আমার পছন্দ হয়নি, তাই ছোটবেলার কথাই ভাবতে চাইছিলাম। ও কতোবার আমার কাঁধে চড়েছিলো। এখনও ভেসে আসছে ওর কচি কণ্ঠস্বর···

আচমকা আমার পা ব্যথা করতে শুরু করলো। আমার পা। আমি সব সময়েই আমার পা বললেও, সেটা কেবল একটুকুরো কাঠ মাত্র, বাকিটা গত বিশ বছর ফ্রান্সের কোথাও পড়ে আছে। উরুর মধ্য দিয়ে যন্ত্রণাটা বেড়েই চলেছিলো।

ট্রাউজার আলগা করলাম। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে উরু থেকে বাঁধন আলগা করে দিতেই পা'টা আলগা হয়ে এলো। ওটা মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

পায়ে ম্যাসেজ করতে শুরু করতেই রনসেন ঘরে ঢুকলো। 'জনি,' ও বললো। 'সেই ফারবারের ব্যাপারটা— ।'

শয়তান! আর একটু দেরী করতে পারলো না ও। কি বললাম মনে নেই। যা হোক কিছু বলে ওকে অফিস থেকে সরিয়ে দিতে চাইছিলাম। শান্ত সহজ শক্তিমান অবস্থায় ওকে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে দিতে চাইনি।

খুশি মনেই ও বেরিয়ে গেলে নকল পা'টা আবার আটকানোর বৃথা চেষ্টা করে অভিশাপ বর্ষণ করে চললাম।

পা না লাগানো অবস্থায় দারুণ অসহায় বোধ করতে চাইছিলাম।

ত্রিশ বছর

১৯১৭

॥ ১ ॥

জনি প্রোজেকশন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই বারান্দার তীব্র আলোয় ওর চোখ কুঁচকে গেলো।

একজন ওর কাছে এগিয়ে এলো। 'প্রিন্ট করতে পারি, জনি ?'

জনি একটা সিগারেট ধরিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই আরভিং। করতে পারো।'

লোকটা হাসলো। 'শপথ নেওয়ার সময় আমরা উইলসনের কয়েকটা চমৎকার ছবি তুলেছি, তাই না ?'

জনিও হাসলো। 'চমৎকার, আরভিং। একবার দেখানো হলে নিউজ রীল ব্যবসায় আমরাই বাজিমাৎ করবো।

ওই দিন সকালেই উইলসন দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন। আর জনি একটা এরোপ্লেন ভাড়া করে নেগেটিভ নিউ ইয়র্কে নিয়ে এসেছে। ও ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করেনি।

আরভিং ব্যানন নিউজ রীলের সম্পাদক। চমৎকার কাজের মানুষ। সে এবার বিদায় নিতেই জনি অফিসে ঢুকলো।

জেন ওকে অভ্যর্থনা জানালো, 'রীল কেমন হলো, জনি ?'

'দারুণ। আরভিং চমৎকার কাজ করেছে। পিটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছো ?'

মাথা নুইয়ে সায় দিলো জেন। 'আরও আছে। জর্জ পাপাস বারোটায় আসছে আর তুমি ডোরিসকে একটায় লাঞ্চে নিয়ে যাচ্ছো। এ ছাড়াও কিছু কাগজপত্রে সই করতেও হবে।'

জনি ডেস্কে বসে কাগজগুলো টেনে নিলো।

গত পাঁচ বছরে ওর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখনও কৃশ হলেও

সেই ক্ষুধার্ত ভাবটা নেই। ম্যাগনাম ভালোই করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ওদের একটা স্টুডিও আছে, পিটার সেখানেই থেকে প্রোডাকশানের দায়িত্ব নিয়েছে। জো পিটারের সঙ্গে আছে। ম্যাগনাম দেশের সেরা শিল্পই হয়ে উঠেছে।

জনি নিউ ইয়র্কের অফিসের প্রধান। নিউ ইয়র্কই যে পরিবেশনার প্রধান দপ্তর হয়ে থাকবে, জনির সেই ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

কম্বাইনের বিরুদ্ধে মামলায় উইলিয়াম ফক্সের অভাবিত জয়ে কম্বাইনকে বাধ্য হয়েই স্বাধীন প্রযোজকদের ১৯১২ সাল থেকেই কাঁচা ফিলম দিতে বাধ্য করা হয়। এ ছাড়াও অন্যান্য জয়ও হয়েছে। কম্বাইনের ভাগ্য এখন আমেরিকার ফেডারেল আদালতের হাতে। যা দেখা যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় আদালত কম্বাইন ভেঙ্গে দেবারই আদেশ দেবেন।

ফক্সের জয়লাভের কথা শুনেই জনি নিউ ইয়র্কে এসে স্টুডিও খুলতে চেয়েছিলো। জেন চিত্রনাট্য লেখিকা হিসেবে কাজ করছিলো, ওর আর জোর অনুরোধে সেও নিউ ইয়র্কে আসে। স্যামও ওদের সঙ্গে ছিলো। গত শীতের পর ও এজেন্টের কাজ নেয়।

১৯১২ সালের গোড়াতেই 'দি ব্যাণ্ডিট' ব্রডওয়েতে মুক্তি পেলো। ছবির ব্যবসায় এই মুক্তি একটা বিরাট ব্যাপার হলো। টিকিটের দাম ঠিক হলো প্রতিটি এক ডলার। ওরা ভালো ব্যবসাই করবে ভেবেছিলো তবুও জনি বুঝতে পারলো না কি হবে।

সেদিন ছবি শুরু হওয়ার দুঘণ্টা আগেই বিরাট লাইন পড়লো। সারা রাস্তায় ভিড় উপচে পড়লো, এমন কি গাড়িও আটকে যেতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত পুলিশও লাঠি হাতে হাজির হলো।

হলের ম্যানেজার মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে পুলিশকে বোঝাতে চাইলেন লোকে ছবি দেখতে এসেছে। পুলিশের অফিসার জানিয়ে দিলেন লোকজন রাস্তা খালি না করে দিলে তাকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ম্যানেজার হতাশ হয়ে জনির স্মরণাপন্ন হলে জনি হেসে জানিয়ে দিলো, 'ওদের ঢুকতে দিন।'

ম্যানেজার ধাঁধায় পড়ে গেলেন। 'ওদের এখন ঢুকতে দিলে ছুটোর ছবির কি হবে?'

'ওদের এখনই রাস্তা থেকে না সরালে ছুটোর শো' হবেই না। বরং ওদের ঢুকতে দিয়ে ছবি দেখাতে আরম্ভ করুন। ছুটোয় আবার শুরু করলেই হবে।'

ম্যানেজার এবার উন্মত্তের মতই টিকিট বিক্রির হুকুম জানিয়ে আবার জনির কাছে আসতেই জনি হেসে উঠলো। ভদ্রলোকের জামার বোতাম ছেঁড়া, টাইও কাঁধের উপর।

ম্যানেজার জনির দিকে তাকালেন। 'জীবনে কেউ এরকম কথা শুনেছে?' উনি কাঁপা গলায় বলে উঠলেন। 'একনাগাড়ে ছবি দেখানো! একি মেরি-গো-রাউণ্ড!'

সত্যিই তাই। ম্যাগনাম সব জয় করে নিয়েছিলো।

এটাই ছিলো শুরু। অন্যান্য কোম্পানী আর ছবি এরপর আসতে লাগলো। ওই বছরেই পরে নিউ ইয়র্কের এক নাট্য প্রদর্শক অ্যাডলফ জুকর বহুঘোষিত 'কুইন এলিজাবেথ' নিউ ইয়র্কে নিয়ে এলেন তারপর গঠন করলেন ফেমাস প্লেয়ার্স ফিলম কোম্পানী।

১৯১৩তে এলো 'কো ভেডিস?' তারপর দ্রুত লেমলের ইউনিভার্সাল কোম্পানীর 'ট্রাফিক ইন সোলস।' তারপর জেস ল্যাস্কি ও সিসিল বি. ডিমিলির 'দি স্ক ম্যান' যাতে অভিনয় করেছেন ডাস্টিন ফার্নাম। প্রতি বছরেই বেড়ে চললো। শুধু চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য যে চিত্রগৃহ প্রথম ১৯১৪ সালে স্থাপিত হল তার নাম নিউ ইয়র্ক স্ট্র্যাণ্ড। ওই বছরেই প্রদর্শিত হলো চার্লি চ্যাপলিন আর মেরী ড্রেসার অভিনীত 'টিলিজ পাঞ্চচার্ড রোমান্স।' পরের বছর গ্রিফিথের 'বার্থ অফ এ নেশান' আর ডা বারার 'এ ফুল দেয়ার ওয়াজ'।

নাম শোনা যেতে লাগলো প্যারামাউন্ট পিকচার্স, মেট্রো পিকচার্স,

ফেমাস প্লেয়ার্স, ভিটাগ্রাফের। জনসাধারণ মেরী পিকফোর্ড, চার্লি চ্যাপলিন, ক্লারা কিম্বাল ইয়ং, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক আর থেডা বারার ভক্ত হয়ে উঠলো। সংবাদপত্রগুলোও আরও বেশি করে নায়ক-নায়িকাদের পরিচিতি প্রকাশ করতে শুরু করলো।

জনসাধারণ ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করায় শিল্পের ক্রমেই উন্নতি ঘটতে চাইলো। ভুল-ভ্রান্তিও অবশ্যই ছিলো। কাড়া-কাড়ি পড়তে শুরু করলো তারকাদের নিয়ে। বিপুল অর্থ দিয়ে তাদের কেউ কেউ চুক্তিবদ্ধ করতে চাইলো। চুক্তির খেলাপও হয়ে চললো। এ সত্ত্বেও এগিয়েই চললো চলচ্চিত্র শিল্প।

জনি যা ভেবেছিলো প্রদর্শন গৃহের সামনে দেখা যেতে শুরু করলো আগ্রহাকুল দর্শকের বিপুল লাইন।

॥ ২ ॥

জনি ওর সামনের কাগজপত্র সরিয়ে জেনের দিকে তাকালো। 'পিটারকে পেয়েছো,' ও বললো।

জেন ফোন টেনে নিতে জানলার বাইরে তাকালো জনি। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। ও ভাবনার অতলে তলিয়ে গেলো।

গত ক'বছরে জর্জ পাপাসও ভালো ব্যবসা করছে। শহরে ভালো ভালো দশটা প্রদর্শন গৃহ থাকলেও ব্রডওয়েতে একটাও নেই। জ[illegible] চায় ম্যাগনামের সঙ্গে একটা খুলতে। জনি খুব চিন্তা করেই কথাটা[illegible] রাজি হয়ে পিটারকে বলতে চায়। পিটার সহজে কোন কিছুতে রা[illegible] হতে চায় না, ও তর্ক করতে ভালোবাসে। ও জোর কথাতেও তর্ক জু[illegible] দিয়েছিলো আগে। শেষ পর্যন্ত জোর প্রস্তাবটাই ও মেনে নেয়, তা[illegible] ম্যাগনামের ভালোই হয়। ম্যাগনামের ছবিই শিল্পের মধ্যে সর্বশ্রে[illegible] হয়ে ওঠে।

'জেন এবার জানালো, 'পিটার ফোনে এসেছে, জনি।'

জনি রিসিভার তুলে নিলো। 'হ্যাল্লো, পিটার।'

'কি রকম চলছে, জনি ?'

'চমৎকার।'

'ডোরিসকে দেখেছো ? ও পৌঁছেছে ঠিক মত ?'

জনি ডোরিসের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। লজ্জিত কণ্ঠে ও বললো, 'জেন ওকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছে। ওকে লাঞ্চে নিয়ে যাবো।'

'ওকে চিনতেই পারবে না একেবারে ছোট্ট লেডি হয়ে উঠেছে' গর্বিত কণ্ঠে বললো পিটার। 'মার্কও তাই। দারুণ লম্বা হয়েছে একেবারে আমার সমান।'

'তাই বুঝি ? বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

'জনি' পিটার এবার বললো, 'যুদ্ধের ব্যাপারে নিউ ইয়র্কের প্রতিক্রিয়া কি রকম ?'

জনি চট করে কিছু বলতে চাইলো না। শুধু বললো, 'কি বলতে চাও ?' ও জানতো পিটার জার্মানী থেকে এসেছে।

'জো বেলজিয়াম আর ফ্রান্সে জার্মানীর অত্যাচার নিয়ে একটা ছবি করতে চায়। জানি না লাভ হবে কিনা।'

'এখানকার জনমত মিত্রপক্ষেরই পক্ষে' জনি সতর্কভাবে উত্তর দিলো। ওর মনে পড়লো জো এরকম ছবি তোলার কথা বলেছিলো। যদিও মাতৃভূমির প্রতি পিটারের কোন বিশেষ টান নেই তাহলেও তাকে হেয় করতে ওর হয়তো মন চাইবে না। এদিকে চারদিকে খবর ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো ম্যাগনাম জার্মানীর অত্যাচারের উপর ছবি তুলছে। ছবিটা না তুললে পিটার জার্মানীর দিকেই বলে প্রচার হয়ে পড়তে পারে। ও তাই বললো, 'জোকে ধীরে চলার কথা বলে দাও। হয়তো সমস্যা মিটে যাবে।'

'তাই হবে' পিটার বললো।

'আর একটা কথা পিটার। জর্জের ব্যাপারটা কি হবে?'

'জো আর এসথারের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি রাজি। ওকে এগিয়ে যেতে বলো।'

॥ ৩ ॥

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো ডোরিস। ওর মনে একটা বিচিত্র উত্তেজনার ঢেউ বয়ে চলেছিলো। আয়নায় নিজের পোশাক দেখে পছন্দ হলো ওর, সত্যিই ভালো লাগছে।

টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালো ও। সে হয়তো একটু পরেই এসে পড়বে। ওকে ট্রেনে না দেখে ও একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু জেন যখন জানালো জনি ব্যস্ত তবুও সে ওকে মধ্যাহ্ন ভোজে নিয়ে যাবে তখন ওর ভালোই লেগেছিলো।

দরজায় টোকার শব্দ শুনেই ও বুঝলো সে এসে গেছে। ও দরজা খোলার আগে আর একবার আয়নায় নিজেকে দেখে নিলো। ওর বুকটা ধুক পুক করে চলেছিলো।

দরজা খুলতেই ও তাকে হাসি মুখে একটা ফুলের তোড়া হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। সে মুখের হাসিতে ওকে দেখেই যেন একটু আশ্চর্যের স্পর্শই লাগলো। সে ভেবেছিলো আগের মতই ওকে হয়তো 'হ্যাল্লো প্রিয়া' বলে দুহাতে তুলে ধরবে। কিন্তু ও তা পারলো না।

ঘরে প্রবেশ করে সে ফুলের তোড়াটা ওর হাতে তুলে দিলো। ওদের হাতে হাতে স্পর্শ লাগতেই দুজনের দেহে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে গেলো। দুজনে পরস্পারের হাত চেপে ধরে রইলো।

'হ্যাল্লো, প্রিয়া,' সে এবার বললো গলায় অবাক হওয়ার সেই উপলব্ধি নিয়ে।

'হ্যাল্লো, জনি' ও জবাব দিলো। এই প্রথমবারই ও তার নাম ধরে ডাকলো 'জনি কাকু' না বলে।

ওরা তখনও হাত ধরাধরি করে রয়েছে বুঝেই আচমকা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ফুলগুলো ফুলদানিতে বসাতে গেলো ডোরিস। জনি শুধু অবাক হয়েই ওর দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে ছিলো। জনি এবার বলে উঠলো, 'আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি—।'

হেসে উঠলো ডোরিস। 'খুব বড় হয়ে গেছি, তাই না।' জনির সামনে এসে বললো ও। 'সময় কেটে চলছে না বুঝি। চিরকাল ছোট্ট থেকে যাবো, তাই চাও?'

হেসে উঠলো জনিও এবার। ও দুষ্টুমি করার উদ্দেশ্যেই বলে উঠলো, 'যখন ছোট্ট ছিলে তোমায় দুহাতে তুলে চুমু খেয়ে বলতাম, "কেমন আছো প্রিয়া"। আজকে তো আর তা করতে পারবো না।'

দুচোখে আঁধার ঘনালো ডোরিসের। ও শান্ত স্বরে বললো, 'চার বছর পরে পুরনো বন্ধুকে দেখে এটা না করার কোন কারণই নেই।'

এক মূহূর্ত তাকিয়ে থেকে জনি ওর মুখ কাছে টেনে নিতেই দুজনের ওষ্ঠে ওষ্ঠ মিলিত হলো।

এক সেকেণ্ডের জন্যই যেন মনে কিছু নাড়া দিয়ে গেলো জনির। ও দু হাতে ডোরিসকে কাছে টেনে নিতে আবেশে দু চোখ বুজে এসেছিলো তার। হঠাৎ ওর মনে বিদ্যুৎ চমকে জেগে উঠলো, 'এটা ভুল, জনি। ওকে মেয়েমানুষ মনে হলেও, ও এখনও স্কুলের ছাত্রী। এক রোমান্টিকতা মাখা কিশোরী। বোকামি কোরো না, জনি'।

আচমকা ঘুরে গেলো জনি। ওর নাকে ভেসে আসছিলো ডোরিসের চুলের হাল্কা সুবাস। ও গম্ভীর স্বরে বললো, 'তুমি বড় হয়ে গেছো, প্রিয়তমা। তোমাকে নিয়ে খেলার দিন আর নেই।'

ডোরিস একদৃষ্টে ওর দিকে তাকালো, 'তাই বুঝি।' ওর মন

বলে দিলো 'ও আমাকে ভালোবাসে, তবুও বোধহয় সেটা ও জানে না।'

ও শুধু এবার বললো, 'লাঞ্চে যাবে না? দারুণ খিদে পেয়েছে আমার।'

•

মধ্যাহ্ন ভোজের পর কফি পান করতে করতে কথা বলছিলো ওরা। এই প্রথম ছবির কথাতেই ওরা এসেছিলো।

নানা কথাবার্তার পরেই হাত-ধরাধরি করে হোটেলের দিকে রওয়ানা হলো ওরা। পাশেই একটা কাগজের দোকানে খবরের কাগজের লেখায় চোখ পড়লো ওদের: 'উইলসনের শপথ গ্রহণ। শান্তি প্রস্তাব।'

'উনি শান্তির চেষ্টা করবেন, জনি?' ডোরিস জানতে চাইলো।

'নিশ্চয়ই, প্রাণপণ চেষ্টা করবেন বলেই মনে হয়। কেন?'

'বাবার কথা ভাবছি। বাবার অনেক আত্মীয় জার্মানীতে আছেন। তার উপর জোর সেই ছবিও রয়েছে।'

'সেটা তুলতে রাজি হয়েছে, পিটার। আজই আমাকে ও ফোন করেছে।'

'আঃ বাঁচলাম। কিন্তু, জনি যুদ্ধ লাগলে তোমাকেও যেতে হবে?'

'হয়তো হবে। ঠিক জানি না। এখন সেকথা ভেবে কি লাভ?'

হাত-ধরাধরি করে হোটেলের দিকে চললো।

॥ ৪ ॥

ডেস্কের কাছ থেকে মুখ তুললো জনি। ও বোধ হয় এই নিয়ে বার চারেক জেনকে প্রশ্ন করলো, 'ডোরিস কি এখানেই সোজা আসছে?'

জেন ক্লান্তভঙ্গীতে জানালো, 'হ্যাঁ।'

জনি কিছু কাগজে সই করতে করতে বললো, 'শহরের বাইরে থিয়েটারগুলো যে দেখবে তার নাম কি জানিয়েছে জর্জ?'

'স্ট্যানলি ফারবার,' জেন উত্তর দিলো।

সঙ্গে সঙ্গেই দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো ডোরিস।

'প্রথম ট্রেনটা ধরতে পারিনি,' হাসলো ডোরিস, 'তাই দেরী হলো।'

'এতোক্ষণ কোথায় ছিলে সেকথাই ভাবছিলাম,' জনি বলে উঠলো।

জেন ওদের দিকে তাকালো। ও যেন আচমকা অসাড় হয়ে গেলো। ও যে জনির প্রেমে পড়েছে তা নয়, তবে জনি চাইলে ও তারই হতে আপত্তি ছিলো না। জনি যে দারুণ অনুভূতিপ্রবণ জানতো ও, তাই ও ভাবতো একদিন হয়তো সেকথা উপলব্ধি করবে সে। কিন্তু কোনদিনই জনি ওর প্রতি দুর্বলতা দেখায়নি। আজ ও বুঝলো সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই। তাই ও অভাবিত এক স্বস্তি অনুভব করলো।

ডোরিসের দিকে তাকালো জেন। ডোরিসের দু চোখে যেন ঝরে পড়ছিলো পরিপূর্ণ সুখেরই প্রত্যাশা। ওর মনটা পড়ে ফেললো জেন। জনিকেও একবার দেখে নিলো ও।

জনি জানে না ওর মন কি বলছে। একদিন হয়তো জানবে।

জেন আস্তে উঠে এসে ডোরিসের হাত ধরলো। 'স্বপ্নের মত, তাই না, ডোরিস?' ও প্রশ্ন করলো।

চমকে মুখ তুলে তাকালো ডোরিস। জেনের চোখে উত্তাপ মাখা দয়ার্দ্র ভাব লক্ষ্য করেই ও মাথা নোয়ালো।

দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো এবার আরভিং ব্যানন।

'নিউজ রীলে চমক দেওয়া কিছু খবর আসছে,' ও জানালো।

'কি সেটা?' জনি প্রশ্ন করলো।

'তা জানি না। টেপে শুধু বলা হয়েছে, জরুরী সংবাদ আসছে।'

'চলো দেখা যাক।'

সকলে নিউজ রীলের ঘরে ঢুকতেই মেশিনে টিকটিক শব্দ জেগে উঠলো।

জনি টেপটা তুলে পড়তে শুরু করলো।

"ওয়াশিংটন, ডি. সি., মার্চ ১২ (এ. পি.)—প্রেসিডেন্ট উইলসন আদেশ জারি করেছেন সমস্ত সওদাগরী জাহাজকে এই মুহূর্ত থেকে জার্মান ডুবো জাহাজের আক্রমণে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সজ্জিত করা হবে। বাকি সংবাদ পরে জানানো হবে।"

এক মিনিট কামরায় কোন শব্দ শোনা গেলো না। ব্যাননই শেষ পর্যন্ত কথা বললো, 'এর অর্থ যুদ্ধ। কারও থামানোর সাধ্য নেই। বোঝা যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট শেষ অবধি মনস্থির করেছেন।'

জনি ওর দিকে তাকালো। যুদ্ধ। আমেরিকাকে যুদ্ধে যোগদান করতে হবে। ও জেনের দিকে তাকালো, 'জোকে খবর দাও, শিগ্‌গির।'

ও এবার অফিসের দিকে যেতেই ডোরিসও অনুসরণ করলো। ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিলো।

'যুদ্ধ লাগলে তুমি কি করবে, জনি?' ও প্রশ্ন করলো।

জনি প্রশ্নটা প্রায় এড়াতেই চেয়ে বললো, 'তা জানি না, প্রিয়া। দেখা যাক কি হয়।'

জনিকে প্রায় ছটফট করতেই দেখা গেলো এবার। ও পায়ে পায়ে বাইরে চলে গেলো আবার। ডোরিস একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

জেন ডোরিসকে লক্ষ্য করেই উঠে এসে ওর হাত ধরে বলে উঠলো, 'তুমি ওকে ভালোবাসো?'

ডোরিসের কণ্ঠস্বর খসখসে মনে হলো ও যখন বললো, 'আমি

চিরকালই ওকে ভালোবেসেছি, সেই যখন ছোট্ট ছিলাম। আমি ওকে স্বপ্নে দেখতাম কিন্তু বুঝতাম না ব্যাপারটি কি? আজ সেটা বুঝেছি।'

'সেও তোমাকে ভালবাসে,' জেন নরম গলায় বললো। 'তবে ও সেটা জানে না।'

ডোরিসের চোখে জল টলটল করে উঠলো। 'জানি। তাই ভাবছি—যদি যুদ্ধ শুরু হয়—আর ও চলে যায়—ও কোনদিনই আর জানবে না।'

জেন ওর হাতে চাপ দিলো। 'ভেবো না, ও ঠিক জানবে।'

'সত্যি?'

'নিশ্চয়ই,' হাসলো জেন।

ম্যাগনাম পিকচার্স ইতিমধ্যেই 'দি ওয়ার এগেনস্ট দি ইনোসেন্টস' ামের ছবির প্রাক-প্রদর্শন সম্পন্ন করে ফেলেছিলো। ইতিমধ্যে দেশ এক সপ্তাহ হলো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় ছবির কদর দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো। বাছাই করা কিছু অতিথির সামনেই ছবিটি দেখানো হয়।

একজন দর্শক পিটারকে তার সাহসিকতার জন্য অভিনন্দন জানালো। ছবিটি দেখে চলার সময় পিটার প্রায় অসুস্থই বোধ করতে চাইছিলো। দর্শকটির কথায় ও তিক্ততার সঙ্গে ভাবলো 'অভিনন্দন আমার নিজের দেশের মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই'।

সকলে বিদায় নিতেই জনি কাগজের কাপে হুইস্কি বিতরণ করে বলে উঠলো, 'জয়ের উদ্দেশ্যে!'

সুরায় জোর মন একটু হালকা হয়ে উঠতে চাইলো, 'এই চুলোর ছবিটা আমিই তৈরি করেছি আর এটা দেখার পর আমারই নাম লেখাতে ইচ্ছে করছে।'

আচমকা জনির কথায় এরপর ঘরে যেন বোমা ফাটতে চাইলো। 'আমি বাইরে গেলে আমার বদলে কি ব্যবস্থা হবে?' ও শান্তস্বরেই বললো। সকলেই চমকে ওর দিকে তাকালো। ওর ঠোঁটে হাসি থাকলেও চোখে তার চিহ্ন ছিলো না।

পিটারের গলায় জোরালো ভঙ্গীই ফুটলো। 'কি বলতে চাও?'

জনি ওর দিকে তাকালো। 'যা বলেছি, তাই,' ও বললো, 'আমি আগামী কালই নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চলেছি।'

'না!' ডোরিসের ঠোঁট চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো।

এসথার ওর মেয়ের দিকে তাকালো। একটা শীতল উপলব্ধির প্রকাশ ওর শরীরে বয়ে গেলো। ডোরিসের মুখ প্রায় রক্ত শূন্য। 'আমার বোঝা উচিত ছিলো' নিজের মনেই ভাবলো ও। ডোরিস এতোদিন যে সব কথা বলেছে এখন তার অর্থ ও উপলব্ধি করতে পারলো। ও মেয়ের কাছে গিয়ে তার হাত ধরলো। ডোরিসের হাত কাঁপছিলো।

পুরুষেরা প্রায় লক্ষ্যই করলো না। 'যীশুর শপথ।' জো বলে উঠলো। 'আমিও তোমার সঙ্গে আছি!'

পিটার তুজনের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকালো। ওর মনে জেগে উঠলো 'আমাকে বেঁচে থেকে দেখতে হচ্ছে যে মানুষদের আমি ভালোবাসি তারা আমারই ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চলেছে।' ও উঠে দাঁড়ালো, 'তোমাদের কি যেতেই হবে?' ও জোরেই বলে উঠলো।

জনি আশ্চর্য নজর মেলে ওর দিকে তাকালো। 'অন্য কিছু, আমার করার নেই,' ও জবাব দিলো। 'এ আমার দেশ।'

পিটার জনির মুখের দৃষ্টি লক্ষ্য করলো। ও মনে মনে একটু আহত হয়ে ভাবলো, 'ওকি আমার সততায় বিশ্বাস করে না?' জোর করে

মুখে হাসি আনলো ও। 'যেতে হলে যাও,' ও ভারি গলায় বললো। 'আমাদের জন্য ভেবো না। সতর্ক থেকো, আমরা তোমাদের সকলকেই ফিরে পেতে চাই,' ও জনির দিকে হাত বাড়ালো।

জনিও পিটারের হাত ধরে বললো, 'আমি জানতাম তুমি বুঝবে।'

ডোরিসের দুচোখ বেয়ে জল নেমে এলো। ও মার ফিসফিস ধ্বনিতেই ও স্তব্ধ হয়ে গেলো।

'নিজের মানুষের সামনে কখনও কাঁদতে নেই,' ওর মা উপলব্ধির সঙ্গেই বলতে চাইলো ওকে।

কাগজপত্র সই করা শেষ হয়ে গেলে জনি পিটারের দিকে তাকালো। 'সব ঠিক আছে, তাহলে?'

'সবই ঠিক আছে।'

'অসুবিধা হলে জেনই সামলাতে পারবে,' হাসলো জনি। 'তাহলে চলি। জো অপেক্ষায় রয়েছে।'

জনি বিদায় নিলে পিটার আর জেন পরস্পারের মুখের দিকে তাকালো। 'আমি—আমার মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবো,' জেন মৃদুস্বরে বললো।

পিটার একটা রুমালে সশব্দে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে বলে উঠলো, 'তাই করো। কে আটকাচ্ছে?'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাতে যেতেই জনি কারো ডাক শুনে মুখ তুললো।

'জনি! জনি!' ডোরিস ওর দিকেই ছুটে আসছিলো।

'স্কুলে যাওনি কেন, প্রিয়া?' জনি বলে উঠলো।

'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, জনি।'

দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকাতেই জনি বললো, 'তুমি এসেছো বলে খুশী হয়েছি প্রিয়া।'

'আমাকে চিঠি লিখবে তো, জনি, যদি আমি লিখি?'

'নিশ্চয়ই।'

আবার নীরবতা নেমে এলো। দুজনের চোখে চোখেই যেন কথা হয়ে চললো।

'আমাকে এবার যেতে হবে, দেরী হয়ে যাচ্ছে,' জনি বলে উঠলো।

'হ্যাঁ, জনি,' ডোরিস মাটির দিকে তাকালো।

'ফিরে আসার সময় তোমার জন্য একটা উপহার আনবো প্রিয়া,' জনি বললো।

'কিছুই আনতে হবে না, জনি। এই ভাবেই শুধু ফিরে এসো। এটুকুই চাই।'

'কি হতে পারে আমার?' জনি হেসে উঠলো।

॥ ৬ ॥

খাকির পোশাক পরা দীর্ঘ লাইন ক্রমে গতি রোধ করে ক্লান্ত ভঙ্গিতেই এবার থামলো। নিষ্করুণ, আগুন ঝরা সূর্যালোক ওদের উপর একনাগাড়ে ঝরে পড়ছিলো। ওদের চলার পথে সুদীর্ঘ এক ধূলোর আস্তরণ উঠে সব এলাকাটাকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছিলো।

জনি ক্লান্ত অবসন্ন ভঙ্গীতে রাস্তার পাশে ঘাসের বুকে শুয়ে পড়লো। জোও ওর পাশে বসলো। 'ওঃ এই জুতো আমার প্রাণ বের করতে চাইছে,' বলেই জো বুট খুলতে শুরু করলো।

'ঘাসের উপর বোসো, রক,' জো ওদের সঙ্গী রোকোকে আহ্বান জানালো।

রোকো হাসতে হাসতে বসে বললো, 'এখানেই কোন ক্ষৌরকারের কাছে তোমাদের হার হলো। সে দাঁড়িয়ে থাকতেই অভ্যস্ত।'

'আমরা কোথায় এলাম ?' জনি প্রশ্ন করলো।

'মিউজ নদীর কাছাকাছি কোথাও। আর্গোন জঙ্গল বা ওই রকম কিছু,' রোকো জবাব দিলো।

আচমকা এরোপ্লেনের শব্দে ওরা মুখ তুলে তাকালো।

ওদের চোখে পড়লো ফ্রান্সের প্রতীক চিহ্ন আঁকা ধূসর বর্ণের একটা বিমান উড়ে গেলো।

একটু পরেই আকাশের বুকে দেখা গেলো কয়েকখানা ফকার শত্রু বিমান। এতো দূরেই ওগুলো যে কোন শব্দই ওদের কর্ণগোচর হলো না, শুধু চোখে পড়লো গাঢ় কালো রঙের কিছু পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়া।

জনি প্রায় লাফিয়ে উঠলো, 'বেজন্মার দল বোমা ফেলছে।'

জো ওকে টেনে বসিয়ে দিলো, 'শয়তান জার্মানদের চোখে পড়তে চাও ?'

কিছুক্ষণ পরে সব শান্ত হয়ে এলে ওরা আবার চলতে শুরু করলো।

জনি ডোরিসের কাছ থেকে পাওয়া শেষ চিঠিটার কথাই ভাবতে চাইছিলো। ডোরিস জানিয়েছে ব্যবসা চমৎকার চলেছে পিটারের। মেরী পিকফোর্ড, ডগ ফেয়ারব্যাঙ্কি, এরা সবাই ভিক্টরি বণ্ড বিক্রী করতে বেরিয়েছে। পিটার সরকারের জন্যই ছবি বানাচ্ছে। হলিউড থেকে সারা পৃথিবীতেই চালান যাচ্ছে। ওদের হলিউডের স্টুডিওতে নতুন দুটি স্টেজ বসানো হয়েছে। এডিসন কথা বলা এক ফিলমের উদাহরণ রেখেছেন। কিন্তু পিটার ওতে কাজ হবে মনে করেনি।

নিজেকে অভিশাপ দিলো জনি। এই সময় ও ওখানে নেই! ওরা বুঝতে পারছে না কথা বলা ফিলম চালু হলে সেটা মঞ্চের সমকক্ষই হয়ে উঠবে।

চলার পথে রাইফেলটা নামিয়ে নিলো জনি। একটা ছোট্ট শহরের

সীমানাতেই ওরা পৌঁছেছিলো। এখানেই হবে ওদের রাতের আশ্রয়।

একটা বাড়ির সামনে পৌঁছতেই জনৈক ফরাসী বেরিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা জানালো, 'আপনারা আমেরিকান? আসুন স্বাগতম!'

অতিথিদের পানীয় হাতে দিয়েই লোকটি বলে উঠলো, 'আমেরিকা দীর্ঘজীবী হোক!'

জনি ওর গ্লাস উঁচু করে বললো, 'ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হোক!'

॥ ৭ ॥

সবে সকালের আলো ফুটে উঠেছিলো। রাতের বিছিয়ে থাকা কুয়াশার আস্তরণ তখনও মিলিয়ে যায়নি।

ওদের আবার এগিয়ে যাওয়ার হুকুম এসে পৌঁছেছিলো। নতুন এক ক্যাপ্টেন ওদের অধিনায়কত্ব করার জন্য উপস্থিত।

জনি, রোকো আর জো একটা ট্রেঞ্চের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে লড়াইতে মেতে উঠেছিলো। জার্মান বাহিনীর এক ক্ষুদে অংশের অস্তিত্ব কাছেই ছিলো। ক্যাপ্টেন ওদের তাই জানিয়ে দিয়েছিলো, 'আমি তোমাদের কাছে বীরত্ব চাই না, আমি চাই তোমরা বেঁচে থাকো। আমার জীবিত সৈনিকই দরকার, মৃতদেহ নয়। ট্রেঞ্চের মধ্য থেকে কেউ মাথা তুলবে না।'

আবার রাত নেমে এলে মেশিনগানের শব্দও কমে আসতে চাইলো।

কতক্ষণ ট্রেঞ্চের মধ্যেই কেটে গেলো জনির মনে ছিলো না। আচমকা ঘনঘন মেশিনগানের শব্দে ওর সম্বিত ফিরে এলো। শব্দটা ভেসে আসছিলো কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে।

জনি লক্ষ্য করলো জো ওর পোশাক পরে বেল্ট বেঁধে নিতে শুরু করেছে।

'কোথায় চলেছো?' জনি প্রশ্ন করলো।

'মেশিনগানটা ছিনিয়ে নিতে,' জো জবাব দিলো।

'না। এ আদেশ কেউ দেয়নি। তুমি যেতে পারো না।'

'আমার হুকুম আমার নিজের।'

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি। আমি হুকুম তামিল করবো এবং এখানেই থাকছি।'

'আমি যাবো। ওদের আক্রমণ করবো, আমাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই।'

জনি অনেকক্ষণ ওকে লক্ষ্য করে বললো, 'তুমি একজন বীর হয়ে উঠতে চাইলে আমাকেও ব্যাপারটা দেখতে হবে।'

'আমি তৈরি,' ট্রেঞ্চের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুললো জো। 'ওদের আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

মেশিনগানের শব্দ আর তীব্র আলোর এক ঝলকানিই ওকে অভ্যর্থনা জানালো।

॥ ৮ ॥

খোলা জানালা দিয়ে ভেসে আসা সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বিছানায় শুয়েই ও শুনতে পাচ্ছিলো। চোখ মেলে তাকালেও কোন কিছুই ও দেখতে পেলো না। এক হাতে চাদরটা বুক পর্যন্ত টেনে ও শুয়ে রইলো যেন ওটা কেউ ছিনিয়ে নিতে চাইছে।

একটু একটু করে ওর কানে ভেসে আসতে শুরু করলো স্ত্রী-পুরুষের টুকরো টুকরো কথা···।

আবার···আবার সেই সঙ্গীতের মূর্ছনা ভেসে এলো। সঙ্গীত সাগরেই ও যেন ভেসে চলেছে···একটা যন্ত্রণাবোধ একটু একটু করে ওর মনটাকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছিলো। ও দু হাতে কান চাপা দিলো।

শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতের মূর্ছনা থেমে গেলো একটু একটু করে। পরম ক্লান্তিতে ও কান থেকে হাত সরিয়ে নিলো। ঘামে ওর সারা মুখ ভিজে উঠেছিলো।

আস্তে আস্তে উত্তেজনাটাও কমে আসতে লাগলো ওর। ওর চোখের পাতা ভারি হয়ে এলো।

কাপ-ডিসের টুংটাং শব্দেই আবার ওর ঘুম ভেঙে গেলো। চোখ মেলেই ও একটা সিগারেট মুখে পুরে তাতে আগুন ধরাতে যেতেই কে যেন আগেই একটা জ্বলন্ত কাঠি এগিয়ে ধরলো।

না তাকিয়েই ও আরাম করে টান দিলো, 'ধন্যবাদ, রক।'

সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ও খাটের পাশে তাকালো। সেখানে রাখা দুটো ক্রাচ লক্ষ্য করেই ও আর্তনাদ করে উঠলো, 'না'। অহরহ ওগুলো ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো ওর কি হয়েছে।

রোকো ওর দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালো।

'তুমি বীর, জনি। তবু কেন বিছানা ছেড়ে আসতে ভয় পাচ্ছো? তুমি দু দুটো মেডেল লাভ করেছো।'

'ওদের মেডেল ওদেরই ফিরিয়ে দাও রক। আমার—আমি ওগুলো চাই না। ওরা তো জোকেও মেডেল দিয়েছিলো, রক। কিন্তু তাতে ওর কি হলো বলতে পারো? আমি বীর হতে চাই না।'

'কিন্তু তোমাকে তো যেতে হবে জনি। এখানে তো চিরকাল থাকা যাবে না। সারা জীবন বিছানায় শুয়েও কাটাতে পারবে না।'

জনি দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালো, জবাব দিলো না।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো রোকো। ওর মনের মধ্যে কান্না ঠেলে

উঠতে চাইছিলো। গর্তের মধ্যে জনিকে পড়ে থাকতে দেখার পর থেকেই একটা বোবা কান্না ওকে চেপে ধরেছিলো।

কয়েক গজ দূরেই পড়েছিলো জোর দেহ আর ট্রেঞ্চের কাছে আরও তিনজন জার্মানের মৃতদেহ। জনি ভুল বকে চলেছিলো 'আমার পা, বেজন্মার দল আমার পায়ে গাদা গাদা সূঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে।'

ও জনির পাশে বসে ওকে পাশ ফিরিয়ে দিয়েই চমকে উঠেছিলো। ওর ডান পা মেশিনগানের গুলিতে ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত। ও সাবধানে জনির পা সরাতে গেলে তার আর্তনাদ নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্রের আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলেছিলো।

'রোকো!' উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ করতে চাইছিলো জনি। 'আমার পা নিয়ে যেও না—।' তারপরেই জ্ঞান হারিয়ে ছিলো।

রোকো জনিকে মেডিক্যাল অফিসারের কাছে তুলে নিয়ে এসেছিলো লোকটা মাথা নেড়ে সঙ্গে সঙ্গেই কাজে হাত লাগিয়েছিলো। জনির পা তাকে কেটে বাদ দিতে দেখলো রোকো।

জনিকে যখন স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো ওর জামায় টান অনুভব করেই তাকিয়েছিলো রোকো।

জনি বড় বড় চোখে তাকিয়ে আর্তনাদ করে চলেছিলো! 'রোকো, আমার পা নিয়ে যেতে দিও না—আমার পা নিয়ে যেতে দিও না···।'

রোকোর ছুচোখ জলে ভরে উঠলো। 'ঘুমোও জনি,' ও বললো, 'তোমার কোন ক্ষতি আমি করতে দেবো না।'

এবার যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে রোকো অন্যান্যদের সঙ্গে বাড়ি ফিরলো না। ও বদলি নিয়ে জনির সঙ্গে ফ্রান্সের হাসপাতাল থেকে লঙ আইল্যাণ্ডের হাসপাতালে গেলো। ও শপথ করেছিলো জনির যতদিন দরকার হবে ও ততদিনই ওর সঙ্গে থাকবে।

ও বারবার জনিকে আনন্দ দান করতে চেয়ে বোঝাতে চাইলো, 'জনি, তুমি পালিয়ে থাকতে পারবে না, তোমার পরিচিত জনের কাছে

তোমাকে যেতেই হবে। তোমাকে হাঁটতে হবে, তার জন্য যা দরকার আমি যোগাড় করবো।'

জনি মুখ ফিরিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বলতে চাইলো, 'তাহলে আমার পা খুঁজে এনে দাও।'

স্বপ্ন দেখছিলো জনি।

ও একটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ ওর নজরে এলো কিছু লোক জমা হয়ে ওকে দেখে হাসছে। তারা বলতে চাইছিলো : ওই, ওই খোঁড়া ছুটতে চাইছে।

জনি চিৎকার করে উঠলো : 'আমি ছুটতে পারি আমি ছুটতে পারি।'

ওরা জোরে হেসে উঠলো। জনি এবার ছুটতে যেতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। সকলে আবার হেসে উঠতেই দারুণ আতঙ্কে ঘুম ভেঙে গেলো জনির।

'না—না,' ও চিৎকার করে উঠলো।

'হ্যাঁ, জনি, তোমাকে ছুটতেই হবে, এই ভাবে,' বলেই রোকো এক-জোড়া ক্রাচ ওর কাছে নিয়ে এলো।

॥ ৯

প্রমোদকক্ষে মানুষ গিসগিসই করছিলো। রোকো হুইল চেয়ারটা ভিড়ের মধ্য দিয়েই ঠেলে নিয়ে চললো। এখানেই চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে।

জনি ছবিটা দেখানোর কথা শোনার পর থেকেই বারবার রোকোকে প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলো। ছবিটা কার তোলা? কিসের

ছবি ? কে আছে ? এই সবই। কিন্তু রোকোর কোন উত্তরই জানা ছিলো না।

আহত হওয়ার পর থেকে জনি পিটার বা কারোর চিঠির জবাব দেয়নি। ও কারও সহানুভূতি চায় না। অতীতের সব স্মৃতি ও মুছে ফেলতে চায়। শুধু এই ছবিই ওকে পুরনো কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

ছবি শুরু হতেই ও পর্দার লেখার দিকে তাকালো। সেখানে ফুটে উঠলো :

লঙ আইল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় হাসপাতালের সৈনিকদের জন্য।

যে চলচ্চিত্র আপনারা দেখতে চলেছেন সেই ফিলম ও যন্ত্র ম্যাগনাম পিকচার্স কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মিঃ পিটার কেসলারের উপহার। তিনি তার পঞ্চাশ জনেরও বেশী সহকর্মীর তরফে এই উপহার দিয়েছেন যারা আমাদের হয়ে লড়াই করার পর অনেকেই আর ঘরে ফেরেন নি।

আমরা মিঃ কেসলারের এই বদান্যতায় ধন্যবাদ জানানো ছাড়া আর কিই বা করতে পারি ?

কর্নেল জেমস এফ আর্থার
কমাণ্ডিং অফিসার।

এর পরেই পর্দায় ফুটে উঠলো ম্যাগনাম পিকচার্সের চির-পরিচিত প্রতীক—উপচে পড়া শ্যাম্পেনের বোতল—তারপরেই গথিক অক্ষরে লেখা :

ম্যাগনাম পিকচার্সের
নিবেদন

জনি এবার চাপা স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো, 'আমাকে সরিয়ে নিয়ে চলো, রক ! আমাকে সরিয়ে নাও !'

এক মুহূর্ত আশ্চর্য হয়েই দাঁড়িয়ে থেকে হুইল চেয়ারটা ঠেলে নিয়ে চললো রোকো।

নিজের ঘরে পৌঁছে জনি বললো, 'কিছু মনে কোরো না, রক। আমার ভয় হচ্ছিলো ওই ঘর থেকে আর বেরোতে পারবো না।'

রোকো বাড়িটার সামনে থামলো। দরজার উপরে লেখাটা ওর চোখে পড়লো ঃ ম্যাগনাম পিকচার্স কোম্পানী।

একটু পরেই ও ভিতরে ঢুকে অভ্যর্থনা দপ্তরের সামনে পৌঁছলো।

একটি মেয়ে ওকে দেখে মুখ বাড়ালো, 'এখানে চাকরি দেওয়া হয় না, মিঃ সৈনিক।'

'আমি চাকরির জন্য আসিনি, মিস। আমি মিঃ পিটার কেসলারকে খুঁজছি।'

'আপনার নাম?'

'সার্জেণ্ট রোকো সাভোল্ড।'

'আপনি মিঃ কেসলারের সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে পারেন।' মেয়েটি ফোনে কথা বলে রিসিভার এগিয়ে ধরলো।

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো, 'আমি মিস এণ্ডারসন, মিঃ কেসলারের ব্যক্তিগত সচিব। কি বলবেন বলুন।'

'আমি জনি এজের বিষয়ে কথা বলতে চাই। তাকে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই।' মেয়েটির কণ্ঠ উত্তেজিত মনে হলো। 'সে ভালো আছে?'

'নিশ্চয়ই,' রোকো হাসলো, 'নিশ্চয়ই।'

'ভগবানকে ধন্যবাদ,' ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো।

॥ ১০ ॥

রোকো হুইল চেয়ারটা একটা মাঠের প্রান্তেই এনেছিলো। দুপাশে ফুলের গাছ। জনি মুখ তুলে তাকাতেই রোকো বললো, 'সিগারেট আনতে ভুলে গেছি।'

‘আমার আছে,’ জনি বললো। ও পকেটে হাত ঢোকালো। কিন্তু না পেয়ে ও অবাক হয়ে ভাবলো ও নিজে পকেটে রেখেছিলো, অথচ—।

‘একটু একা থাকতে পারবে, জনি? ক্যান্টিন থেকে তাহলে নিয়ে আসি।’

‘তাই যাও।’

একটু পরেই পদশব্দ শুনে ও বললো, ‘রোকো? আমাকে একটা সিগারেট দাও।’

ওর মুখে কেউ সিগারেট গুঁজে দিতেই জনি বলে উঠলো, ‘জায়গাটা সুন্দর।’

‘তোমার পছন্দ হয়েছে, জনি?’ একটা অতি পরিচিত কণ্ঠ, তবে রোকোর নয়। ও দ্রুত চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিতেই ওর ঠোঁট চিরে বেরিয়ে এলো, ‘পিটার!’

পিটার ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, ওর দুচোখে জল। ‘হ্যাঁ, পিটার,’ ও বললো, ‘আমাকে কি দেখতে চাওনি জনি?’

স্থির হয়ে পাথরের মতই বসে রইলো জনি, সিগারেটে টান দিতেও ভুলে গেলো ও।

পিটার কাছে এসে ওর হাত ধরলো। সে হাতে হৃদয়ের উত্তাপ জড়ানো। জনি ওর হাতে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

জনির মাথায় অন্য হাত বোলাতে বোলাতে পিটার বললো, ‘জনি, যারা তোমায় ভালোবাসে তাদের কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে চাও?’

॥ ১১ ॥

ভাড়া গাড়ি চলে যেতেই ওরা রাস্তার পাশে নেমে দাঁড়ালো। ডান পায়ের ট্রাউজারটা গুটিয়ে ভাঁজ করেই রাখছিলো জনির। ক্রাচ দুটো অদ্ভুতই লাগতে চাইছিলো।

সামনেই দরজায় লেখা : ম্যাগনাম পিকচার্স কোম্পানীর।

একটু এগিয়ে যেতেই জনির মুখ ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলো। 'কেউ আমায় সান্ত্বনা জানাবে এ আমি সহ্য করতে পারবো না।' ও বললো।

'ওরা কেউ তা করবে না,' রোকো বললো।

ওরা ভিতরে ঢুকতেই কানে এলো টাইপ রাইটারের শব্দ, লোকজনের গুঞ্জন। কেউ কেউ মুখ তুলেও তাকালো।

ওরা একটু এগোতেই একটা ঘর। সামনেই পিটারের নাম।

'পরের অফিসটাই তোমার,' রোকো বললো।

পায়ে পায়ে সেই ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকলো। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছিলো পিটার, জর্জ আর জেন। ঘরের ছাত থেকে লাল, সাদা আর নীল রঙে লেখা একটা কাপড়ের টুকরো ঝুলছে। তাতে লেখা : 'স্বাগতম, জনি'। চারপাশে আরও অনেকে ততক্ষণে জমা হয়েছে।

জেনীই প্রথমে এগিয়ে এলো। 'হ্যাল্লো, বস।'

জনি দেখতে পেলো দুচোখে জল টলটল করছে জেনির। ওর চোখও ভিজে উঠলো। জেনি ওকে দুহাতে জড়িয়ে চুমু খেলো।

হঠাৎ শরীরটা কেমন করে উঠলো জনির। ও প্রায় টলে পড়ে যাচ্ছিলো। রোকো ওকে জড়িয়ে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো।

'ঠিক আছো, জনি?' পিটার উদ্বেগ নিয়ে বলে উঠলো।

'হ্যাঁ...একটু বিশ্রাম করতে চাই,' ও জবাব দিলো চোখ বুঁজে। একে একে সবাই ঘর ছেড়ে গেলে শুধু রোকোই রয়ে গেলো। জনি ভাঙা গলায় বলে উঠলো, 'রক তুমি আমার কাছে থেকো...ওরা সবাই হেসে উঠবে।'

'কেউ হাসবে না, জনি। ভয় নেই, আমি থাকছি,' রোকো বললো।

একটু পরে কফির ট্রে হাতে প্রবেশ করলো জেনী। 'কফি ভালো লাগবে বলে নিয়ে এলাম,' ও বললো।

'চমৎকার,' রোকো বলেই জনির হাতে একটা কাপ তুলে দিলো।

হঠাৎই জেনির আঙ্গুলের একটা আঙটির দিকে জনির নজর পড়লো।

'জেনী', ও বলে উঠলো, আমায় বলোনি তো বিয়ে করেছো। কে লোকটি ?'

'সে একজন সৈনিক ছিলো—চমৎকার মানুষ।'

ছিলো শুনেই মুখ তুললো জনি। 'সে ফিরে আসেনি ?'

'না।'

'আমি দুঃখিত জেনী। জানতাম না।'

'সব তেমন খারাপ নয়, জনি। আমাদের ছোট্ট সোনা এক ছেলে আছে জেনী বললো।

'সবই কেমন বদলে গেলো জেনী।'

'কিছুই বদলায়নি জনি, সেটা শুধু তুমিই ভাবছো।'

॥ ১২ ॥

সারা সকাল পিটারের সঙ্গে অফিসেই রয়ে গেলো জনি। ও চুপচাপ শুনে গেলো ও চলে যাওয়ার পর কিভাবে ব্যবসা দ্রুত লয়ে এগিয়ে গেছে। জনি আদৌ আশা করেনি। শুধু গত বছরেই ম্যাগনাম লাভ করেছে তিন মিলিয়ন ডলার।

বছরে এখন ম্যাগনাম তৈরি করছে ত্রিশটিরও বেশি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি, এ ছাড়াও ছোট নিউজ রীল, ভ্রমণ-কথা, আর কার্টুন। ছবির সংখ্যা শিগ্‌গিরই পঞ্চাশে পৌঁছবে। এ ছাড়াও ম্যাগনাম জর্জের সঙ্গে সারা দেশে প্রায় চল্লিশটি প্রদর্শনী গৃহেরও মালিকানা ভোগ করছে।

জনি সেনাবাহিনীতে যাওয়ার সময় ম্যাগনামের কর্মীসংখ্যা ছিলো দু'শ। আজ তা হাজারে পৌঁছে গেছে।

পিটারকে সাহায্যের জন্য ম্যানেজার রয়েছে। জনি নিউ ইয়র্কে থাকবে আর সব কিছুরই প্রধান হবে। পিটার সারা দুনিয়ায় সব জায়গায় ম্যাগনামের অফিস খুলতে আগ্রহী, তাই সে অ্যাল স্যাণ্টোসের ব্যাঙ্ক থেকে সাড়ে চার মিলিয়ন ডলার ধার নিতে চলেছে। এ কথায় হাঁ হয়ে গেলো জনি। অ্যাল স্যাণ্টোসের ব্যাঙ্ক এতো ক্ষমতা রাখে ?

এ ছাড়াও সারাদিন ধরে চললো মানুষের আনাগোনা। সকলেই জনির সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। তাকে দেখতে চায়।

জনি এক ফাঁকে পিটারকে হেসে বললো, 'আমার মাথা ঘুরছে। আমার ধারণাই ছিলো না ব্যবসা এতো বড় হয়ে গেছে।'

ঘরে একটা সোফায় বসেছিলো রোকো।

জনি পিটারকে বললো, 'আমি রককে ছাড়তে পারবো না। ওর জন্য কিছু করতে চাই।'

'তোমার কাছেই একটা কাজ রয়েছে,' পিটার বলে উঠলো। 'সপ্তাহে পঁচাত্তর।'

জনি রোকোর দিকে তাকালো। রোকো প্রায় সূক্ষ্মভঙ্গীতেই সায় দিলো।

'তাহলে চলো মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে নিই,' পিটার উঠে দাঁড়ালো।

ওরা চলে যেতেই রোকো জেনীর কাছে এসে দাঁড়ালো। জেনীকে নরম চোখে জনির দিকে তাকাতে দেখে ও বললো, 'ওকে খুব পছন্দ করেন, তাই না ?'

'হ্যাঁ। আমি ওকে একদিন ভালোবাসতাম,' জবাব দিলো জেনী। 'আজও বাসি। তবে সে ভালোবাসা আলাদা। আমি এখন শুধু ডোরিসের কথা ভাবছি।'

'ডোরিস ?'

'পিটারের মেয়ে। সে জনিকে ভালোবাসে। ছোটবেলা থেকেই ও ওকে দেখে আসছে।'

'বুঝতে পেরেছি,' রোকো আস্তে আস্তে বললো।

'কিন্তু এখনও অবধি জনি ডোরিসের নামও করেনি। মনে হচ্ছে ও মন থেকে ওকে সরিয়ে দিয়েছে।'

'হয়তো কারণ আছে,' রোকো বললো। 'ও কারও ভার হতে চায় না।'

'ভালোবাসার কাছে এটা তুচ্ছ,' জবাব দিলো জেনী।

॥ ১৩ ॥

মধ্যাহ্ন ভোজ চুপচাপই সমাধা হয়ে চললো। জর্জ আর পিটারই কথা বলে চলেছিলো, জনি চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলো। ওরা জনিকে সব ব্যাপারেই ওয়াকিবহাল করে তুলতেই চাইছিলো।

খাওয়া শেষ হলে পিটার জনিকে অফিসে রেখে গিয়ে বললো, 'ওকে বিকেলে এসে নিয়ে যাবে।' জনি এর জবাবে বললো, 'তার প্রয়োজন নেই। আমি তোমার সঙ্গে কাল সকালে দেখা করবো।'

পিটার আশ্চর্য হয়ে গেলো। 'তার মানে? তুমি ডিনারে বাড়ি আসবে না? এসথার সারাদিন ধরে তোমার প্রিয় খাবার নুডুলস আর মুরগীর স্যুপ তৈরি করছে। ডোরিসও বিশেষ করে স্কুল থেকে এই জন্যই আসছে। আবার সেই আগের মতই দিনগুলো কাটবে, জনি। না, বললেও আমি শুনবো না। প্রথম দিন বাড়ি এসে কিভাবে একথা বলতে পারলে?'

জনি বোবা দৃষ্টিতে তাকালো। ডোরিস। সারাদিন ওর কথা ও জোর করেই মনে আনতে চায়নি। কিন্তু তবুও ও জানতো এর সম্মুখীন হতেই হবে। ডোরিস ভাবতো ও জনির প্রেমে পড়েছে। সব বাচ্চারে ভালোবাসা। এতোদিনে সেটা নিশ্চয়ই উবে গেছে।

কিন্তু ও জানে এটা তা নয়। এটা অনেক গভীর, প্রগাঢ় ভালবাসা। আজ ও পা হারানো এক সৈনিক, তাই সে ভালোবাসা হয়তো আরও গভীরতরই হয়ে উঠবে।

পিটারকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জনি বললো, 'তোমাদের ঝামেলা বাড়াতে চাইনি।'

হেসে উঠলো পিটার। 'কবে থেকে এটা আবার ভাবতে শুরু করেছো?'

পিটার চলে গেলে ও আর রোকো প্রোজেকশান কক্ষে ছবি দেখে চললো। ছবি এখন অনেক উন্নত। পর্দাও অনেক উন্নত হয়েছে।

রোকো কাছে থাকায় নিশ্চিন্ত বোধ করতে চাইলো জনি।

'আমার গাড়ি নীচেই আছে,' পিটার বললো। 'এসথার একেবারে নতুন বউয়ের মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আজ যেন ওর বাড়ির সবাই নৈশভোজে আসছে।'

'আমি প্রস্তুত,' শান্তস্বরেই বললো জনি।

নীচে আসতেই গাড়িটা দেখলো জনি। সত্যিই চমৎকার বিলাশ-বহুল একখানা গাড়ি।

'পায়ার্স এ্যারো। বিশেষভাবেই এটা তৈরি করিয়েছি,' গর্বের সঙ্গে জানালো পিটার।

প্রথমে জনিই ঢুকলো। গাড়ি এবার ফিফথ্ এভিনিউ হয়ে ছুটে চললো।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে সকলে এলিভেটরে ঢুকতেই সেটা উঠতে শুরু করলো। এগারো তলায় পৌঁছে সকলে বেরিয়ে এলো।

পিটার একটা দরজার সামনে এসে বোতাম টিপলো।

দরজা খুলে গেলো। সামনেই দাঁড়িয়ে এসথার।

একটা অদ্ভুত নীরবতা নেমে এলো ওরা পরস্পরের দিকে তাকাতেই। পরক্ষণেই জনিকে দুহাতে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো এসথার। কাঠের

মতই দাঁড়িয়ে রইলো জনি। দরজার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলো ডোরিস, ফ্যাকাসে, ম্লান মুখে। রোকো বুঝলো কান্না চাপতে চাইছে মেয়েটা। একটা যুগই যেন কেটে চলেছে।

শুধু এসথার উন্মত্তের মতই জনিকে চুম্বন করতে করতে বলে উঠলো, 'ওরা তোমায় কি করে দিয়েছে, জনি?'

পিটার একটু চড়াস্বরেই বলে উঠলো, 'বোকার মত কথা বোলো না। ওকে ফিরে পেয়েছো, তাই কি সব নয়?'

নৈশভোজ নীরবেই সম্পন্ন হলো। ওরা সকলেই কথা বললেও মনের কথা কেউই বলতে চাইলো না। ওদের হাসি মাখানো মুখের আড়ালে রয়ে গেলো চাপা বোবা কান্না।

রোকো লক্ষ্য করছিলো সারাক্ষণই ডোরিস জনিকে দেখে চলে ছিলো। খাওয়া শেষ হলে ডোরিসই শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলো।

ডোরিস জনির দিকে ঝুঁকে পড়লো। 'আমাকে চুমু খাওনি, জনি।

জনি জবাব দিলো না, শুধু ওর চোখে চোখ রাখলো।

আস্তে আস্তে ডোরিস ওর ঠোঁট জনির ঠোঁটে চেপে ধরলো। একটা তরঙ্গই যেন ওদের মধ্যে প্রবাহিত হতে চাইলো।

'তুমি বদলে গেছো, জনি,' ডোরিস চাপা গলায় বললো।

জনি বলে উঠলো, 'হ্যাঁ আমি বদলে গেছি।'

ডোরিস ওকে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বলে উঠলো, 'আমার জন্য একটা উপহার আনবে বলে ছিলে জনি।'

'হাঁ, বলেছিলাম। আর তখন তুমি ছেলেমানুষই ছিলে।'

'এটাই তুমি বলেছিলে?'

'এর আর কোন অর্থ হয়?'

জনি তাকিয়ে দেখলো ডোরিস প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে ছুটে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

পরবর্তী ঘটনা

১৯৩৮

বৃহস্পতিবার

জানলার পর্দা টেনে দেওয়ায় আলো ঠিকরে আসতেই আমি জেগে উঠলাম। এক মুহূর্ত কড়িকাঠের দিকে শূন্য দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইলাম। আমি কোথায় যেন ভুলে গিয়েছিলাম। আমার নিউ ইয়র্কেই থাকার কথা, তবে হলিউডে কেন?

ধীরে ধীরে সব কথা আমার চেতনায় ফিরে এলো। এতো কিছুর পরেও আমি ফারবারকে ডেকেছি। হ্যাঁ, আমিই। ফারবার আমারই দরজায় পা রেখেছে। আগের মতই কি ওকে আটকাতে পারবো? আমি নিশ্চিত নই।

'সুপ্রভাত, মিঃ জনি' ক্রিস্টোফার বিছানার পাশ থেকে বলে উঠলো। আমি উঠে ওর দিকে তাকালাম।

'আমি এখানে জানলে কি করে?' বললাম।

'কাগজে পড়েছি মিঃ পিটারের অসুখ। আপনি আসবেন জানতাম।'

কোন জবাব দিলাম না। তাহলে কি সকলেই আমার মন পড়তে পারে?

সামনে ভাঁজ করে রাখা খবরের কাগজটা তুলে নিলাম। ওতে লেখা :

মিলিয়ন ডলার ঋণ সহ
ফারবারের ম্যাগনামে যোগদান

"চলচ্চিত্র শিল্পের অনুমান সত্য প্রমাণিত, স্ট্যানলি ফারবার এক মিলিয়ন ডলার ঋণ সহ ম্যাগনাম পিকচার্সে যোগদান করেছেন। ফারবার বহুদিন যাবতই ম্যাগনামকে দখল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন

যেদিন থেকে পিটার কেসলার জি. রনসেনকে গ্রহণ করেন। এ কাজে বাধা দিচ্ছিলেন ম্যাগনামের অন্যতম প্রধান জন এজ। সকলেরই জানা থাকার কথা গত পনেরো বছর জন এজের সঙ্গে ফারবারের লড়াই চলেছে।

ফারবারের ভ্রাতুষ্পুত্র ডেভিড রথ দুমাস আগে ম্যাগনামের স্টুডিওতে যোগদান করেন। রনসেনের সঙ্গে এজের মনোমালিন্যের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এজের পিটারের শয্যাপার্শ্বে উপস্থিতি।"

গুজব হলিউডকে এই ভাবেই গ্রাস করেছে। কাগজটা বন্ধ করে পাশে রেখে দিলাম। আমি শুধু ভাবলাম রনসেন কোন সমস্যাই নয় যে কোন মুহূর্তে ওকে ছেঁটে ফেলা যাবে। সমস্যা শুধু ফারবার।

পিটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই এবার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। নার্স এগিয়ে এসে বললো, 'আপনি ভিতরে যেতে পারেন, মিঃ এজ। তবে বেশিক্ষণ থাকবেন না। উনি খুব দুর্বল।'

ডোরিসও ঢোকার জন্য এগিয়ে এলো। কিন্তু নার্স বাধা দিলো, 'একবারে একজন যান দয়া করে।'

ডোরিস মৃদু হেসে বললো, 'তুমিই যাও, জনি। বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। বিছানায় শায়িত ছিলো পিটার, বালিশে মাথা রেখে। আস্তে আস্তে চোখ মেললো ও। হাসি ফুটলো ওর ফ্যাকাসে মুখখানায়।

'জনি,' ও ক্ষীণভঙ্গীতে বললো।

ওর হাত ধরে পাশেই বসলাম।

'আমি ভুল করেছিলাম, জনি। সারা জীবন ধরেই আমরা ভুল করে চলেছি। আবার সেই ভুলই শুধরে নিতেও চাই।'

আমি ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। ওর হাতের শিরা দপদপ করছিলো।

'ব্যবসা কেমন, জনি? আয় আর ব্যাঙ্কের টাকা?' পিটার ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করলো।

না বলতে চাইলেও কখন বলতে শুরু করেছিলাম জানিনা। পিটার একটু চুপ করে বলে উঠলো, 'ওরা পাগল, জনি। ওরা ব্যবসার কিছুই জানে না। ওদের আমরা আটকাবো। সব কৌশলের মূল হচ্ছে ছবি তৈরি করা। আমরা সে কৌশল জানি, ওরা তা জানে না।'

এরই সঙ্গে নার্স ঘরে ঢুকে জানালো, 'এবার আপনাকে যেতে হবে মিঃ এজ।'

আমি হেসে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম। ডোরিস হলঘরে অপেক্ষা করছিলো, 'বাবাকে কেমন দেখলে?' ও প্রশ্ন করলো।

'ভালোই। পিটার অফিসেই যেতে চায় মনে হলো।'

একটার পরেই বিরাট ডাইনিং ঘরে প্রবেশ করলাম। টেবিলে বসে তাকাতেই দেখলাম গর্ডন ঢুকছে।

'হ্যাল্লো রবার্ট,' আমি বললাম।

'ফারবারকে ঢুকতে দিচ্ছো কেন?' ও প্রশ্ন করলো।

'মত বদলেছি।'

'কেন? গতকাল—,' ও বললো।

এখনও ওকে চাই না। তবু এক মিলিয়ন হলো এক মিলিয়ন।' গর্ডনের মাথার উপর দিয়ে দরজার দিকে তাকালাম। রনসেন, ফারবার আর রথ সেখানে দাঁড়িয়েছিলো।

ওদের লক্ষ্য করে প্রায় হাসতে চাইলাম। পিটার ঠিকই বলেছে, রনসেনের প্রতিটি ভঙ্গীতেই ফারবারের প্রতি আনুগত্য ফুটে উঠতে চাইছে। রথকে মনে হচ্ছিলো প্রভুর পিছনে আসা কুকুরছানা।

পিটার আরও বলেছিলো ওরা আসলে জুয়ারীর মতই। একবার বাজি ধরে ওরা অপেক্ষায় থাকতে পারে না। তাই ওদের আমাদের কাছে আসতেই হতো। ওদের পকেট ভর্তি টাকা। ওদের নিজেদের উপার্জিত টাকা নয়, ওদের পিতৃপুরুষের টাকা। ওদের আমাদের কাছে আসতেই হবে।

ওরা তাই এসে দাঁড়ালো। কথা বললো প্রথমে ল্যারীই।

'হ্যাল্লো, জনি, স্ট্যানলিকে চেনো তো ?'

'নিশ্চয়ই। কেমন আছো ?' বললাম ওর করমর্দন করে।

'ওঃ, অনেকদিন পরে দেখা হলো জনি,' স্ট্যানলি হাসি মুখে বললো। আমরা পরস্পরের দিকে হাসি মুখে তাকালেও সুযোগ পেলেই যে কেউ অন্যের গলা কাটতে প্রস্তুত।

'বোসো, ডেভ। একটা চেয়ার টেনে নাও,' ডেভ রথকে বললাম।

আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগলো, কিন্তু কি কথা আমার মনে নেই। আমি শুধু ভাবছিলাম শেষ কবে স্ট্যানলিকে দেখেছিলাম। মাত্রই পনেরো বছর আগে, ১৯২৩ সালে।

ছোটখাটো লোকটা উঠে দাঁড়ালো। ওর দুচোখে আগ্রহ নিয়ে সে বললো, 'এতে কাজ হবে, মিঃ এচ।'

ওকে পাঠিয়েছিলো পিটার। লোকটি একজন কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রস্তুতকারক। নাম হের হিঙ্ক। একজন জার্মান। পিটার লিখে পাঠিয়েছিলো লোকটি চমৎকার কৃত্রিম পা তৈরি করে দিতে পারবে যার সাহায্যে সহজেই চলাফেরা করতে পারবো।

হিঙ্কের তৈরি পা লাগানো হলে সে আমাকে কিছুক্ষণ হাঁটিয়ে অভ্যাস করালো।

হিঙ্ক আমাকে ক্লান্ত দেখে বললো, 'আজ এই পর্যন্তই থাক, মিঃ এচ। আপনি সুন্দর হাঁটতে পারবেন, কেউ বুঝতেই পারবে না নকল পা।'

আমি পিটারের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম। এতো ব্যস্ততার মধ্যেও ও আমার কথা ভোলেনি।

হের হিঙ্ক বিদায় নেওয়ার পর রোকো আমাকে জানিয়েছিলো ফারবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে।

আমি স্ট্যানলি ফারবারকে পছন্দ করি না। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সময় জর্জই ওকে ঢুকিয়েছিলো।

আমি রোকোকে বলে দিলাম দেড়টার সময় ক্লাবে ওর সঙ্গে দেখা করবো।

স্ট্যানলি ফারবার আমার জন্য অপেক্ষায় ছিলো। ওর সঙ্গে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ আরও একজন ছিলো।

ও এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিলো লোকটির সঙ্গে। 'জনি, ইনি আমার শ্যালক সিডনি রথ। আর সিড, ইনি হলেন জনি এজ।'

আমরা করমর্দন করলাম। লোকটির হাতে আন্তরিকতার স্পর্শ পেলাম।

স্ট্যানলিই কথা শুরু করলো।

'ছবির ব্যবসায় কতদিন আছো, জনি?' ও প্রশ্ন করলো।

শান্তভঙ্গীতেই বললাম, '১৯০৮ সাল থেকে। পনেরো বছর হয়ে গেলো।'

'নিজে আলাদা ব্যবসার কথা কখনও ভাবোনি?' ও বললো।

'না। প্রয়োজন হয়নি। কেসলারের সঙ্গে ভালোই চলেছে।'

এবার অন্য কৌশল নিলো স্ট্যানলি। 'আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয় তুমিই আসল মাথা এর পিছনে। কেসলার শুধু কাজে লাগিয়েছে। তার উন্নতির মূল তুমিই।'

কোন রকমে মেজাজ ঠিক রাখলাম। ওর উদ্দেশ্য জানার জন্যই বলতে চাইলাম 'কথাটা ঠিক নয়। আমরা একসঙ্গেই কাজ করেছি।'

ও এবার বললো, 'বিনয় প্রকাশ কোরো না, জনি। আমরা জানি

তুমিই মাথা খাটিয়েছো আর পিটার টাকা করেছে। তোমার কি মনে হয় না এবার তোমার পাওনা বুঝে নেওয়া উচিত!

'কিভাবে?' আমি অসহায়ের মত ভঙ্গী করলাম।

'তোমার অংশ আদায় করে নাও, আমার শ্যালক তোমার সঙ্গে অর্ধেক অংশ নিয়ে টাকা লগ্নী করতে রাজি।'

'কত টাকা?'

'চার মিলিয়ন।'

'এ ধরনের লেনদেনের দিক কি রকম মিঃ রথ?' আমি সিডনি রথকে প্রশ্ন করলাম।

রথ জবাব দিলো, 'ভালোই মনে হয়, মিঃ এজ।'

আমি হাত নাড়লাম। 'আমি ডলার—সেন্টের কথা বলছি না। আমি এর মানবিক দিকের কথাই বলছি।'

মিঃ রথ আমার দিকে হাসি মুখে তাকালেন, 'মানবিক দিক আপনার।'

আমি তখনও চেয়ারে হেলান দিয়ে বসেছিলাম। আচমকা আমি আমার নিজের হিংস্র কণ্ঠে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 'দারুণ দুর্গন্ধই ছড়িয়েছে মিঃ রথ,' আমি ঝুঁকে পড়লাম। 'এই পিচ্ছিল ছুঁচোকে আপনি সরিয়ে না নিলে আমি খালি হাতেই বেজন্মাকে হত্যা করবো' তারপর একটু থেমে বললাম, 'অফিসে গিয়ে আমি তোমার পদত্যাগ পত্র টেবিলে দেখতে চাই।'

স্ট্যানলি লাফিয়ে উঠলো। ওর মুখ সাদা হয়ে গেছিলো। 'এতোক্ষণ—এতোক্ষণ তাহলে···।' ও বলতে গেলো।

মিঃ রথ উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বললেন, 'তুমি বাইরে যাও, স্ট্যানলি। আমি মিঃ এজের সঙ্গে একা কথা বলতে চাই। স্ট্যানলি রেগে চলে গেলো।

'আমার ভগ্নীপতির জন্য আমি লজ্জিত মিঃ এজ। নিজে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় আমার লজ্জা আরও বেশি। বোনকে সাহায্য করবে ভেবেই স্ট্যানলিকে সাহায্য করছিলাম। এখন দেখছি ভুল করেছি।'

আমি চুপচাপ ওর দিকে তাকাতেই মিঃ রথ হাত বাড়ালেন। সে হাত আমি গ্রহণ করে করমর্দন করতেই মাথা ছুলিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অফিসে ফিরেই স্ট্যানলির পদত্যাগ পত্র টেবিলে পেলাম। শুনেছি সে শালার সঙ্গে শিকাগোয় চলে গিয়ে কিছু থিয়েটার খুলেছে।

টেবিলের চারদিকে তাকালাম। ল্যারী কথা বলছিলো, কিন্তু তার কিছুই আমার কানে ঢোকেনি। হঠাৎই আমার পনেরো বছর আগে দেখা সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। আমি ডেভের দিকে তাকালাম।

'তোমার বাবা কেমন আছেন, ডেভ?' প্রশ্ন করলাম।

ডেভ একটু অবাক হয়ে তাকালো। 'আমার বাবা?' ও বললো।

'হ্যাঁ,' আমি হাসলাম। 'বহুবছর আগে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। চমৎকার লোক।'

খুশী মনে হলো ডেভকে। ও বললো, 'বাবা মারা গেছেন ছুবছর আগে।'

সত্যিই ছুঃখিত হয়ে বললাম, 'শুনে ছুঃখিত হলাম, ডেভ। ভালো ভাবে তার সঙ্গে আলাপ হলো না।'

আচমকা এক বিচিত্র চিন্তা আমার মাথায় খেলে গেলো। বিয়ের পর গড়ে ওঠা আত্মীয়দের মধ্যে কি একই ভাব ফুটে ওঠে। ওদের ছুজনের মুখেই লোভ আর স্বার্থপরতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। স্ট্যানলির সব কথাই ধাপ্পা। সবই ওর স্ত্রীর টাকা। ডেভের টাকাও ওর বাবার।

আচমকা আমি হাসতে শুরু করলাম। ওরা ভাবলো বোধ হয় পাগলই হয়ে গেছি আমি।

ত্রিশ বছর

১৯২৩

॥ ১ ॥

পিটার ইতিমধ্যে ফোন করেছিলো জনিকে নতুন এক সমস্যার বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে। জনি জানিয়ে দিলো ও নতুন বছরে হলিউডে যাবে।

রোকো আর জেনীর সঙ্গে থিয়েটারে যাওয়ার মুখে জনি কথাটা ওদের জানিয়ে দিলো।

জেনী বললো, 'এতো ঘটনার পরেও যে নাটকে ওয়ারেন ক্রেগ রয়েছে সেটা দেখতে যাওয়া হাস্যকর।'

জনি হেসে উঠলো, 'আরও হাস্যকর হবে ও যদি জানে আমরা হাজির আছি। ওর সঙ্গে সাজঘরে দেখা করলে ও কি ভাববে তাই ভাবছি।'

'আমি যা শুনেছি,' রোকো বললো, 'তাতে মনে হচ্ছে সে তোমার কান ধরেই বের করে দেবে।'

॥ ২ ॥

পর্দা ওঠার পর হাততালির শব্দ আরও জোরালো হয়ে উঠলো। জনি মঞ্চের উপর ওয়ারেন ক্রেগকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। অনিচ্ছাতেও কখন ও নিজেও হাততালি দিতে দিতে শুরু করেছিলো।

জেনও তাই।

জেনী ওর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওকে সহ্য করতে পারি না, তবু—।'

জনি বাধা দিলো। 'তোমার মনের কথা বুঝেছি। তবে কুত্তীর বাচ্ছা অভিনয় কাকে বলে জানে।'

জনি আবার মঞ্চের দিকে তাকালো। সময়ের স্রোতে ক্রেগ আরও পূর্ণতা পেয়েছে। যৌবনের দীপ্তি এখনও অটুটই রয়েছে ওর। কণ্ঠস্বর আরও জোরালো হয়েছে।

'এবার যাবে ?' জেনী প্রশ্ন করলো।

'না। তোমরা চলে যাও, আমি ওয়ারেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'এতো কাণ্ডের পরেও যাবে ? সে কথাই বলবে না, দেখে নিও।'

হাসলো জনি ! 'ওয়ারেনকে আমি চাই-ই। কথা ও বলবেই।'

জেনী আর রোকো রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

'জনির জন্য চিন্তা হচ্ছে,' জেনী বলে উঠলো।

'চিন্তার কিছু নেই, ও ঠিক চালিয়ে নেবে,' তিক্ত কণ্ঠে রোকো বললো, 'আমি যে কেন এখানে পড়ে আছি জানি না।'

'কেন রক, তুমি তো কাজ করছো।'

'কাজই বটে,' রোকো জবাব দিলো।

জেনী ওর হাত ধরে মিষ্টি হাসলো, 'চলো, আমরা এগোই।' রোকো ওর মুখের দিকে তাকালো। জেনীকে যেন ও নতুন দৃষ্টিতেই একবার দেখলো। 'সত্যি ?'

'হ্যাঁ, চলো।'

জনি ভিড়ের মধ্য দিয়ে ড্রেসিং-রুমের দিকে এগোলো। ক্রেগ ওখানে আয়নার সামনে বসে ওর গালের রঙ তুলতে চাইছিলো আর ওর স্তাবকদের মিষ্টি হাসিতে ধন্য করছিলো।

আস্তে আস্তে জনি বাইরের হলঘরের দিকে তাকালো। কাছাকাছি একটা ঘর থেকে একটি মেয়েকে বেরিয়ে আসতে দেখলো ও। ওর দৃষ্টি মেয়েটার উপর আটকে গেলো। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ক্ষমতাই যেন ছিলো মেয়েটার। একটা অদ্ভুত মেয়েলী ভাবই। ওর পোশাকের মধ্য দিয়ে উরু আর বুকের প্রতিটি রেখাই যেন জনি দেখতে পাচ্ছিলো।

মেয়েটি সোজা ক্রেগের কাছে গিয়ে বললো, 'সিনথিয়ার একটু দেরী হবে, ওয়ারেন।'

ক্রেগ মুখ তুললো। 'ওকে জানিও আমি অপেক্ষা করবো, ডালসি।'

মেয়েটি আবার ঘরটার দিকে চলতে শুরু করতেই জনির নজরও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে গেলো। মেয়েটি বেশ তন্বী, মাথায় ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা মধুরঙ চুল। ও মনে মনে হেসে ভাবলো, 'মেয়েটার সম্বন্ধে যা ভাবছি জানতে পারলে ও আমার গালে চড় কষিয়ে দিতো।'

ঘরের ভিড় কেটে যেতেই ক্রেগের দৃষ্টি পড়লো জনির উপর। ও দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো। 'হ্যাল্লো, জনি। তুমি এখানে?'

'হ্যাল্লো, ওয়ারেন,' জনি বললো, 'তোমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলাম। চমৎকার অভিনয়।'

'খুব খুশী হলাম, জনি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে যা করেছি তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো, কিন্তু পারিনি।'

'ধন্যবাদ, ওই উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম,' জনি বললো।

হো হো করে হেসে উঠলো ওয়ারেন, 'সেই পুরনো জনি। যাক এবার বলো তোমার কথা শুনি।'

জনি মাথা নোয়ালো, 'চমৎকার। এটা হলেই আগে যা ঘটে গেছে তা ভুলে যাবো।'

'তাহলে চলো খেতে খেতে কথা বলা যাবে। সিনথিয়াকেও তুলে নেবো।'

'তোমাদের মধ্যে আমি আবার—?'

'আরে তুমি পুরনো বন্ধু তাই স্বাগতম। তাছাড়া আমার মামাতো বোন ডালসিও আসছে। সে অভিনেত্রী হওয়ার জন্য উদগ্রীব। সে একজন চলচ্চিত্র জগতের মানুষকে পেয়ে দারুণ খুশী হবে।'

জনি চলতে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিলো দেখে ক্রেগ বলে উঠলো 'ক' গ্লাস গলায় ঢেলেছো?'

জনি বেদনার্ত হাসি হাসলো, 'যুদ্ধে একটা পা রেখে এসেছি।'

ক্রেগ সহানুভূতির সঙ্গে বললো, 'ওঃ আমি দুঃখিত, জনি। জানতাম না।'

'ঠিক আছে মনে করার কিছু নেই'।'

॥ ৩ ॥

ঝরনা-কলের নলের ধারা সারা শরীর দিয়েই উপভোগ করে চলেছিলো ও। জলের প্রতিটি বিন্দু ওর শরীর ছুঁয়ে গড়িয়ে নেমে চলেছিলো, চলেছিলো ওর মুখ, ঘাড় আর স্তনের উপর দিয়ে। যেন কোন প্রেমিকই ওর শরীর স্পর্শ করে চলেছে। হেসে উঠলো ও। ও জানতো ওর শরীর অনেকের চেয়েও আকর্ষনীয় সুন্দর। যে কোন পুরুষকেই আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে ওর। পুরুষরা ওকে দেখে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না কিছুতেই। এটাই ও ভালোবাসে।

থিয়েটারের কথা মনে পড়লো ওর। অভিনেত্রী হওয়ার জন্যই ওর জন্ম। ওর রক্তেই যেন তা রয়ে গেছে। ওর বাবা আর তার বোন, ওয়ারেন ক্রেগের মা একসঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করতেন। ক্রেগ ওয়ারেন আমেরিকার নাট্য জগতের শিরোনাম। ওদেরই সঙ্গে এসেছে, ব্যারিমোর, কস্টেলো, কোণ্ট, ড্রু আর অন্যরাও।

আচমকা ওর মনে পড়লো সিনথিয়া ওকে প্রথম দেখে চমকে উঠেছিলো। ওর সৌন্দর্য ওকে স্তম্ভিত করে দেয়। কিন্তু ওয়ারেনই ওকে জোর করে রেখে দেয় এ বাড়িতে, সিনথিয়ার আপত্তি সত্ত্বেও।

হঠাৎ টেলিফোনের শব্দ শুনে ডালসি তোয়ালে জড়িয়ে বেরিয়ে এসে রিসিভার তুললো। 'হ্যাল্লো, ডালসি ওয়ারেন বলছি।'

'জনি বলছি। আজ রাতে ডিনারে চলোনা ?'

'আজ অন্য এক বান্ধবীর সঙ্গে যাচ্ছি। কাল সকালে ফোন কোরো।'

'ঠিক আছে, তাই হবে ডালসি,' জনিকে হতাশা মনে হলো।

ফোন নামিয়ে রাখলো ডালসি। জনির সঙ্গে কয়েকবারই ও বেরিয়েছে। কয়েকবার ফুলও পাঠিয়েছে সে। কিন্তু তবুও ডালসি তেমন সাড়া দেয়নি। জনি শুধু ছবির কথাই জানে।

হঠাৎ ডালসির চোখে পড়লো ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে ওয়ারেন। তোয়ালেটা টানতে যেতেই শরীরের অনেকটাই অনাবৃত হয়ে পড়লো ওর।

'আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো,' ডালসি বলে উঠলো।

'কিছুতেই তোমার ভয় নেই। এমনকি সিনথিয়াকেও না,' ওয়ারেন এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলো। তোয়ালেটা কখন মেঝেয় পড়ে গেছে ও টের পেলো না। 'সিনথিয়া বাড়িতে নেই ?' ওয়ারেন শুধু প্রশ্ন করলো।

'না।'

ঘরে নেমে এসেছিলো শান্ত নীরবতা। একটা সিগারেট ধরালো ওয়ারেন। অস্পষ্ট আলোয় ডালসির সুউচ্চ স্তন দুটো ওঠা নামা করতে দেখা যাচ্ছিলো।

'কি ভাবছো ?' ডালসি প্রশ্ন করলো।

'যা ভাবছি ভালোই জানো। এটাই হবে এতোদিন ভাবছিলাম। কিন্তু আর নয়, তোমাকে দূরে কোথাও যেতে হবে,' ওয়ারেন বললো।

'সিনথিয়া জানতে পারবে না, ভয় নেই।'

'সিনথিয়া বোকা নয়।'

'তাহলে তুমি আমাকে পছন্দ করো না, ওয়ারেন।'

'নিশ্চয়ই করি। তখন কে ফোন করছিলো?'

'জনি এজ।'

ভ্রূ তুললো ওয়ারেন। 'বটে? ও কি তোমার প্রেমে পড়েছে। বিয়ে করতে চায়?'

'খুব সম্ভব।'

'তাহলে ওকে বিয়ে করো না কেন? ও অনেক কিছু করতে পারবে। ছবিতে প্রচুর পয়সাও আছে।'

'ও খোঁড়া।'

'বোকার মত কথা বোলো না, ডালসি। ওকে বিয়ে করলে সিনথিয়াও আর সন্দেহ করতে পারবে না।'

ডালসি ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো। তারপর সটান উঠে ফোনের রিসিভার তুলে নম্বর চাইলো।

॥ ৪ ॥

জেনের টেবিলে ফোনটা বেজে উঠতেই ও রিসিভার তুললো। 'মিঃ এজের অফিস।'

ওপাশ থেকে স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেলো, 'মিঃ এজ আছেন?'

'কে কথা বলছেন?' বুঝেও বললো জেনী।

'ডালসি ওয়ারেন।'

জেনী বুঝলো এই মেয়েটিকেই ফুল পাঠিয়েছিলো জনি। ওর মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো ডোরিসের কথা ভেবে। ও শুধু বললো, 'একটু ধরে থাকুন।'

এক্সটেনশন বন্ধ করে ও এবার জনিকে ডাকলো, 'ডালসি ওয়ারেন নামে একজন ফোন করছে।'

'ও হ্যাঁ। জেনী, ও এখানে আসছে। ওকে অফিসটা একটু দেখিয়ে দিও।' জনি জানালো। 'আমি পিটারের সঙ্গে কথা

জেনী নির্বিকার ভঙ্গীতে ডালসিকে জানিয়ে দিলো সে ওকে এখানেই আসতে বলছে। তারপর দায়িত্ব তুলে দিলো রোকোর হাতে।

॥ ৫ ॥

ডালসি জানতো ও ওর দিকেই তাকিয়ে আছে, তবুও না বোঝারই ভান করলো।

ওয়ারেন ইতিমধ্যেই ওকে ঠাট্টা করে প্রশ্ন করেছিলো, 'আমাদের চলচ্চিত্রের ভদ্রলোকের অবস্থা কি রকম?'

'হাবুডুবু খেলেও সোজা কথাটা এখনও বলতে পারছে না', ডালসি জবাব দিয়েছিলো।

জনির কথায় ওর চিন্তার রেশটা ছিঁড়ে গেলো। 'ডালসি'।

ও মুখ তুললো, 'হ্যাঁ, জনি।'

'এভাবে শুধু নাটক দেখে আর রেঁস্তোরায় খেয়ে সুখ নেই। তোমার সঙ্গে যদিও থাকতে ভালো লাগে, আমাকে ক'দিন ক্যালি-ফোর্নিয়ায় যেতে হচ্ছে। কালই সকালে।'

'তোমার খালি কাজ জনি।'

'আমি কাজ ভালবাসি ডালসি।'

'জনি, আমি কি অভিনেত্রী হতে পারবো?' ডালসি হঠাৎ প্রশ্ন করলো।

'সেভাবে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবে,' জনি বললো।

'ওঃ জনি,' বলেই জনিকে দুহাতে জড়িয়ে চুমু খেলো ডালসি।

এরপর ডালসিকে বাড়িতে পৌঁছে দিলো জনি। ডালসি ভিতরে ঢুকতেই জনি বললো, 'আজ চলি, ডালসি।'

একটা ঘোরের মধ্য দিয়েই হাত বাড়ালো ডালসি। 'লোকটা কি চায়? লিখিত প্রস্তাব?' ও ভাবতে চাইলো।

'বিদায়,' ডালসির হাতটা ধরলো জনি।

জনি বিদায় নিতেই দারুণ রাগে জুতো ছুঁড়ে ফেললো ও। তারপর মুখ তুলতেই দেখলো দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ওয়ারেন।

'বিরাম। দ্বিতীয় দৃশ্য।' ওয়ারেন বলে উঠলো।

রাগে জ্বলে উঠলো ডালসি। 'কি করতে বলছো? ওর ট্রাউজার ধরে টেনে রাখবো?' ও বললো।

ওয়ারেন এগিয়ে এলো। 'দেখতে পাচ্ছো না, ছোকরার আদর্শ আছে, আর ও ভদ্রলোক।'

'এবার তবে কি করবো, ওয়ারেন। আমি চেষ্টা করেছি।'

'কিন্তু—তোমাকে এখান থেকে যেতেই হবে।'

দারুণ রাগে ডালসির গা জ্বলে যেতে শুরু করতেই ও আস্তে আস্তে ওয়ারেনের দিকে এগিয়ে গেলো। 'ডার্লিং,' ও বললো, 'যা পাওনি এমন কিছু কখনও চেয়েছো?'

একটু বিহ্বলতা জাগলো ওয়ারেনের মুখে। 'না,' ও বললো, 'কেন?'

'তাহলে ভাল করে একবার তাকিয়ে নাও,' ডালসি বললো, 'কারণ একদিন চাইলেও আর পাবে না।'

জনি ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। ও আরাম করে বসতেই ওর চোখ পড়লো জার্সির সবুজ মাঠ। হঠাৎ দরজায় টোকা শোনা গেলো।

জনি মুখ তুলে ভাবলো হয়তো রক। ও উঠে দরজা খুললো।

'ভিতরে আসতে পারি, জনি?' মিষ্টি কণ্ঠস্বর শোনা গেলো।

দারুণ আশ্চর্য হয়ে ও থমকে দাঁড়ালো। 'ডালসি তুমি এখানে?'

'তোমার সঙ্গে থাকবো বলে এলাম', ডালসি হাঁফাতে হাঁফাতে

বললো। বিহ্বলতা কেটে গিয়ে জনির মুখে জেগে উঠলো খুশীর ভাব।

ডালসি ওকে দুহাতে জড়িয়ে বললো, 'গতরাতে যখন চুমু খেয়েছিলাম তখনই বুঝেছিলাম কি চাই। আমি অভিনেত্রী হতে চাই না। শুধু তোমাকেই চাই।'

'কিন্তু—,' জনি তবু বলতে গেলো।

'কিন্তু নয়,' ডালসি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো। 'আমি স্বাধীন, চব্বিশ বছর বয়স আমার, যা চাই আমি জানি,' জনির ঠোঁটে ও ঠোঁট চেপে ধরলো।

জনি শুধু জানতো না কথাটায় সত্যতা কতোখানি।

॥ ৬

বাথরুমে জলের শব্দ শুনেই ঘুম ভাঙলো জনির। উঠে বসে ও ঘড়ির দিকে তাকালো।

ঝরনা-কলের কাছ থেকে ডালসির গলা ভেসে এলো, 'ডার্লিং, উঠেছো? তোমার একটা চিঠি টেবিলে রয়েছে, দরজার নাচে পড়েছিলো।'

জনি এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা তুলে নিলো।

ওতে লেখা: 'প্রিয় জনি, মধু চন্দ্রিমায় তৃতীয় জনের স্থান নেই। রোকো'।

ডালসি বাথরুম থেকে এসে বললো, 'কার চিঠি, ডার্লিং?'

'রকের চিঠি। আশ্চর্য! ওযে চলে যাবে গতরাতে তো বলেনি'; জনি বলে উঠলো। 'অদ্ভুত লাগছে। যুদ্ধের পর এই প্রথম ও আমার সঙ্গে রইলো না।'

ডালসি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো, 'ওকে আর দরকার নেই, প্রিয়তম, এবার থেকে তো আমিই আছি।'

গাড়ি চালাতে চালাতে ডালসি প্রশ্ন করলো, 'তোমার বাড়ির সকলে আমায় পছন্দ করবে?'

'অভিনয় করোনা, ডার্লিং। তুমি জানো ওরা পছন্দ করবে।'

কোন জবাব দিলো না ডালসি। ও বোকা নয়। জনিকে বিয়ে করার ঠিক আগেই পিটারের পরিবারের সব কথা ও ওয়ারেনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলো। বিশেষ করে ওর মনে হয়েছে ডোরিসের কথা। ডোরিস যে একটা বই লিখেছে সেটা শুনে বইটা ও পড়েও নিয়েছে। ও যা ভেবেছে তাই—বইয়ের লোকটা জনিই সন্দেহ নেই। ওর অবচেতন মনই ওকে জানাতে চাইছিলো ডোরিস সম্বন্ধে আরও সচেতন থাকতে।

বাড়ির কাছে আসতেই জনির কথামত গাড়ি থামালো ডালসি। আচমকা ওর দারুণ ভালো লাগলো জনিকে। ও বলে উঠলো এবার, 'ভালো লাগছে, জনি?'

জনি তাকালো, 'কি মনে হয়?'

ডোরিস ওদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতেই তাকালো। ওর বুকে যেন এক তাল বরফ কেউ চাপিয়ে দিয়েছিলো।

জনির কথাগুলো তখনও বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছেঃ 'গতরাতে আমরা বিয়ে করেছি।'

জনি কি বলেছিলো ও মরিয়া হয়েই যেন শুনতে চাইছিলো।

'তোমার জনি কাকুকে চুমু খাবে না, ডোরিস?' ও প্রশ্ন করছিলো যেন ছোট্ট মেয়েই ও।

কাঠের মতই ও উঠে দাঁড়ালো। ওর মন বলছিলো ছোট্ট মেয়ে হলেই বোধ হয় ভালো হতো। ছোট্ট মেয়ের হৃদয় এভাবে ভেঙে যায় না।

॥ ৭ ॥

কনরাড ফন এলস্টার টেবিলে ছড়ানো ছবিগুলো একবার দেখে হতাশার ভঙ্গীতে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। খুবই অসুখী লাগছিলো। তাকে।

হের ফন এলস্টার একজন চলচ্চিত্র পরিচালক। পিটার কেসলারের আহ্বানেই তিনি হলিউডে এসেছেন জার্মানী ছেড়ে। উদ্দেশ্য ছবি করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা ভালো একজন নায়িকা এখনও পাওয়া গেলো না। একটা মেয়েও তার পছন্দ হয়নি। এখানকার মেয়েদের মেয়েলী ভাব বড় কম। কৃশ চেহারা, ছেলেদের মতই ছাঁটা চুল এখানকার মেয়েদের। রাস্তায় গাদা গাদা গাড়ির মতই পালে পালে মেয়ে চোখে পড়ে। কিন্তু ওরা কি সত্যিই মেয়ে?

আর জার্মানীর মেয়েরা? জার্মানীর মেয়েদের তিনটি বস্তুই আছে যাকে ইংরাজীতে বলে তিন 'বি'—ব্রেস্ট, বেলী আর বিহাইণ্ড। অর্থাৎ বুক, পেট আর পিছনের দিক। এ না হলে মেয়েমানুষ কি?

হের এলস্টার ইতিমধ্যেই শুনেছেন পিটার কেসলারের সহযোগী জন এজ হলিউডে এসেছে। এটা বোঝা গেছে অফিসে তৎপরতা লক্ষ্য করে। সবাই সময়ে আসতে শুরু করেছে।

আজই ফন এলস্টারের পিটার কেসলারের সঙ্গে এগারোটায় দেখা করার কথা।

একটা সিগার ধরালেন হের এলস্টার। আচমকা তার নজর পড়লো একটি মেয়ে ওঁর অফিসের দিকে আসছে। সিগার ধরাতে ভুলে গেলেন ফন এলস্টার। হ্যাঁ, মেয়ের মতই মেয়ে বটে। ওর তিনটে 'বি' ভালো মতই আছে।

হঠাৎ টেবিলে ফোনটা বেজে উঠতেই রিসিভার তুললেন হের ফন এলস্টার। 'হ্যাল্লো, কনরাড ফন এলস্টার বলছি।'

'মিঃ পিটার কেসলার বেলা চারটেয় দেখা করবে। অসুবিধা হবে না তো?' স্ত্রী-কণ্ঠ শোনা গেলো।

'ঠিক আছে,' ফোন নামিয়ে রেখে আবার জানালা দিয়ে মেয়েটিকে দেখতে লাগলেন ফন এলস্টার।

'ঈশ্বরের শপথ, মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী।' সব কিছু ভুলে দরজা খুলে রাস্তায় ছুটলেন হের এলস্টার।

পাগলের মত চারপাশে তাকাতেই তার দৃষ্টি আটকে গেলো হাওয়ায় ওড়া সাদা স্কার্টের উপর। জীবনে এতো জোরে ছোটেন নি ফন এলস্টার। মেয়েটির সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বললেন, 'ফ্রলিন—আপনি কি কোন অভিনেত্রী?'

মেয়েটি একটু বিহ্বল হয়ে মাথা হেলিয়ে সায় দিলো।

'ঠিক,' ফন এলস্টার বলে উঠলো, 'আমি কনরাড ফন এলস্টার আপনাকে পর্দার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী করে তুলবো।'

ডালসির ইচ্ছে হলো ও হেসে ওঠে। ওর একবার মনে হলো প্রশ্নকারী লোকটি কে। কিন্তু ও মন বদলে ভাবলো দেখাই যাক কি হয়।

ফন এলস্টার অবশ্য ওকে কথা বলার সুযোগই দিলো না। ওকে সোজা অফিসে নিয়ে এসে বললেন, 'আপনার স্ক্রীন টেস্ট করতে চাই।'

একটু থমকে গেলো ডালসি। 'স্ক্রীন টেস্ট!' জনি হয়তো কাজটা ভালো ভাবে নেবে না। কিন্তু ক্ষতিই বা কি? জনি সারাটা দিন কাজে ব্যস্ত থাকে, ওর নিজের সময় কাটতে চায় না। দেখা যাক।

ফন এলস্টার ওকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন. 'আপনার নাম?'

'ডালসি, ডালসি ওয়ারেন।'

পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেলো ডালসি। ও নিজেও সেটা জানতো। ক্যামেরার সামনে ও দাঁড়ালে ফন এলস্টারের নির্দেশেই ছবি তোলা হয়েছিলো। সত্যিই অভিজ্ঞ মানুষ তিনি বুঝলো ডালসি।

কাজ শেষ হলে ফন এলস্টার চারদিকে ঘর্মাক্ত মুখে একটু তাকালেন। সত্যিই মোহিনী শক্তি আছে এই মেয়েটার। ক্যামেরা-ম্যান থেকে শুরু করে স্টুডিওর বাকি সকলেরই সসেমিরা অবস্থা। সকলেরই চোখ ডালসি ওয়ারেনের উপর।

একটা অদ্ভুত মাদকতা ছড়িয়ে চলেছে সে।

॥ ৮ ॥

কাগজটা নামিয়ে রেখে বিছানার চাদর ও কাঁধে জড়িয়ে নিলো। প্রায় মধ্যরাত। জনি এখনও আসেনি।

ও এখনও ফন এলস্টালের ভীত কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। সেটা তখন প্রোজেকশান কক্ষের মধ্য দিয়ে ভেসে আসছিলো। 'কিন্তু, মিঃ এজ, আমি কি করে জানবো উনি আপনার স্ত্রী? ও বলেনি!' এটুকু শোনার পরেই ও পালায়।

ফন এলস্টারের গলার ভীতি ওকেও কিছুটা গ্রাস করেছিলো। ও বুঝেছিলো জনির সঙ্গে ওর আওতায় দেখা করা যাবে না। সে জনির মোকাবিলা করবে ওর ঘরে, ওর নিজেরই শর্তে। যেখানে ও কথা বলবে ওর শরীর আর ঠোঁট দিয়ে। নিজের শরীর সম্পর্কে ওর আস্থা আছে।

সারা বিকেল ও ফোনের কাছেই ছিলো। প্রায় সাতটায় জনি

ফোন করেছিলো। 'আমি স্টুডিওতে আটকে আছি। তুমি ডিনার খেয়ে নিও।'

এবার দরজা খুলতেই ও অন্ধকারেই উঠে বললো, 'জনি ?'

ও চাপা স্বর শুনলো, 'হ্যাঁ।'

'আজ খুব খাটুনি গেছে ?' ও বললো।

জনি ভাবলেশহীন ভাবে বললো, 'সেটা তুমি সহজ করে দাওনি।'

'রাগ করেছো ?' ও বললো।

'না, রাগ করিনি। কিন্তু একাজ কেন করলে, ডালসি ?'

ডালসি দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরলো। তারপর আদর করতে করতে বললো, 'ভেবেছিলাম মজা হবে।'

'না এটা মজার ব্যাপার নয়। আমাকে নিয়ে তুমি সুখী নও? ভেবেছিলাম ছবিতে নামার কথা ভুলে গেছো,' জনি বললো।

'ভুলে গিয়েছিলাম,' ডালসি দ্রুত বললো। কিন্তু কোথা দিয়ে বোঝবার আগেই কি হয়ে গেলো। সারাদিন একা একা তোমার আশায় থেকে.........।'

জনির কণ্ঠস্বরে এবার সহানুভূতির ছোঁয়া লাগলো, 'আমি দুঃখিত, ডার্লিং। যাই হোক, এবার আমরা নিউ ইয়র্কে ফিরবো।'

ডালসি জনির দু-বাহুর মধ্যে থেকেই জনিকে ওর প্রথম শিক্ষা দিতে তৈরি হলো। ওর দুচোখে এবার জলের ধারা নেমে এলো।

জনির দুচোখে বিহ্বলতা নামলো, 'ডালসি, প্রিয়া, কি হলো ?'

ডালসি কান্নামাখা গলায় বললো, 'জনি, ডার্লিং, তুমি আমায় ঘেন্না করবে। আমি তোমায় ঠকিয়েছি।'

জনি দুহাতে কাঁধ চেপে ধরলো ডালসির। 'ডালসি, কি বলতে চাও ?'

মুখ তুললো ডালসি। 'কয়েক বছর আগে আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটে। আমি তোমাকে বলিনি, কারণ তাহলে আমায় বিয়ে

না। ডাক্তার বলেছেন আমার কোন সন্তান হবে না।' দুচোখে জল নিয়ে ও বললো।

জনির দুচোখে অদ্ভুত একটা ছায়া নামলো।

'তুমি সন্তান চাইছিলে, ডার্লিং, তাই হতাশ হয়েছো?' ডালসি বললো।

ডালসির মুখ নিজের বুকে চেপে ধরলো জনি, 'সত্যিই কিছু আসে যায় না তাতে।'

কিছুক্ষণ পরে ওর ঠোঁট ডালসির ঠোঁটে চেপে বসলো।

'জনি', ডালসি অন্ধকারে উঠে বসে বললো।

'কি বলো, ডার্লিং?'

'জনি, এই ছবিটা আমায় করতে দাও। আমি সিনথিয়াকে দেখাতে চাই আমার ক্ষমতা আছে। শুধু এই একবারই মাত্র, জনি।'

জনির মনে পড়লো পর্দায় ডালসির মুখ দেখে ও বুঝেছিলো একদিন ওকে ও হারাতে চলেছে। পিটারও ডালসিকে সমর্থন করেছিলো।

ও নরম গলায় বললো, 'শুধু এই ছবিটাই?'

'শুধু এই ছবিটাই,' ডালসি বললো।

'তাহলে তাই হোক।'

'ওঃ জনি, এই জন্যেই তোমাকে এমন ভালোবাসি' দুহাতে জনিকে জড়িয়ে ধরলো ও।

॥ ৯ ॥

পিটার ওর খালি কফির কাপ নামিয়ে এসথারের দিকে তাকালো। 'আমার এটা পছন্দ নয়,' ও বলে উঠলো। 'একেবারেই ভালো মনে হয় না। ডোরিসের মত একজন অল্পবয়স্কা মেয়ে একা ইউরোপে যাবে। এটা ঠিক নয়

হাসলো এসথার। 'মাঝে মাঝে কোন মেয়েরও পারিপার্শ্বিকতা ছেড়ে কোথাও সরে যেতে হয়', ও মেয়ের সমর্থনে এগিয়ে এলো।

'এ কথার মানে কি?' পিটার বলে উঠলো, 'ও কেন সরে যেতে চায়? এখানে সবই চমৎকার।'

এসথার আপন মনেই মাথা ঝাঁকালো। পুরুষেরা এমনই বোকা হয়। পিটারও অন্যদের মত। ও কি দেখতে পায় না ডোরিসের ব্যাপার কি? জনি সেদিন সকালে ওর বউকে নিয়ে এখানে আসার পর ওর আচরণ কেমন হতে চাইছে? ও তাই বললো, 'ডোরিসকে নিয়ে ভেবো না। ও ঠিক থাকবে।'

পিটার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো। 'এ বাড়িতে আমার কথা কেউ শোনে না।' ও বললো। 'আমি শুধুই বাবা, ব্যস, এইটুকুই!'

ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের দোতলাতেই অ্যাল স্যাণ্টোসের অফিস। পিটার বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই সেখানে এসেছিলো। সঙ্গে জনিও ছিলো।

অ্যাল স্যাণ্টোস জনির কথা ভাবছিলো। ওর গর্ব বোধ হতে চাইলো জনির কৃতিত্বের কথা ভেবে। জনির জন্যই আজ ম্যাগনাম তরতর করে উপরে উঠে চলেছে। ও নিজে যা করতে পেরেছে জনিও তাই করেছে।

পিটারের কথা কানে ঢুকছিলো না অ্যালের। ওর অফিসে ছবির জগতের মানুষের আনাগোনা সব সময়েই চলে। ও তাদের টাকাও ধার দিতে অভ্যস্ত। আর তার ফলাফলও ভালোই।

ছবির জগতের উন্নতির সঙ্গে অ্যাল স্যাণ্টোসের ব্যাঙ্ক ব্যবসাও ফুলে উঠেছে। ওর অফিসে তাই লেখা: 'ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স', তলায় লেখা: চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে ঋণ দেওয়া হয়। মূলধন: ৫০,০০০,০০০ ডলার'।

পিটার আর জনি ইতিমধ্যেই জানিয়েছিলো ওরা জর্জের অংশের প্রদর্শনী গৃহগুলো কিনে নিতে চায়।

অ্যাল তাই প্রশ্ন করলো, 'জর্জ বিক্রী করতে চায় কেন?'

'ও নিজের থিয়েটার নিয়েই ভাবতে সময় চায়।'

'তোমাদের থিয়েটার চালাবে কে?'

'জনি', পিটার জনিকে ইঙ্গিতে দেখাতে চাইলো।

অ্যাল জনির দিকে তাকালো, 'এটা ঠিক মত চলবে আশা করো, জনি?'

'অসুবিধা থাকলেও চলবে বলেই আশা রাখি,' জনি জবাব দিলো।

'তাহলে আমারও আপত্তি নেই।'

'ধন্যবাদ, অ্যাল,' পিটার হাত বাড়ালো।

জনি আর পিটার বিদায় নিলে অ্যাল স্যান্টোস তার ডান হাতের মানুষ ভিত্তোরিওকে ডাকলো। 'আমি কেসলারকে দু মিলিয়ন ডলার ধার দিতে চাইছি,' ও বললো।

স্টুডিওতে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত কোন কথা বললো না পিটার। ওকে নিতান্তই চিন্তান্বিত মনে হচ্ছিলো।

স্টুডিওতে পৌঁছতেই জনি বললো, 'ম্যানেজার মারানকে বরখাস্ত করলাম।'

'কে কাজ করবে?' পিটার প্রশ্ন করলো।

'গর্ডন।'

'চমৎকার। এখানকার ব্যবস্থা শেষ হলো, তুমি এবার নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে সব সামলাও, জনি।'

'ডালসি?'

'ছবি শেষ হলে ওকে পাঠিয়ে দেবো।'

জনি ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে জবাব দিলো, 'মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে কোন স্ত্রীকে নিয়ে এখানে আসা চলবে না।' কথাটা বলেই ও হাত

কামড়ালো। দোষটা পিটারের নয়। এই অদ্ভুত ব্যবসাই এর জন্য দায়ী। এরপর কি ঘটবে কেউ জানে না।

॥ ১০

'রক!' আলোকিত ঘরটায় ওর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়েই ফিরে এলো। ও উত্তরের জন্য অপেক্ষায় থাকলেও সেটা এলো না।

চারদিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো ও। কোথাও রকের চিহ্ন নেই। তাহলে কোথায় গেলো সে?

ভাবতে ভাবতেই অফিস-ঘরে ঢুকলো জনি। 'সুপ্রভাত, জেনী,' ও জেনীকে দেখে বললো।

জেনী উঠে এগিয়ে এলো। 'এখন তোমার স্ত্রী যখন এখানে নেই তখন এটা তোমার পাওনা,' বলেই ও জনির ওষ্ঠ চুম্বন করলো।

'হুঁ, এইভাবেই বসের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়?' জনি হাসলো। তারপর বললো, 'রক কোথায়?'

'হয়তো গাড়ি রাখতে গেছে।'

'গাড়ি? কোন গাড়ি? আমি ট্যাক্সিতে এসেছি,' জনি বিহ্বল ভাবে বললো। 'ওকে তো নিউ ইয়র্ক যাওয়ার পর দেখিনি।'

'নিউ ইয়র্ক?' মাথাটা টলে উঠলো জেনীর। ও বুঝলো রোকো ওকে ছেড়ে চলে গেছে।

জনি সেটা লক্ষ্য করেই বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার। জেনী?'

'তুমি—তুমি জানো না?'

'না। বুঝেছি, তুমি আর রোকো তাহলে—।'

মাথা নুইয়ে সায় দিলো জেনী।

জনি ওকে দুহাতে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো। তারপর গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢেলে ওর মুখের কাছে ধরলো। 'রক, এরকম মানুষ নয়, জেনী। সে ফিরে আসবেই। হয়তো কোন কাজেই ও গেছে।' ও জেনীকে সান্ত্বনা জানাতে চাইলো। রকের ব্যবহারে ও নিজে যদিও একটু আশ্চর্য হয়ে গেলো।

মঙ্গলবারের রাত, সাধারণতঃ জেনের পক্ষে একটু বেশি রাত পর্যন্ত অফিসে থাকারই রাত। চিঠিপত্রের সংখ্যাও ওই দিন প্রচুর হতে চায়। রাত প্রায় আটটার সময় ক্লান্তভঙ্গীতে জেনী হাই তুললো।

দরজায় শব্দ শুনে ও মুখ তুলে তাকালো।

আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে যেতেই দেখা গেলো রোকো সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখে আধো লজ্জিত হওয়ার ভাব ফুটে উঠেছে। পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো রোকো।

জেনীর দুটো হাতই ওর অজান্তেই বুকের উপর উঠে এলো। মনের মধ্যে ওর ততক্ষণে তুফান উঠেছে—ও চলে যায় নি। ও চলে যায় নি!—'রোকো, রোকো, রোকো' বলেই ও রোকোর বাহু বন্ধনে ধরা দিলো।

'সোনা,' রোকো ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে চাইলো।

জেনী ওর ওষ্ঠ রোকোর ওষ্ঠে চেপে ধরলো, 'মন ঠিক করে ফেলেছো প্রিয়তম?' ও বললো।

'হ্যাঁ, মন ঠিক করে ফেলেছি।'

'কি করছো এবার?' জেনী প্রশ্ন করলো ওর নজর পড়লো রোকোর জামার পকেটে ছোট লাল অক্ষরে লেখা 'হোটেল স্যাভয় বারবার শপ'।

জেনী মুখ তুলতেই রোকো বললো, 'এই ঝামেলা আমার জন্য নয়। আমি আমার কাজেই খুশী। এতে কোন ভুল আছে?'

'না রোকো। তুমি সুখী হলেই আমার সুখ। কিন্তু জনি পছন্দ করবে না।'

'জনির কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, জেনী। কিন্তু কি ভাবছো তুমি?'

'ভাবছি কবে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে?'

'তোমার জবাব তৈরি আছে?' হাসলো রোকো।

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে দেরী করছি কেন?' হাত বাড়ালো রোকো।

ওরা কোচে বসে থাকার সময় জনি অফিস ঘরে প্রবেশ করলো।

রোকো হাসিমুখে জনির দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরতেই জনি বলে উঠলো, 'আমাদের এভাবে ভয় দেখানোর মানে কি রক? কি করে চলেছো?'

'কাজ করছিলাম,' রোকো শান্তস্বরে জবাব দিলো।

'কাজ করছিলে? কোথায়? নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছো,' জনি হেসে উঠলো।

'না ঠাট্টা নয়। আমি মন ঠিক করে ফেলেছি। এখানে আমার স্থান নেই। আমি চুল ছাঁটাইয়ের দোকানে কাজ করছি।'

'কি যা তা বলছো?' জনি বলে উঠলো। 'এখানে তুমি আমার কাছে কাজ করছো।'

'আমাকে যা দিচ্ছো তার চেয়ে কমেই ফাইফরমাস খাটার লোক পাবে, জনি।'

জনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'আমি দুঃখিত রক। আমার বোঝা উচিত ছিলো। বেশ তাহলে নিজের ব্যবসাই খোলো না কেন, আমি সাহায্য করবো।'

'তার প্রয়োজন নেই, জনি। আমার বারো হাজার ডলার

আছে। আমি নিজেই হয়তো সেলুন খুলবো। শুধু অনুরোধ তোমার চুল আমার কাছেই ছাঁটবে।'

হাসতে চাইলো জনি। 'তাই করবো, রক।'

'তোমার আপত্তি আছে যদি জেনীকে বাড়ি নিয়ে যাই? অনেক কথা বলার আছে।'

জনি হাসলো 'তুমি ভালোই জানো কোন আপত্তি নেই।'

'তাহলে শুভরাত্রি।'

জেনী আর রোকো হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে গেলে জনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

ট্যাক্সি হোটেলের সামনে থামতেই দুজনে নেমে দাঁড়ালো।

'কাল দেরী কোরো না, ডালসি,' ফন এলস্টার হাসলেন। 'বেশ কিছু দৃশ্য তুলতে হবে।'

ডালসি ওর দিকে তাকিয়ে হাসলো। 'এখন বেশি বেলা হয়নি কনরাড,' ও বললো, 'উপরে এসে একটু পান করতে আপত্তি আছে?'

ফন এলস্টার আশ্চর্য হয়েই তাকালেন। তিনি অবাক হয়ে ভাবলেন এ আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কি। মুখে বললেন, 'চমৎকার।'

ফন এলস্টারকে ঘরে বসিয়ে ডালসি বললো, 'তাক থেকে পানীয় ঢেলে নিন, আমি স্নান করে আসছি।'

'ঈশ্বরের শপথ!' কথাটা উচ্চারণ করেই সটান উঠে বসলেন ফন এলস্টার। তার সামনেই দণ্ডায়মানা ডালসির দেহে পাতলা একটা রাত্রিবাস, সেটা ভেদ করে ওর শরীরের প্রতিটি সূক্ষ্ম রেখাই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়ে চলেছে।

স্তব্ধ হয়ে ডালসির হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ফন এলস্টার। কথা বলার ক্ষমতাও তার নেই। শেষ পর্যন্ত সেটা খুঁজে পেয়ে বললেন, 'তুমি সুন্দরী, ডালসি, তাছাড়া এক সাঙ্ঘাতিক রমণী।'

ডালসি হাসির রোল তুলে বললে, 'সত্যিই তাই, কনরাড ?'

'হ্যাঁ। আর হয়তো আমার দেখা সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক রমণী,' ফন এলস্টার কথাটা বলেই কাঁধে হাত রাখলো ডালসির। ওর হাতের স্পর্শে ডালসির রাত্রিবাস কাঁধের দুপাশে খুলে পড়তেই কোমর পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে পড়লো ওর। ওর জবাবে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন ফন এলস্টার।

'তোমার মধ্যে আগুন জ্বালাতে পেরেছি, কনরাড ?'

জনি ফোনটা বেজে উঠতেই রিসিভার তুললো। 'হ্যাল্লো!'

অপারেটরের গলা শোনা গেলো, 'ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আপনার কল আছে।'

'হ্যাল্লো, জনি!' ডালসির কণ্ঠস্বর এবার ভেসে এলো।

'ডালসি! কেমন আছো, ডার্লিং ?' জনি বললো।

'ওঃ, জনি তোমার কথা বারবার মনে পড়ছে। তুমি এখানে থাকলে ভালো হতো।'

'ছবি কেমন হলো ডালসি ?'

'খু-উ-ব ভালো।'

'বিদায়, ডার্লিং,' জনি বললো, 'আজ বিশ্রাম নাও, কেমন ?'

ফন এলস্টার ওকে ফোন নামিয়ে রাখতে দেখে বললো, 'উনি তোমাকে ছবিতে থাকতে দেবেন না, ব্যাপারটা বড়ই খারাপ।'

'কে বলেছে ছবিতে থাকবো না ?' ডালসি হাসলো।

'মাপ করো, ডালসি, যা ভেবেছি তার চেয়েও তুমি বড় অভিনেত্রী।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো ডালসি। ও কোনদিন ভালোবাসেনি জনিকে, ও ওকে একটা কারণেই বিয়ে করেছে, ও যা চায় তাই পেতে। ও এক পুরুষে সন্তুষ্ট নয়, ও চায় দুনিয়ার সব পুরুষই ওকে আশা করুক।

তাই ওরা করবে। যখন ওর ছবি দেখানো হবে।

পরবর্তী ঘটনা

১৯৩৮

শুক্রবার

এমন একটা দিনে আমার বিছানায় শুয়ে থাকাই উচিত ছিলো। শুক্রবার আমার জন্য নয়।

ব্যাপারটা সকালেই শুরু হলো পিটারের বাড়িতে গেলে। ওরা তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দিলো না। পিটারের জ্বর বেড়ে উঠেছিলো। আমি তাই এসথার আর ডোরিসের মনোবল চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টাই করলাম।

বেলা ছুটোর সময় আমি অফিসে ফিরে এলাম। টেবিলে ল্যারীর চিরকুট পেলাম: 'অফিসে ফিরে আমাকে ডেকে পাঠিও'। সেই মত ফোন করলাম ও জানালো, 'স্ট্যান আর আমি তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই।'

'চলে এসো,' বললাম।

একটু পরেই ও ফারবারকে নিয়েই ঢুকলো।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করলাম।

রনসেন সোজাসুজি বললো, 'আগামী বুধবার আমি নিউ ইয়র্কে বোর্ডের সভা ডাকবো ঠিক করেছি। আমার মনে হয় স্ট্যানের অবস্থা আমাদের এখনই ঠিক করা দরকার।'

আমি তখনও হাসছিলাম। 'কথাটা ভালোই,' বললাম, 'তোমার পরিকল্পনা কি?'

'আরও একটা কথা,' রনসেন অস্বস্তির সঙ্গে বললো, 'ডেভের জন্যও একটা নির্দিষ্ট পদ দরকার। অনেক দিন কাজ করেও ও না মাছ না মোরগ, ওর কাজ কি কেউ জানে না।'

'আমি জানি ওকে কি করতে হবে, তবে তোমাদের মত হবে কিনা জানিনা,' বললাম।

'আ—আমি চাই ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়ে উৎপাদনের ভার নিক,' রনসেন বললো।

ওর দিকে তাকালাম। 'শুনতে ভালোই লাগে। এরকম মেট্রোতে ছিলো বটে, টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সেও সেটা ছিলো। কিন্তু এই ছোকরা জানে কি? তাছাড়া ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের একজন প্রোডাকশান ম্যানেজার আছে। সে তার কর্তব্য জানে।'

রনসেন ফারবারের দিকে অস্বস্তির সঙ্গে তাকিয়ে নিয়ে আবার বললো, 'উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই, জনি। এটা শুধু একটা পদই মাত্র, ওকে একটু গুরুত্ব দেওয়া।'

'এর জন্য কি দাম দিতে হবে, স্ট্যান?' আমি নরম গলায় প্রশ্ন করলাম।

ল্যারী বলে উঠলো, 'বোর্ডের সভায় স্ট্যান আর ডেভ নির্বাচিত হবে। ওর কিছু ধ্যান-ধারণা আছে।'

'কি ধ্যান-ধারণা জানতে পারি?' বললাম।

'এক মিনিট, জনি,' রনসেন বলে উঠলো, 'তুমি পক্ষপাতদুষ্ট, কিন্তু বোর্ড নীতিগতভাবে এটা মেনে নিয়েছে।'

আমি ওর দিকে তাকালাম, 'আমিও বোর্ডের সদস্য, তবু জানতে পারলাম না কেন?'

'আ—আমরা যোগাযোগের চেষ্টা করেও পারিনি।'

'এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এর দায়িত্ব আমার তাই এর নীতি ও উৎপাদন নীতিও আমার দায়িত্ব। তোমার দায়িত্ব, ল্যারী, এর অর্থনীতি দেখা, অন্য কিছুই নয়। তোমার অতীত কি? এ ব্যবসায় তুমি কিছুই জানো না। তোমার অভিজ্ঞতা শুধু টাকা। বোর্ডের অন্য সব মাননীয় সদস্যদের এবার দেখা যাক,' আমি আঙ্গুলে গুনতে চাইলাম। 'তারা ছবির ব্যবসা সম্বন্ধে কি জানে? একজন

ব্যাঙ্ক ব্যবসার লোক, একজন ওয়াল স্ট্রীটের দালাল, একজন খাবার প্যাকেট করা কোম্পানীর মানুষ, আর একজন হোটেল ব্যবসার লোক।'

ওরা আমার আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বললাম, 'আরো বলে যাবো, ভদ্রমহোদয়গণ ? না এই যথেষ্ট ?'

আমার কণ্ঠস্বর শীতল হয়ে এলো, 'কার্যকরী তত্ত্বাবধানের কাজে আমি এরকম অযোগ্যতা সহ্য করবো না। এটা চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান আর অতি কঠিন সময়ের মধ্যে এটা চলেছে। এর প্রয়োজন অভিজ্ঞ কর্মী, সখের কর্মী নয়। যে টাকা ঢেলেছো সেটা রক্ষা করতে চাইলে আরও টাকা কোথায় পাওয়া যায় সেটাই দেখার চেষ্টা করো, আর আমার কাজ আমায় করতে দাও।'

জবাব দিতে গেলে ল্যারীর গলা রাগে কাঁপছিলো। সব নম্রতা দূর হয়ে সেখানে হিংস্রতাই ফুটে উঠলো ও যখন জবাব দিলো। 'জনি, তোমার যাই মত হোক, বোর্ড ইতিমধ্যেই স্ট্যানের মত মেনে নিয়েছে। আমরা সেটা কার্যকর করবো। তারাই কোম্পানী চালাচ্ছে, তুমি নও। এটা কেসলারের আমলের একজনের প্রতিষ্ঠান নয়। যদি তোমার নিজস্ব মত থাকে সেটা ভুলে যাও।' রাগে ও উঠে দাঁড়ালো।

আমি সহজ ভঙ্গীতেই তাকালাম। এ ধরনের ভাষাই আমি ভালো বুঝি। সোজা কথা। আমি সহজ গলাতেই বললাম, 'তুমি আর তোমার ছেলেরা এই কাজে তিন মিলিয়ন নষ্ট করেছো। আমাকে ভেবে দেখতে হবে যাতে এভাবে টাকা ভস্মে ঢালা না হয়।'

ওদের মুখে এবার ভয় নামতে দেখে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো। তবু সহজ গলায় বললাম, 'এবার তোমাদের বক্তব্য কি ?'

ওরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

আমি জানতাম ওদের আমার কাছে আসতে হবে। তাই একটু ঝুঁকে বললাম, 'আমি অযৌক্তিক কথা বলতে চাই না। আমি চাই

স্ট্যান বোর্ডে নির্বাচিত হোক আর ডেভকেও আমি সুযোগ দিতে চাই। তবে ওকে পরীক্ষা করতে হবে, কারণ এ কাজে ঝুঁকি আছে।'

ফারবার আমার দিকে তাকালো। ওর মুখে নানা রঙের খেলা। ও বলে উঠলো, 'এটা ভেবে দেখবো।'

রনসেনও লাফিয়ে উঠলো। ওরা ঘর ছেড়ে যেতেই বুঝলাম দুজনকেই শত্রু করে তুলেছি। যাক, এ নিয়ে ভাবতে চাই না। এই ব্যবসাটাই এই রকম।

ডোরিস নিশ্চুপ হয়েই গাড়ি চালিয়ে চলেছিলো। গাড়ির রেডিওয় একটা গান বেজে চলেছিলো।

গাড়ি থামতেই দুজনেই একসঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে হেসে ফেললাম। আশ্চর্য কথা দুজনেই ডালসির প্রসঙ্গেই বলতে চাইছিলাম।

'কি বলতে চাইছিলে?' হেসে প্রশ্ন করলাম।

'কিচ্ছু না,' ডোরিস বললো।

'কিছু বলতে চাইছিলে আমি জানি। কি সেটা?'

'তুমি ওকে ভালোবাসতে?'

বাইরের দিকে তাকালাম। সত্যিই ডালসিকে ভালোবেসেছি? ওকে কোনদিন বুঝতে পেরেছি? ওকে যদি বলি 'না' তাহলে ডোরিস বিশ্বাস করবে না। তাই বললাম, 'একদিন ওকে ভালোবেসেছি—একদিন।'

ও আবার চুপ করে গেলো। তারপর আবার বললো, 'জনি, ও কেমন ছিলো? ওর সম্বন্ধে এত গল্প শুনেছি।'

ও কেমন ছিলো। আমিও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 'তুমি গল্প শুনেছো?' বললাম।

'হ্যাঁ—ওগুলো সব সত্যি?'

'মানে—হ্যাঁ, সবই সত্যি,' জবাব দিলাম।

'খুবই আঘাত পেয়েছো ?' ও নম্রস্বরে বললো।

না, এখন আর তা লাগছে না। মনে পড়লো যেদিন ওয়ারেন ক্রেগকেও বিছানায় দেখেছিলাম। এখনও যেন ওকে চিৎকার করতে শুনতে পাচ্ছি। কোন স্ত্রীলোকের মুখ থেকে এটা শোনা যায় না। তারপরেই নীরবতা নেমে আসে যখন ওকে আঘাত করি। পাগলের মত ও চিৎকার করে চলেছিলো মেঝেয় নগ্ন অবস্থায় পড়ে থেকে। ও বলে উঠেছিলো ঃ 'কোন খোঁড়ার কাছে এটাই আশা করেছিলাম।'

'না, আঘাত পাইনি এতে,' বললাম। 'আঘাত পাই অনেক পরে যখন বুঝেছিলাম এতোগুলো বছর হারিয়ে গেছে।'

'কি সেটা ?' তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো ডোরিস।'

'তুমি।' ওকে আলতো চুম্বন করলাম। 'তখন আমার ভয় ছিলো।'

'আর তোমার ভয়ের কারণ নেই, প্রিয়তম,' ও বললো।

বাড়িতে ঢোকার মুখে ডোরিস আমার দিকে এবার অদ্ভুত চোখে তাকালো।

'জনি, তুমি এখানে এসে ঝামেলায় পড়েছো, তাই না। তোমাকে আসতে বলা আমার উচিত হয়নি,' ও বললো।

'আমি অন্যকিছু ভাবতে পারতাম না, প্রিয়া', বললাম। 'যদি ম্যাগনাম ছাড়তে হতো তবুও না। তোমার কাছে আসা আর পিটারকে দেখার চেয়ে বড় আমার কাছে কিছুই নেই।'

ডোরিস ভিতরে যেতেই আমি ববকে ফোন করলাম, 'বব, জনি বলছি।'

ওকে ক্রুদ্ধ মনে হলো যখন ও বললো, 'আমার ধারণা ছিলো সবই আমাকে বলেছো। ' সবই গোলমাল হয়ে গেছে।'

এবার আমিও রেগে উঠলাম, 'কি ব্যাপার চলেছে ?'

'তুমি জানো না ? ওরা দুজনেই কাজে লেগেছে। রিপোর্টার

থেকে এইমাত্র বিলি জানিয়েছে নিউ ইয়র্কে ডাইরেক্টর বোর্ডের এক বিশেষ সভায় রথ আর ফারবারকে মনোনীত করা হয়েছে আর রথকে ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়েছে।'

'ঠিক, আছে, বব, এখন কিছু কোরো না আমি তোমার সঙ্গে দেখা করছি।' ফোন নামিয়ে রাখলাম।

ডোরিস এসে দাঁড়িয়েছিলো। 'কোন গণ্ডগোল, জনি?'

আমি সায় দিলাম। গণ্ডগোলই বটে! আমি এটা মেনে নিলে শেষ, না মেনে নিলেও তাই। একটা দিনই গেলো! কালো শুক্রবার!

বিছানায় শুয়ে থাকাই উচিত ছিলো আমার।

ত্রিশ বছর

১৯২৫

॥ ১ ॥

পিটার দরজা খুলে ওদের ঢুকতে দিলো, তারপর নিজে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। ঘরের এককোণে চুল্লীতে আগুন জ্বলছে, একটা অদ্ভুত লালচে-হলুদ আলোই তা থেকে বেরিয়ে আসছিলো।

'এইসব বড় বড় পার্টি আমাকে দুর্বল করে দেয়,' পিটার বসতে বসতে বললো।

'তোমার মনের কথা বুঝেছি,' উইলি বর্ডেন বললো। 'এই জন্যই আমিও নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছি। এ ধরনের জীবন আমার পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা যেন প্রচারের যুগে ক্রীতদাস।'

'কিন্তু এটা ছাড়াও বাঁচা যায় না', স্যাম শার্প বলে উঠলো।

পিটার পানীয় ঢেলে দিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, খুবই ক্লান্ত বোধ করছি।'

'হয়তো বেশি খাটুনি যাচ্ছে,' বর্ডেন বললো।

'ঠিক তা নয়,' পিটার বললো। 'মনটা ঠিক নেই। গত পরশু জনি এখানে আসার পর থেকেই ভাবনায় পড়ে গেছি।'

ওরা দুজনেই জানতো পিটার কি বলতে চাইছে।

'ওর স্ত্রী ?' শার্প প্রশ্ন করলো।

পিটার ক্লান্তভাবে সায় দিলো।

'এরকম মেয়েমানুষ আমি আগে দেখেছি,' বর্ডেন বলে উঠলো, 'এই ব্যবসায় এটা এড়ানো যায় না, তবে ওর মত খারাপ স্ত্রীলোক আমি দেখিনি। আর ওর সম্বন্ধে গল্প। অবিশ্বাস্য!'

'মানসিক রোগের ব্যাপার,' স্যাম সোজা বলে উঠলো। 'ও যদি এইভাবেই চলে তাহলে হলিউডে একজন পুরুষও থাকবে না যার সঙ্গে ও একত্রে শোয়নি।'

পিটার ওদের দিকে তাকালো। 'তোমরা এর অর্ধেকটাও জানো না। ও যদি নিজের শয্যাতেই থাকতো তাহলে সমস্যা ছিলো না, কিন্তু যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়ে ওর ইচ্ছে হলেই হলো। কয়েকদিন আগে একটা লোক এসে আমাকে একটা ছবি দেখিয়ে ছিলো। ছবিটা ডালসির। সে অর্ধনগ্ন অবস্থায় স্টুডিওর এক কর্মচারির সামনে দাঁড়ানো। লোকটাকে ছবি আর নেগেটিভের বদলে হাজার ডলার দিয়েছিলাম। ছবিটা আমি ডালসিকে দেখিয়ে বলি "তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত, ডালসি। লোকে যাতা বলবে।"

' "ও বলেছিলো 'লোকে বলবেই"।

'কিন্তু আমি বললাম, "জনির কথা ভাবো, তোমার এমন চমৎকার স্বামী, সে যদি জানতে পারে? ওর মনের ভাব কেমন হবে?'

"কে ওকে বলে দেবে? তুমি?" ও বলেছিলো।'

'আমি জবাব দিইনি। কারণ ও জানতো আমি কখনই জনিকে বলতে পারবো না। তারপরেই ও কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো "আমি খুব ভাবপ্রবণ, পিটার বিশ্বাস করো। জনির আঘাত শুধু ওর পায়ে নয়—। ও কিছুই করতে পারে না।"

'বেচারি জনি,' বর্ডেন উঠলো। 'সত্যিই তাই?'

'না,' পিটার বললো। 'ও মিথ্যা বলেছিলো, আমি ডাক্তারের কাছে জেনেছি।'

'ভাবছি জনি জানলে কি হবে?' স্যাম বলে উঠলো।

'ভাবতে ভয় পাচ্ছি,' পিটার বললো, 'ও জনিকে শতকরা একশ ভাগ ঠকিয়েছে।'

'সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার একটা ভালো মেয়ের এরকম ক্ষমতা থাকে না কেন? এরকম কুত্তীর এতো প্রতিভা থাকা অনুচিত।'

'দুনিয়ার নিয়মই এই, ভালোদের লড়াই করতে হয় আর খারাপ যারা তারা হাত বাড়ালেই সব পেয়ে যায়।' পিটার বললো।

পিটার একটা চেয়ারে বসে এসথারের দিকে তাকালো। এসথার এগিয়ে এসে বললো, 'আমাদের বাড়িটায় কি হয়েছে জানি না।'

'কিছুই হয়নি। এ বাড়িটা প্রাচীন ধরনের আর ছোট, এই যা। ভুলে যেও না এটা যুদ্ধের আগেই তৈরি করেছিলাম,' পিটার বলে উঠলো। 'ইচ্ছে হয় বেভারলি বিলে একটা বাড়ি বানাই, তাতে সাঁতার-দিঘী আর টেনিসের মাঠ থাকবে।'

'তাহলে বুড়ো বয়সে সাঁতারু আর দৌড়বাজ হতে চাও?' এসথার হেসে উঠলো।

হঠাৎ মোটর গাড়ির শব্দ শোনা যেতেই পিটার বলে উঠলো, 'কে?'

'নিশ্চয়ই মার্ক,' এসথার জবাব দিলো।

'মার্ক এতো রাত পর্যন্ত বাইরে কেন? ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে,' পিটার গম্ভীর হয়ে বললো।

ডোরিস বিছানায় শুয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলো। আকাশের গায়ে চুমকির মত তারাগুলো ফুটে রয়েছে, চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছে জানলার উপর। শান্ত রাতের অবসরে কানে আসছে শুধু একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। বহুদিন পরেই একটা শান্ত নির্লিপ্ততা ভাব ডোরিসের মনে জেগে উঠতে শুরু করেছিলো।

ওর মনে পড়লো জনি এলে ওর মা ওকে বলেছিলো, 'জনির সঙ্গে দেখা করে কথা বল। ও তোকে কামড়াবে না।'

ইতস্ততঃ করেই ও তাই করেছিলো। প্রথমে নিজেকে কেমন অদ্ভুত লেগেছিলো ওর। ও ভাবছিলো জনি কি বুঝতে পেরেছিলো ও ওকে এড়িয়ে চলতে চাইছিলো।

ওর মা ঠিকই বলেছিলো। ভয় পাওয়ার কিছুই ছিলো না। ও ছায়ার কাছ থেকেই পালাতে চাইছিলো।

আচমকা ও অনুভব করলো উষ্ণ অশ্রুধারায় ওর গালদুটো ভিজে যাচ্ছে। মার অনুভূতি বুঝে নিয়ে ও অবাক হয়ে গেলো।

এই প্রথম ও স্বপ্নহীন, গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো।

জনি ওর কাঁধে মাথা রাখা ডালসির দিকে তাকালো। ওর চুলের মিষ্টি গন্ধ জনির নাকে এসে লাগলো। ও আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলো, 'ডালসি জেগে আছো?'

জনির দুবাহুর মধ্যে একটা বিড়ালের মতই নড়ে উঠে বললো, 'উঁহু।'

অন্ধকারের মধ্যে হাসলো জনি। 'সাংবাদিক ম্যারিয়ান অ্যাণ্ড্রুজ তোমার সম্বন্ধে আমাকে সাবধান করতে চাইছিলো।'

ডালসি টান টান হয়ে উঠে বসলো। 'ও—ও কি বলেছে?'

জনি ডালসির দিকে তাকালো। 'উত্তেজিত হওয়ার মত কিছু নয়,' ও জবাব দিলো। 'ও শুধু বলেছে বহু লোকই তোমার জন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে আমাদের ক্ষতি করতে পারে।'

'হুঁ, লোকেরা এরকম বলেই থাকে,' ঘুম জড়ানো গলায় বললো ডালসি।

॥ ৩ ॥

দুহাতে একতাড়া কাগজ নিয়ে ঢুকতেই ক্যারল রেগিনকে খুবই বিব্রত মনে হলো। ও জনির সামনে কাগজগুলো রেখেই বলতে চাইলো, 'সকালের ডাকে আরও একশ পঁয়ত্রিশটা এসেছে।'

জনি মুখ তুললো, 'আরও বাতিলের খবর ?'

রেগিন সায় দিলো, 'একবার দেখুন। ওদের সকলের সঙ্গেই প্রায় কথা বলেছি। সকলেই জবাবে বলেছে "অন্ধকারের দিক থেকে বাইরে আসুন। সবাক ছবি কবে বানাচ্ছেন সেই কথাই বলুন।"

'মরিসের সঙ্গে কথা বলেছো ?' জনি জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ। তারও ওই একই জবাব। সবাক ছবি চাই।'

'সেই ব্যাণ্ডিটের প্রথম পরিবেশক,' তিক্ত কণ্ঠে বললো জনি। রেগিন জনির দিকে তাকালো, 'আমি জানি। কিন্তু কি করবো ? যতবার কোন হলে নির্বাক ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছি ততবারই দর্শকরা এড়িয়ে গেছে। তারা একবাক্যে বলেছে কথা বলা ছবি চাই। সকলেই তাই চায়, একমাত্র পিটার ছাড়া।' রেগিন ঝুঁকে পড়লো। 'আমি বলছি; জনি, পিটারকে যেভাবে পারো রাজি করাও না হলে বাজি রেখে বলছি ব্যবসায় টিঁকতে পারবে না।'

জনির মনে পড়লো ওয়ার্নার বাদার্স যখন 'জ্যাজ সিঙ্গার' নামে প্রথম কথা বলা ছবি প্রচার করেছিলো। ছবিটা চলচ্চিত্র জগতে তুমুল আলোড়ন তুলেছিলো। একের পর এক সবাক ছবি আসতে শুরু করলো এর পর থেকেই। শুধু পিটার ওর পুরনো গোঁ ধরে নির্বাক ছবি তুলতে লাগলো। এর পর থেকে ওদের চুক্তি বাতিল হতে শুরু করে, কোন পরিবেশকই আর নির্বাক ছবি নিতে চায়নি।

জনি তাই বললো, 'আমি পিটারের সঙ্গে কথা বলবো।'

রেগিন বিদায় নিলে চিন্তা ঘিরে ধরলো জনিকে। পিটারকে রাজি করানো সত্যিই কঠিন। ও মন বদলাতে চায় না। কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল রাখতে হলে এছাড়া পথও নেই। লক্ষ লক্ষ ডলার এর সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে প্রায় আট মিলিয়ন ডলার। যদি সবাক ছবি করতে হয় তাহলে এটাই প্রয়োজন হবে।

জনি এবার উঠে দাঁড়ালো। সবাক ছবি ওকে করতে হবেই, টাকা না থাকলেও। যে ভাবেই হোক একটা পথ বের করতেই হবে।

॥ ৪ ॥

টুপি আর কোট তুলে নিয়ে জনি বেরোতে যেতেই জেনী বলে উঠলো, 'ভুলে যেও না ছুটোর সময় রোকোর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।'

জনি হাসলো, 'তুমি কাছাকাছি থাকলে ভুলে যাওয়ার উপায় আছে ?'

জেনী হেসে জবাব দিলো, 'সে আমার স্বামী তো।'

এক মুহূর্ত জনি ওদের ঈর্ষাই করতে চাইলো। ডালসির সঙ্গে ওর ব্যবহার আদৌ এরকম হতে চায় না।

রাস্তায় বেরিয়ে জনি হোটেলে পৌছলো তারপর ভোজনকক্ষে নিরিবিলিতে একটা টেবিল বেছে নিলো। পাশেই রাখা একটা খবরের কাগজ তুলে নিয়ে চলচ্চিত্রের পাতায় নজর দিতে চাইলো ও। ওর নজর আটকে গেলো সাংবাদিক ম্যারিয়াম অ্যাণ্ড্রুজের প্রতিবেদনের উপর :

'ওয়ারেন ক্রেগ দম্পতি বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চলেছে। আমি

সিনথিয়ার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সে বলেছে কথাটা সত্য। কারণ কাজের জন্য ওয়ারেনকে প্রায়ই হলিউডে থাকতে হয়। আমি ওদের ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু জানি কিছুই হবার নয়। ইতিমধ্যে শোনা গেছে ওয়ারেন অন্য এক তরুণীর প্রেমাসক্ত। সে একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেত্রী। ব্যাপারটি খুবই খারাপ।'

জনি পাতা উল্টে গেলো। ওর মনে হলো ওদের অবস্থা সেদিক দিয়ে ভালোই। ডালসির সঙ্গে ওর মনোমালিন্য নেই।

পরের পাতাতেই হলিউডের এক অনুষ্ঠানের ছবি। ডালসি আর ওয়ারেন ক্রেগ হাত ধরাধরি করে হাসিমুখে উপবিষ্ট। ওর নিচে লেখা:

ম্যাগনামের সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'ডে অব মোর্নিং'-এ ডালসি ওয়ারেন আর ওয়ারেন ক্রেগ। মিস ওয়ারেন ম্যাগনামের প্রধান কর্মকর্তা জনি এজের স্ত্রী। মিঃ ক্রেগ সবেমাত্র তার স্ত্রী প্রথিতযশা মঞ্চাভিনেত্রী সিনথিয়া রাইটের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছেন। মিস ওয়ারেন আর মিঃ ক্রেগ পরস্পর আত্মীয়।

জনি নিজের মনেই হাসতে চাইলো। ডালসি ওকে বলেছিলো ওয়ারেনের সঙ্গে ওর ছবি তোলা প্রচারের জন্যই দরকার। ওরা ঠিকই করেছে।

জনি দ্রুত অফিসে ফিরে এসে বিল বর্ডেনকে ফোন করলো। বিল ফোন ধরতেই ও বললো, 'বিল, তুমি কি এখনও আমাদের থিয়েটার কেনায় আগ্রহী আছো?'

'হ্যাঁ', বর্ডেন জবাব দিলো। 'পিটার রাজি হবে?'

'তাকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার। বিশেষ করে তোমার চেকটা ওর নাকের ডগায় ধরলে ও রাজি হবে।'

'কিন্তু ও রাজি হবে কিনা না জেনে কি করে চেকটা দেবো?'

'মনে রেখ, বর্ডেন ওগুলোর দাম আট মিলিয়নের কম নয়। তুমি দেবে ছ' মিলিয়ন মাত্র,' জনি বললো।

'ঠিক আছে আমি রাজি, জনি.' বর্ডেন জবাব দিলো।

জনির এবার ইচ্ছে হলো ডালসিকে ফোন করে। তার পরেই ও ঠিক করলো ফোন না করে ও তাকে চমকেই দেবে।

॥ ৫ ॥

জনি পিটারের বাড়িতে পৌঁছতেই শুনলো পিটার শুয়ে পড়েছে। ও পরিচারককে দিয়ে পিটারকে লাইব্রেরী ঘরে নেমে আসতে জানালো।

ঘরের মধ্যে চুল্লীটা প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছিলো। অস্পষ্ট একটা লালচে আলো ওটা থেকে বেরিয়ে আসছিলো। গ্লাসে কিছুটা পানীয় ঢেলে নিলো জনি।

পিটার ভীত মুখেই ঘরে ঢুকলো। 'এখানে কি করছো, জনি?' ও বলে উঠলো। 'আমি বিশ্বাসই করিনি তুমি এসেছো।'

জনি গ্লাসের তরল পানীয়টুকু গলায় ঢেলে নিয়ে বললো, 'আমি এসেছিলাম দেখতে তোমার ডাচ মাথায় কিছু বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারি কি না।'

পিটার হাঁফ ছাড়লো। 'ওঃ আমি ভাবলাম সাংঘাতিক কিছু ঘটেছে।'

'যুক্তি না মানলে সাংঘাতিক কিছুই ঘটবে,' জনি জবাব দিলো।

পিটার মুখ তুললো, 'ব্যবসার কথা? তাহলে কাল সকালেই বলা যাবে।'

'না, আমি আজই বলতে চাই,' কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই জনি কাশতে শুরু করলো।

পিটার পিছনে তাকিয়ে এসথারকে বললো, 'গরম কিছু পান করার মত পাওয়া যায় কিনা দেখো।'

এসথার বেরিয়ে যেতেই দুহাতে মাথা টিপে ধরে জনি বলে উঠলো, 'কিছু দরকার ছিলো না, কথা শেষ করেই আমি বাড়ি যেতে চাই।'

পিটার অদ্ভুত গলায় প্রশ্ন করলো, 'ডালসি অপেক্ষা করে থাকবে?'

জনি মাথা নেড়ে জবাব দিলো, 'না। আমি ওকে একটু অবাক করে দিতে চাই।'

পিটার বাইরে তাকালো। 'এরকম রাতে বাইরে যাওয়া উচিত নয়। বরং কাল সকালেই ওটা কোরো।'

'না.' জনি বলে উঠলো। 'ঝড় কেটে গেছে।'

এসথার গরম কফিসহ ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকেছিলো। ও দুজনের হাতে কফির কাপ তুলে দিলো।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে জনি বলে উঠলো, 'আমাদের সবাক ছবি তৈরি করতে হবে।

পিটার ক্রুদ্ধভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো. 'এ ব্যাপারে ইতি টানা হয়ে গেছে। আমি তৈরি করছি না।'

জনি ওর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো, 'ইতিমধ্যেই এক হাজার চুক্তি বাতিল হয়ে গেছে, সবাক নয় বলে। রেগিন চলে যেতে চাইছে।'

'এ অবস্থা থাকবে না,' পিটার বলে উঠলো। আমরা যেসব ছবি তৈরি করেছি তার কি হবে? ছুঁড়ে ফেলে দেবো?'

'আমরা টাকা ওগুলো থেকে পাবো না পরিবেশকরা যদি ওগুলো না নেয়।'

'ওরা নেবে না ভাবছো?' পিটার বললো।

'না, ওরা নেবে না।'

'তাহলে—তাহলে আমি শেষ হয়ে গেলাম,' হতাশ ভঙ্গীতে বসে পড়লো পিটার। এসথার ওর হাত ধরতেই টের পেলো সে দুটো বরফের মতই ঠাণ্ডা।

'যদি সবাক ছবি বানাতে পারি তাহলে নয়,' জনি জবাব দিলো।

'কিভাবে সেটা সম্ভব? আমাদের সব টাকাই ওতে লগ্নী করা আছে।'

'ওয়ালস্ট্রীটে যেতে পারো, যেভাবে বর্ডেন গেছে,' জনি জানালো।

পিটার মাথা নাড়লো, 'না, অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'হয়তো এটা তোমার সমস্যা সমাধান করবে,' বলে জনি পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে ধরলো।

'কি ওটা,' বলেই পিটার খামটা নিয়ে দেখে বললো, 'বর্ডেন ছ' মিলিয়ন দিতে চায় কেন?'

'ম্যাগনামের থিয়েটার গুলোর জন্যই।' জনি বললো।

'কিন্তু এগুলোর দাম আট মিলিয়নের কম নয়,' প্রতিবাদ করে উঠলো পিটার।

জনি দেখলো চেকটা পিটার শক্ত করেই ধরে আছে, ও প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য করতে চাইলে ওটা ফিরিয়েই দিতে। ও তাই নম্রস্বরেই বললো, 'আমাদের দরাদরির সময় নেই। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া। হয় চেকটা নিতে হবে, না হয় ডুববো।'

পিটারের চোখ প্রায় জলে ভরে উঠেছিলো। ও অসহায় ভঙ্গীতে এসথারের দিকে তাকালো।

'চিরজীবনই আমি ভুল করে আসছি', পিটার বলে উঠলো।

'না,' জনি বললো। 'তুমি অনেকের চেয়েই কম ভুল করেছো।'

পিটারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ও বললো, 'সত্যিই বলছো জনি।'

'নিশ্চয়ই এবার আমাকে যেতে হবে।'

পিটারের আপত্তি ও কানে না তোলায় শেষ পর্যন্ত গাড়ি বের করতে বললো ও।

জনি বিদায় নিলে পিটার ভাবতে চাইলো ওর প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী যদি কেউ থাকে সে জনি। সবাক ছবি ওকে তাই করতেই হবে।

আচমকা একটা ভয়ের স্রোত নামলো ওর শিরদাঁড়া বেয়ে। ও ডালসিকে চেনে, তবে ও জানেনা জনি বাড়ি ফিরে কি দেখবে। ও দ্রুত টেলিফোন তুলে ডালসির নম্বর চাইলো। ও চায় না জনি আঘাত পাক, ডালসির যা খুশি হোক।

প্রায় পাঁচ মিনিট ও ফোন ধরে রইলো। কেউ ওটা ধরলো না। শেষ পর্যন্ত ফোন নামিয়ে রেখে ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঘরে ফিরলো। একটা ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে বলে ওর মন বলছিলো। সাংঘাতিক কিছুই ঘটতে চলেছে। ও নিশ্চিত। ঘরে ঢুকতেই এসথার প্রশ্ন করলো, 'কাকে ফোন করছিলে?'

'জনির স্ত্রীকে,' ও ভীরুগলায় বলতে চাইলো, 'ও ভয় পাক সেটা চাইছিলাম না।'

এসথারের চোখে সমদর্শিতার ভাব ফুটে উঠলো। ও ইহুদী ভাষায় বলে উঠলো, 'কি লজ্জার কথা।'

॥ ৬

ফোনের ঝনঝনানিতে ওর ঘুম ভেঙে যেতেই হাত বাড়িয়ে ও টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলো।

ও হাত বাড়িয়ে ফোনটা ধরতে যেতেই ডালসি ওকে বাধা দিলো, 'বাজতে দাও, আমাকে ফোন করার এখন কেউ নেই।'

ওয়ারেন বললো, 'জরুরী ফোন হতে পারে।'

ফোনের শব্দে ওয়ারেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে চাইছিলো। একটা সিগারেট ধরাতে যেতেই ওর হাত সামান্য কেঁপে উঠলো। ডালসি উঠে বলে উঠলো, 'কি ব্যাপার ওয়ারেন, নার্ভাস হয়ে পড়ছো মনে হচ্ছে।'

ফোনটা ততক্ষণে থেমে গেছে।

'তোমার কিছুতেই ভয় লাগে না, তাই না, ডালসি?' ওয়ারেন প্রশ্ন করলো।

'কেন ভয় পাবো?' ওয়ারেনের হাত স্তনের উপর ধরে ও বললো। 'আমি কিছুতেই ভয় পাই না।'

ওয়ারেনকে দুহাতে ও জড়িয়ে ধরতেই ওর দেহের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করলো ও।

ওয়ারেন আলোটা নিভিয়ে দিতে যেতেই ডালসি বলে উঠলো, 'জ্বালানো থাকুক।'

ওয়ারেন এক অদ্ভুত কামনা-সাগরে এবার ডুবে যাচ্ছে বলে অনুভব করলো। এমন অনুভূতি আগে ওর কখনও হয়নি। ডালসির দুচোখে এক অদ্ভুত দৃষ্টি লক্ষ্য করলো ও। ওর বুক দ্রুত ওঠানামা করে চলেছিলো। ওয়ারেন চোখ বুঁজে আনন্দ সাগরে ঝাঁপ দিলো। আচমকা একটা অদ্ভুত শব্দ ওর কানে এলো। দরজার হাতল ঘুরে গিয়ে সেটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছিলো।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই জানলার বাইরে তাকোলো জনি। প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়ে চলেছে মাথায়। ভীষণ ক্লান্তই ও, দরদর করে ঘামও ঝরছে।

একটু পরেই কেমন ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করলো ওর। পকেট থেকে একটা অ্যাসপিরিনের বড়ি বের করে ও খেয়ে ফেললো।

একটু পরেই থেমে গেলো গাড়ি। বাড়ি এসে গেছে। ও কাঁপতে কাঁপতেই নামলো। বাড়িতে ঢুকে ও এলিভেটরে প্রবেশ করে বোতাম টিপতেই সেটা উঠতে শুরু করলো।

নির্দিষ্ট তলে পৌঁছে ও নিজের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। শোবার ঘরের দরজার তলা দিয়ে অস্পষ্ট আলোর রেখা দেখা

যাচ্ছে। 'ডালসি আলো জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে' ভাবলো ও। আস্তে আস্তে ও হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুললো।

আচমকা নিদারুণ অসুস্থ বোধ করতে চাইলো ও। ওর পেট গুলিয়ে উঠলো। ও তাড়াতাড়ি ছুটে রান্নাঘরের বেসিনের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বমি করতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত বমি বন্ধ হলে টলতে টলতে ও শোবার ঘরে ফিরে এলো।

ওর সারা মন শূন্যতায় ভরে উঠেছিলো। দুচোখে অস্বাভাবিক জ্বালা। সে জ্বালা ক্ষণপূর্বে ও যা দেখেছে সেই জন্যই। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ওর কানে ভেসে আসছিলো।

ডালসি নগ্ন অবস্থায় ওর সামনে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে চলেছিলো।

জনি ওর ব্যাগটা তুলে নিয়ে ভাবলেশহীন ভাবে এক মুহূর্ত দাঁড়ালো, কোন কথা বললো না।

ডালসি চিৎকার করে চলেছিলো। কিন্তু ও কি বলতে চাইছে? জনি যেন বুঝতে চেষ্টা করলো।

তবুও চিৎকার করতে করতে ডালসি এগিয়ে এলো।

ওর কথার তীব্রতায় মনটা এলোমেলো হয়ে গেলো জনির। ওর দুটো হাত এগিয়ে এসে ডালসির গলায় চেপে বসলো। ওর কঠিন দুটো ক্রাচ ব্যবহার করা হাত।

মাঝ পথেই স্তব্ধ হয়ে গেলো ডালসির কণ্ঠস্বর। অসহায় ভীতিতে ও ঘোলাটে চোখে তাকালো। কথা বলতে চেয়েও ও পারলো না। ওর নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিলো।

দারুণ জোরে ওকে ঝাঁকিয়ে চলেছিলো জনি। এতো জোরে ও ঝাঁকাতে চাইছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন ঘাড় ভেঙে যাবে। গলার মধ্যে এবার একটা জান্তব শব্দই জেগে উঠলো।

জনি ওর ঘাড়ের উপর দিকে তাকাতেই দেখলো দরজার কাছে ফ্যাকাসে মুখে ওয়ারেন দাঁড়িয়ে আছে। যেন সম্মোহিত।

জনি ডালসির দিকে তাকালো। যেন এই প্রথম ওকে দেখলো।

'তোমাকে নিয়ে কি করছি?' প্রচণ্ড ঘৃণাতেই যেন ও বলে উঠলো। ডালসির গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে হাতের পিছন দিয়ে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করলো ও ওর গালে।

মেঝেয় ডালসি ছিটকে পড়তেই আপন মনেই জনি বারবার বলে উঠলো, 'এই আমার স্ত্রী! এই আমার স্ত্রী!'

ডালসি চোখ মেলে তাকাতেই যেন সেখানে জেগে উঠলো ভয় মিশ্রিত জয়ের উপলব্ধির চিহ্ন। গলায় হাত বোলাতে বোলাতে ও বলে উঠলো, 'একটা খোঁড়ার কাছ থেকে এটাই আশা করেছিলাম। আর কিছু করার মুরোদ আছে বলে কোনদিন ভেবেছিলে?'

এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকাতে চাইলো ও। তারপর ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে পায়ে পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

কতক্ষণ হাঁটছিলো ওর মনে নেই। ধূসর হয়ে ওঠা আকাশের বুক থেকে অবিরাম জল ঝরে পড়ছে। সারা পোশাক ভিজে সপসপ করছিলো ওর। একটা চাপা যন্ত্রণা ওর সারা শরীরে যেন চাপ বেঁধে উঠেছিলো।

ক্ষণপূর্বের কথাগুলো একে একে মনে পড়তে চাইছিলো। যে কথাগুলো ওর দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলো ডালসি। 'ডোরিসের কাছে ফিরে যাও!' সে চিৎকার করে বলেছিলো। 'ওই কুত্তী তুমি কাছে থাকলে ডগমগ হয়ে ওঠে!' ওই কথা শুনেই ও তার গলা টিপে ধরেছিলো।

সহসা ওর মন স্বচ্ছ হয়ে গেলো। ওর আগেই বোঝা উচিত ছিলো। ও চারদিকে তাকালো। রাস্তাটা ওর পরিচিত। এখানে ও আগে কখনও এসেছিলো।

ও রাস্তার শেষ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলো। তখনই ওর মনে পড়লো—এ পথ ওরই স্বপ্নের পথ। সেই মেয়েটির দিকেই ও এই পথে ছুটেছিলো একদিন। সে ওখানে দাঁড়িয়েছিলো। ওকে সেখানে থাকতেই হবে।

ও নর্দমার মধ্যে পড়ে গিয়ে তার নাম ধরে ডাকতে লাগলো। চিৎকারের মতই শোনালো সে কণ্ঠস্বর। 'ডোরিস! ডোরিস! আমার জন্যে অপেক্ষা করো।' ওর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে চললো।

টলতে টলতে ও পড়ে গেলো। কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে আবার কয়েক পা ছুটে গিয়ে ও হুমড়ি খেয়ে পড়লো। এবার ও কিছু জলের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে চললো। ঠাণ্ডা জল ওর যন্ত্রণাকাতর মুখে একটা শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিলো।

ও স্বপ্নের মধ্য দিয়েই যেন শুনতে পেলো কে বলছে: 'একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে'।

ও এগিয়ে আসা পদশব্দ শুনলো। এবার পরিষ্কার গলায় কেউ বলে উঠলো: 'হ্যাঁ একটা লোক'।

কেউ ওকে পাশ ফিরিয়ে দিলো। ওর ভালো লাগতে লাগলো।

'একি, এ যে মিঃ এজ।' লোকটির গলা শোনা গেলো। 'ওঁকে অসুস্থ মনে হচ্ছে।'

'ওকে মত্ত মনে হচ্ছে,' একটি স্ত্রীকণ্ঠ শোনা গেলো। 'ও কোথায় থাকে জানো? তাহলে ওর বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি।'

'বাড়ি' কথাটা জনির মনে গভীরভাবে দাগ কেটে বসলো।

'বাড়িতে নয়,' ও কোন রকমে ভাঙা গলায় বলে উঠলো। লোকটাকে ও চেনে, সে বব গর্ডন। মহিলা হয়তো ওর স্ত্রী, ও তাকে চেনে না।

'গর্ডন', ক্লান্ত অস্ফুট স্বরে জনি বলে উঠলো, 'আমাকে ডোরিস কেসলারের বাড়িতে নিয়ে চলো।' তারপর ও চোখ বন্ধ করলো।

॥ ৯ ॥

পিটার অসহিষ্ণু ভঙ্গীতে বিছানায় ছটফট করছিলো।

জানালার বাইরে তাকাতেই ওর নজর পড়লো প্রথম উষার ধূসর রং লেগেছে আকাশের গায়ে। তখনও অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়ে চলেছে সারারাত ভালো ঘুমও হয়নি ওর।

আচমকা দরজার ঘন্টা সজোরে বেজে উঠতেই একটা আতঙ্কের শিহরণ বয়ে গেলো ওর শরীর বেয়ে। ও লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নেমে একটা গাউন জড়িয়ে দরজা খুললো।

সামনে বব গর্ডন দাঁড়িয়ে। মুখে ভয়ের চিহ্ন। 'মিঃ পিটার,' ও উত্তেজিত ভঙ্গীতে বললো, 'মিঃ এজকে আমার গাড়িতে নিয়ে এসেছি।'

বোবা দৃষ্টি মেলে তাকালো পিটার।

'তাকে কাছাকাছিই জলের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখে তুলে এনেছি। মনে হচ্ছে অসুস্থ।'

কণ্ঠস্বর খুঁজে পেলো এবার পিটার, 'ও—ওকে ভিতরে নিয়ে এসো। দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন?'

গর্ডনের সঙ্গেই বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেই পিটার গাড়ির কাছে উপস্থিত হলো। গর্ডন দরজা খুলতেই পিটার আর গর্ডন দুজনে জনিকে ধরাধরি করে বাড়িতে নিয়ে এলো।

এসথার জনির অবস্থা লক্ষ্য করে ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো: 'কি হয়েছে?'

'জানি না,' পিটার জবাব দিলো।

ওরা ওকে ধরাধরি করে সোফায় শুইয়ে দিয়ে পোশাক বদলে

দিলো। পিটার ইতিমধ্যেই ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছিলো। পিটার এসথারকে প্রশ্ন করলো, 'কি রকম আছে, জনি?'

'বুঝতে পারছি না, তবে খুবই জ্বর।'

একটু পরেই ডাক্তার এসে পৌঁছলেন। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গেই জনিকে নানাভাবে পরীক্ষা করে বলে উঠলেন, 'উনি দারুণ অসুস্থ। অন্য সময় হলে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই বলতাম, কিন্তু বর্তমান আবহাওয়ায় সেটা সম্ভব নয়। তবে অক্সিজেন দিতে হবে।'

পিটার বলে উঠলো, 'যত টাকা লাগুক, ওকে ভালো করে তুলতেই হবে, ডাক্তার।'

ডাক্তার ওর দিকে তাকালেন, 'কোন কথা দিতে পারছি না, মিঃ কেসলার। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো।'

এসথার পিটারের দিকে তাকালো। ও বললো, 'ডালসিকে খবর পাঠানো দরকার।'

জনি শয্যায় নড়ে উঠলো। ও ওর মাথা তুলতে চাইলো। কোন রকমে ফিসফিস করে বললো, 'ডালসিকে—জানিও না—সে—ভালো না—।'

পিটার এসথারের হাতে একটু চাপ দিলো। ওর দুচোখ জলে ভরে এলো। এখন ও বুঝতে পেরেছে কি ঘটেছে।

তিন সপ্তাহ পরের এক রবিবারের বিকেল। পড়ন্ত সূর্যের আলো নরম হয়ে পড়েছে পুকুরের ধারে। পিটার হাসি মুখে জনির দিকে তাকালো। 'এই মন্ত্রীর চাল দিলাম, কিস্তি!' ও বলে উঠলো।

জনিকে তখনও ফ্যাঁকাসে দেখাচ্ছিলো। ও হেসে বলে উঠলো, 'হার মানছি।'

'আর এক চাল হবে নাকি?' পিটার বললো।

'না :,' জনি চেয়ারে এলিয়ে পড়লো।

'তাহলে কালই যেতে চাও ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো, 'আমি যত তাড়াতাড়ি হয় সব মিটিয়ে ফেলতে চাই। রেনো উপযুক্ত জায়গা।'

পিটার এক মুহূর্ত থেমে বললো, 'আমি ওদের চুক্তি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। 'বাতিল। নৈতিক কারণ' উল্লেখ করে।'

জনি একটু চুপ করে থেকে যখন জবাব দিলো ওর গলা কর্কশ শোনালো, 'এটা না করলেই পারতে। ওদের বক্স অফিসের জন্যই দরকার।'

পিটার ওর দিকে তাকালো। 'তুমি কি মনে করেছো এরপর আমি আর ওদের মুখদর্শন করবো ?'

জনি শুধু বললো, 'আমি মূর্খ। শুধু আগে যদি টের পেতাম। কাগজের কথা আমি বিশ্বাস করিনি। কেউ যদি আমাকে বলতো।'

'এটা কেউ বলতো না জনি,' পিটার বললো। 'তোমাকেই আবিষ্কার করতে হতো।'

পুরনো আদালত গৃহে সবই যেন কেমন প্রাণহীন বলেই মনে হতে চাইছিলো আদালত-করণিক যখন ঘোষণা করলো: 'জন এজ ও ডালসি ডব্লিউ. এজের মামলায় ফরিয়াদি পক্ষ হাজির ?'

'হাজির,' জনির উকিল উঠে দাঁড়ালেন।

জনিও উঠে দাঁড়ালো শুভ্রকেশ বিচারকের সামনে। সবই যেন নিয়মমাফিক ব্যাপার। তিনি জনির দিকে তাকালেন। 'মিঃ এজ,' তিনি চোখ বুঁজে বললেন, 'আপনি কি এই বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছেন ?'

জনি ইতস্ততঃ করে জবাব দিলো, 'হ্যাঁ, ইওর অনার।'

বিচারক আরও একবার তাকিয়ে হাতে রাখা কাগজে সই

করলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'এই আদালত আপনার বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করছে।'

আদালত-করণিক এবার কাগজটা তুলে নিয়ে পড়লো: 'এজ বনাম এজের মামলায় নেভাদার দ্বিতীয় জেলা আদালতের মাননীয় বিচারপতি মিগুয়েল ভি. কোহেন ফরিয়াদিকে একত্র থাকার অসুবিধার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করছেন।'

জনির উকিল ওর করমর্দন করে হাসি মুখে বললেন, 'মিঃ এজ এবার আপনি একজন মুক্ত পুরুষ।'

জনি চুপচাপ করমর্দন করে বাইরে বেরিয়ে এলো। ওর দুচোখে জল এসে গেলো। বারবার ওর কানে এলো 'আপনি মুক্ত পুরুষ।' রাস্তায় একটা খবরের কাগজ কিনলো ও। প্রথম পাতাতেই ওর চোখে পড়লো:

মাসে দ্বিতীয়বার স্টকের অবনমন।
ওয়ালস্ট্রীটের ভীতিতে কয়েক
মিলিয়ন বিনষ্ট।

এন. ওয়াই অক্টোবর ২৯—নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার বিক্রয়ের হিড়িক শুরু হয়। শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এ এক অভিনব কাণ্ড।

পরবর্তী ঘটনা

১৯৩৮

শনিবার

মাথায় দারুণ যন্ত্রণা নিয়েই জেগে উঠলাম। কপালের শিরা দপদপ করছিলো আমার। গাটা কেমন গুলিয়ে উঠতে চাইলো। আস্তে আস্তে বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার একটু ভালো বোধ করতে শুরু করলাম।

হাত বাড়িয়ে ক্রিস্টোফারের রাখা 'রিপোর্টার' সংবাদপত্রটা তুলে নিলাম।

ওতে লেখা হেড লাইন চোখে পড়লো : 'ফারবার আর রসের ম্যাগনামের বোর্ডে যোগদান।'

ব্যাপারটা তবে স্বপ্ন নয় সত্যই!

চুলোয় যাক! কাগজখানা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। একটা বিচিত্র অনুভূতি আমায় ঘিরে ধরতে চাইছে। এবার আমার পালা এসেছে। প্রথমে বর্ডেন তারপর পিটার আর সবশেষে আমি। এমন কোন পথ নেই যে ওদের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া যায়?

এর শুরু হয়েছিলো ১৯৩১-এর গোড়ায়। পিটার ছিলো নিউ ইয়র্কে। প্রত্যেক ছবির ব্যবসাদারই লোকসান দিচ্ছিলো, একমাত্র মেট্রো ছাড়া। তখনও আমরা সবাক ছবি তৈরি করতে পারিনি, তবে ঝোঁকটা এসে গিয়েছিলো।

সবাক ছবি না তৈরি করে পথ ছিলো না। পিটার তবুও ব্যাপারটা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি। সে এমন কি আমাকে প্রোডাকশনের কাজে নাক না গলাতেও বলে ফেলেছিলো।

সেই সময় একদিন পিটারের ফোন পেলাম, 'জনি, এখুনি আমার অফিসে চলে এসো।'

দরজা খুলে অফিস কামরায় ঢুকতেই পিটারকে ডেস্কের পিছনে বসে থাকতে দেখলাম।

ও আমাকে দেখেই বললো, 'জনি, বিল বর্ডেনকে দেড় মিলিয়ন ডলার ধার দিতে হবে।'

'দেড় মিলিয়ন?' আমি হতবাক হয়ে বলে উঠলাম। মাত্র ওই টাকাই বিপদের জন্য জমা ছিলো। 'ওটাই মাত্র আছে,' বলে উঠলাম।

পিছনে একটু কাশির শব্দ শুনে তাকাতেই দেখলাম বিল বর্ডেন একটা সোফায় উপবিষ্ট।

'জনি,' বিল বলে উঠলো, 'সামান্য ক'টা ডলারের জন্য উইলি বর্ডেনকে তোমাদের কাছে হাত পাততে হচ্ছে, এ বড়ই আপশোসের কথা। উইলি বর্ডেন, যে সবচেয়ে বড় কোম্পানীর মালিক, তাকে। ২৯ সালে আমি সবার উপরেই ছিলাম।'

আমি সম্মোহিতের মত ওর কথা শুনতে লাগলাম।

'আমি ছ' মিলিয়ন লোকসান দিয়েছি, জনি,' বর্ডেন আবার বলে চললো। 'ব্যবসার জন্য টাকাটা চাই না, জনি, চাই আমার নিজের জন্য। আর সেই আগের দিন নেই, জনি, যেদিন উইলি বর্ডেন কোম্পানীর মালিক ছিলো। আজ অবস্থা পাল্টে গেছে, আমি বর্ডেন কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হলেও কোম্পানী আমি চালাই না, সেটা চালায় শেয়ারের মালিকেরা। তারা যা হুকুম দেয় আমিই তা পালন করি। ওরা নতুন স্টক বাজারে ছাড়বে আর আমার অংশ মাত্র শতকরা পঁচিশ। আমাকে তাই দিতে হবে চার মিলিয়ন; আমার নিজের কাছে আড়াই মিলিয়ন আছে আর দরকার দেড় মিলিয়ন। ওরা অত্যন্ত চালাক, ওরা জানে বিল বর্ডেনের চার মিলিয়ন নেই, তাই বাড়তি স্টক সে পাবে না। কিন্তু ওরা একটা বিষয় জানে না, তা হলো

বিল বর্ডেন ওদের আগে থেকেই ছবির ব্যবসায় রয়েছে, আর তার বন্ধুরও অভাব নেই। বন্ধুরা চাইবে না বিল বর্ডেন প্যাঁচে পড়ুক।'

'কি বলো তাহলে জনি?' পিটার আমার দিকে তাকালো।

আমি বর্ডেনের দিকে তাকিয়ে পিটারের দিকে মুখ ফেরালাম তারপর হাসিমুখে বললাম, 'পিটার, বন্ধুদের বিপদে সাহায্যই যদি না করতে পারি তাহলে টাকার মূল্য কি?'

বর্ডেন লাফিয়ে উঠে আমাদের দুজনের হাত জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো, 'আমি কোনদিন ভুলবো না। এ শুধু ধার নিচ্ছি। এক বছরেই শোধ করে দেবো।'

বর্ডেন চেক নিয়ে বিদায় নিতেই পিটার বললো, 'কি ব্যাপার ঘটতে চলেছে বুঝেছো? এ আমি আগেই জানতাম। উইলিকে আমি আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম ওই ওয়াল স্ট্রীটের লোকগুলোর সঙ্গে ব্যবসার ঝুঁকি না নিতে। আজ বর্ডেনের যা ঘটতে চলেছে অন্যদেরও তা ঘটতে পারে।'

কথাটা অস্বীকারের কারণ ছিলো না। এ সেই পুরনো অধিকারের লড়াই। কে এই শিল্প দখল করবে? অর্থকরী শক্তি না শিল্প শক্তি। সকলের চোখই তাই বর্ডেন কোম্পানীর উপর।

বর্ডেন অবশ্য ওর কথা রেখেছিলো। তিন মাসের মধ্যেই ও সব দেনা মিটিয়ে দিয়েছিলো।

তা সত্ত্বেও ১৯৩১-এর শেষে বর্ডেন কোম্পানী আরও বাড়তি ছয় মিলিয়ন লোকসান দিলো। এরপরেই শেয়ারের মালিকেরা বর্ডেন আর কোম্পানীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিরুদ্ধে কু-পরিচালনা আর প্রতিষ্ঠানের অর্থ অপব্যয়ের অভিযোগে মামলা দায়ের করলো।

বর্ডেন আদালতে সাক্ষ্যে জানালো সে কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করেছে কিন্তু কোম্পানীর অর্থ কোন ভাবেই গ্রহণ

করেনি। বিরুদ্ধপক্ষও নানা প্রমাণ দাখিল করে অপরাধ সপ্রমাণের প্রচেষ্টা চালালো।

যেদিন বর্ডেনের মামলার রায় বেরোলো সেদিনের কথা আমার মনে আছে, কারণ ওই দিনই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নির্বাচিত হন। তিনি বলেছিলেন : 'আমাদের যা ভয় করতে হবে তা শুধু ভয়কেই।'

হঠাৎই পিটার ফোন করলো। 'জনি, আজ বর্ডেনের মামলায় রায় বের হবে।'

'কে জিতবে মনে হয় ?' বললাম।

'নিশ্চিতভাবেই বর্ডেন,' ও বললো।

আমার তবু সন্দেহ থেকে গেলো।

বিকেলের দিকে রায় প্রকাশ হলো। বর্ডেন পরাজিত। পাওয়েল কোম্পানীর জেরার্ড পাওয়েল রিসিভার নিযুক্ত হয়েছেন।

এর পরের পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হলো না।

পরদিন সবেমাত্র মধ্যাহ্ন ভোজ সমাধা করে ফিরেছি তখনই ফোন বেজে উঠলো। আর্ভিং ব্যানন ফোন করছিলো।

'জনি' ওর গলা উত্তেজিত শোনালো, 'বিল বর্ডেন আত্মহত্যা করেছে।'

এক মুহূর্ত আমি বোবা, স্তম্ভিত হয়ে পড়লাম। আমার মাথাটা লাট্টুর মতই ঘুরতে আরম্ভ করলো।

'কোথায় ?' কোন রকমে প্রশ্ন করলাম।

'ওরই বাড়িতে। এই মাত্র 'টেলিটাইপে' যা জানিয়েছে পড়ছি, 'চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি উইলিয়াম বর্ডেনের দেহ তার নিউ ইয়র্কের বাসভবনে বেলা একটার সময় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া গেছে। দেহের পাশে '৩৮ ক্যালিবারের পুলিশ-পিস্তল পড়েছিলো। মাত্র গতকালই তিনি মামলায় পরাজিত হন। সম্ভবতঃ এটাই তার আত্মহত্যার কারণ বলে পুলিশের ধারণা।'

একে একে পুরনো কথাগুলো আমার মনে পড়ে গেলো।

বেলা তিনটের পর আমি পিটারের বাড়িতে গেলাম। বেশ উষ্ণতা মাখানো দিন? রুমালে তাই মুখের ঘাম মুছে নিলাম। হঠাৎই কানে এলো ডোরিসের কণ্ঠস্বর। আমি ঘুরে তাকালাম। ও সবেমাত্র সাঁতার-কেটে ফিরে আসছিলো। বিন্দু বিন্দু জল ওর সাঁতারের পোশাক বেয়ে ঝরে পড়ছিলো। মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে ও এগিয়ে আসতেই ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম।

'একটু সাঁতার দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না,' ও বলে উঠলো।

'পিটার কেমন আছে?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'আজ ভালোই। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন।'

'শুনে খুশি হলাম,' বললাম।

পায়ে পায়ে এবার পিটারের ঘরের দিকে চললাম। দরজার কাছে আসতেই নার্স জানালো, 'বেশি কথা বলবেন না, মিঃ এজ।'

পিটার আমাকে দেখে ম্লান হাসলো।

'কেমন আছো?' প্রশ্ন করলাম।

'ভালোই। ওরা আমাকে উঠতে দিচ্ছে না,' পিটার বললো।

'ডাক্তারের কথা শুনতেই হবে, পিটার। জোর কেরো না,' বললাম।

এবার প্রথম ও মার্কের প্রসঙ্গ তুললো, 'ছেলেটার সঙ্গে ওই ব্যবহার না করলেই পারতাম। ও তো আমারই সন্তান।' দুচোখ জলে ভরে এলো ওর।

কোন জবাব আমার জানা ছিলো না তাই চুপ করে রইলাম।

পিটার এবার 'রিপোর্টার' কাগজখানা তুলে নিয়ে বলে উঠলো, 'এবার ওরা তোমার পিছনে লেগেছে।'

আমি মাথা নুইয়ে সায় দিলাম।

'কি করবে ভেবেছো?'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'এখনও ঠিক করিনি। আমাকে সরিয়ে দেওয়ার আগেই কি ছেড়ে দেবো বুঝতে পারছি না।'

একটু পরেই ডোরিস ঘরে ঢুকলো বিছানা ঠিক করে দিতে। পিটার প্রশ্ন করলো, 'মা কোথায়?'

'ঘুমোচ্ছে,' ডোরিস জবাব দিলো। 'মার সারারাত ঘুম হয়নি।'

পিটার আবার আমার দিকে তাকালো। 'অ্যালের কাছে যাও না কেন?' ও বললো। 'সে হয়তো সাহায্য করতে পারবে।'

আমি শ্রদ্ধার চোখে ওর দিকে তাকালাম। বহু বারই ও তার মতামত দান করে আমাদের উদ্ধার করেছে। সত্যিই অ্যাল স্যান্টোসের সঙ্গে একবার কথা বলা যেতে পারে।

'আজ এখানেই থেকে যাও,' ডোরিস বলে উঠলো।

'হ্যাঁ, জনি, আজ থেকে যাও,' পিটারও বলে উঠলো।

'তাহলে তো ঠিক হয়েই আছে,' হেসে বললাম।

ত্রিশ বছর

১৯৩৬

॥ ১ ॥

জনি টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে দেখলো। আবার মাইনে কাটা হচ্ছে। এবার শতকরা দশ ভাগ। ৩২ সাল থেকে এই নিয়ে তিনবার হলো।

কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সবাক চলচ্চিত্র আজ বাজার দখল করলেও ওরা সমান তালে চলতে পারছে না। আজকে যে কোন ছবির ব্যবসায়ীকে একসঙ্গে হতে হবে লগ্নীকারক, অর্থনাতিক, রাজনীতিক সকলকেই।

ব্যবসাটা যেন আস্তে আস্তে খারাপের দিকেই গেছে। মার্ক ৩২ সালে ইউরোপ থেকে চলে আসার পর পিটারের কাজের ভার কিছুটা লাঘব করার ব্যবস্থা করেছিলো। পিটার তাই গর্ডনকে সরিয়ে মার্ককেই প্রোডাকশনের প্রধান করে দিয়েছিলো। জনি এটায় আপত্তি তুললে পিটার ক্রুদ্ধভঙ্গীতে জবাব দিয়েছিলো, 'মার্ক কাজ বোঝে, আমি গর্ডনকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

জনি ক্লান্ত বোধ করছিলো। ওর পা টনটন করছিলো। আচমকাই ওর মনে হলো ওর ভাবনার কি আছে? পিটারেরই মাথা ব্যথা এটা।

ওর মনে পড়লো একসঙ্গেই ওরা এতোদিন কাজ করে এসেছে। পিটার হঠাৎ নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে এতো আগ্রহী হয়ে উঠলো কেন? নাকি পিটার ভাবতে শুরু করেছে ওর বয়স হয়েছে, মার্ককে যদি ঠকাতে চায় জনি?

জনি ব্যাপারটা আদৌ বুঝলো না। আগে যখন ওরা এক সঙ্গে দুর্দিনে লড়াই করেছিলো সেই সব দিনের উত্তাপমাখা স্মৃতির টুকরো

ওর মনে ভেসে পরস্পরকে বিশ্বাস করতে ওদের কোন বাধাই নেই।

॥ ২ ॥

মার্ক ওদের গ্লাসে পানীয় ঢেলে দিয়ে সঙ্গিনীর দিকে খুশী মনে তাকালো। সত্যিই ও সুন্দরি। ওর জানা সব মেয়ের মধ্যেই ও সব চেয়ে বেশি সুন্দরি। আশ্চর্য ব্যাপার জনির সঙ্গে ওর বনিবনা হলো না।

ডালসির সঙ্গে ওর পরিচয়ের কথাটা আবার ওর মনে পড়লো। ছোট্ট রেস্তোঁরায় ওর সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিলো মার্কের।

ও ঘুরে বলেছিলো, 'অদ্ভুত ব্যাপার, আবার আমাদের দেখা হলো মিস ওয়ারেন।'

'হলিউড খুবই ছোট্ট জায়গা,' হাসিমুখে জবাব দিয়েছিলো ডালসি। এরপর থেকেই ওদের দেখা হয়েছে আজকের মতই।

'আমি একটা ছবি করতে চাই,' মার্ক বলে উঠলো।

'সত্যি?' ডালসি বললো।

'হ্যাঁ, কাউকে না জানিয়ে।'

'তুমি ছবি তোলার পর বলতে পারো শুধু নাম বদলে দিয়েছো,' ডালসি বললো।

'চমৎকার বলেছো, ডালসি। ঠিক কথা,' মত্ত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালো মার্ক। ও ডালসিকে জড়িয়ে চুম্বন করলো।

ডালসি ওকে চুপচাপ চুম্বন করতে দেওয়ার পর ঘর থেকে ঠেলে দিলো। 'এবার যাও, মার্ক, ডার্লিং।'

'যাবো? তুমি আমাকে ভালোবাসো না?'

'বাসি, ডার্লিং। তবে আজ নয়, অন্য আর একদিন হয়তো—।'

দরজা বন্ধ করে হাসলো ডালসি। অনেক অনেক পথই আছে···।'

॥ ৩

পিটার ওর বিপরীতে উপবিষ্ট ফিলিপ এক্স ডানভিয়ারের দিকে তাকালো। লোকটি ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী মানুষ. তিনি বর্তমানে চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে নেমেছেন। জন্ম সুইজারল্যাণ্ডে হলেও তার শিক্ষা কাল কেটেছিলো ইংলণ্ডেই।

চলচ্চিত্র শিল্পের নানা অংশের মালিকানা গ্রহণ করার পর মিঃ ডানভিয়ার ম্যাগনামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী হয়েই পিটার কেসলারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আজকের এই সাক্ষাৎকার সেই সূত্রেই।

পিটার কথাবার্তা শুরুর পরেই বুঝে নিলো ভদ্রলোক একজন ধনীই নন, ব্যবসা সম্পর্কেও অত্যন্ত অভিজ্ঞ মানুষ।

পিটারকে মিঃ ডানভিয়ার প্রশ্ন করলেন, 'আমি শুনেছি ম্যাগনাম কোম্পানীর মালিক আপনিই, মিঃ কেসলার।'

পিটার হাসলো, 'প্রায় ঠিকই শুনেছেন, তবে শতকরা নব্বই ভাগের মালিক। বাকি দশ ভাগ মিঃ জন এজের। তিনি কোম্পানীর ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

'আচ্ছা'!

'মিঃ ডানভিয়ার, একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। ম্যাগনাম '২৯ সাল থেকে প্রায় কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলে দশ মিলিয়ন ডলার লোকসান দিয়েছে,' পিটার বললো।

'আমি জানি, খোঁজ নিয়েছি,' মিঃ ডানভিয়ার হাসলেন। 'আমার ইচ্ছা খুবই সরল। আমি শতকরা পঁচিশ ভাগ শেয়ার ক্রয় করবো।

তারপর কোম্পানী ভেঙে দিয়ে নতুন করেই সেটা গঠন করবো। আপনার থাকবে শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ, আমার পঁচিশ আর মিঃ এজের দশ।'

'আমি রাজি,' পিটার হাত বাড়ালো।

মিঃ ডানভিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, 'আমাকে শুধু ফিলিপ বলেই ডাকবেন। আজ থেকে আমরা বন্ধু।'

পিটার হেসে বললো, 'তাই হবে, ফিলিপ।'

'তাহলে, পিটার আগামী সপ্তাহের শেষে আমার স্কটল্যাণ্ডের বাড়িতে বেড়াতে যেতে কোন আপত্তি আছে? ওখানে সারাদিন আনন্দ করা যাবে,' ফিলিপ এক্স ডানভিয়ার বললেন।

'একটুও না ফিলিপ।'

'তাহলে আমার গাড়িই তোমাকে তুলে নেবে।'

॥ ৪ ॥

জনি ধাঁধায় পড়েই ওর টেবিলে রাখা স্টুডিওর প্রতিবেদনটা দেখছিলো। এই নতুন 'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড' ছবিটার ব্যাপার কি? এ নাম ও আগে শুনেছে বলে মনে হলো না।

ও ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকতেই জেন ঘরে ঢুকলো। 'কি ব্যাপার, জনি?'

'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড' নামে কোন ছবির কথা পিটারকে বলতে শুনেছো?'

'না তো। আমিও অবাক হচ্ছিলাম।'

'জানি না এটা মার্কের কোন কাজ কিনা। ওর সঙ্গে স্টুডিওতে কথা বলতে হবে,' জনি বলে উঠলো।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠতেই জেন ধরলো।

'জনি, লণ্ডন থেকে পিটার কথা বলতে চাইছে।'

জনি রিসিভার হাতে নিতেই পিটারের গলা ভেসে এলো, 'হ্যাল্লো, জনি কেমন আছো?'

'ভালোই। কি ব্যাপার?'

'ফিলিপ এক্স ডানভিয়ারের নাম শুনেছো?'

'সুইজারল্যাণ্ডের ধনী ডানভিয়ার?' জনি প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ। সে শতকরা পঁচিশ ভাগ অংশ কিনতে চায়। কয়েক মিলিয়ন সে দিচ্ছে,' পিটার জানালো।

'এতো অনেক টাকা। তবে সতর্কভাবে পা ফেলো। হ্যাঁ, ভালো কথা, পিটার, 'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড' ছবিটার ব্যাপার কি?'

পিটার হেসে উঠলো। 'খুব সম্ভব মার্কের কাজ। ও বোধ হয় কোন ছবির নাম পালটে দিয়েছে—।'

'কিন্তু, পিটার—,' জনি বলতে গেলো।

বাধা দিলো পিটার। 'ওকে একটু স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, কি বলো?'

জনি বুঝলো পিটার মনস্থির করে ফেলেছে। ও ফোন ছেড়ে দিলো।

ডোরিস প্রাতরাশের টেবিলে কমলালেবুর রস পান করতে করতে কাগজ পড়ছিলো। ঠিক তখনই মার্ক এসে বসলো। ওর দুচোখে নিদ্রাহীনতার চিহ্ন।

'সুপ্রভাত, বোন,' ও বললো।

'সুপ্রভাত, মার্ক। গতরাতে কটায় শুতে এসেছিলি?'

'কেন?'

'হঠাৎ তিনটের সময় দেখলাম তোর ঘর খালি।'

'খুব খাটুনি যাচ্ছে তাই—।'

অস্ফুট স্বরে হেসে উঠলো ডোরিস।

'হাসির কি আছে এতে ?' মার্ক প্রশ্ন করলো।

'না, মানে, কাগজে ম্যারিয়ান অ্যাণ্ড্রুজের লেখাটার কথা বলছিলাম,' ও বললো। 'ও লিখেছে, এই সহরের এক নামী পিতার পুত্রকে এক নামী অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, যাকে তিনি নৈতিক কারণে বাতিল করে দেন।—তাই ভাবছি অভিনেত্রীটি কে হতে পারে ?'

একটা ভয়ের ঠাণ্ডা শিহরণ মার্কের শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে শুরু করলো। চুলোয় যাক ওই ম্যারিয়ান অ্যাণ্ড্রুজ। দুজনকে যাতে এক সঙ্গে দেখা না যায় তার জন্য ওরা সতর্কই ছিলো, তবু—। আচমকা ফোন বেজে উঠতেই হাঁফ ছাড়লো মার্ক।

পিটার লণ্ডন থেকে ফোন করছিলো।

॥ ৫ ॥

ও জনিকে ট্রেন থেকে নামতে দেখলো। তারপরেই হাত নেড়ে ও ডাকতে চাইলো, 'জনি! এই যে এখানে।'

জনি কাছে এগিয়ে আসতেই পায়ে পায়ে ও এগিয়ে গেলো।

'তুমি এসেছো, দারুণ খুশি হয়েছি, জনি', ও বললো।

'এসে তো পৌছেছি, প্রিয়া, কিন্তু এতো রহস্য কেন ?' জনি প্রশ্ন করলো।

আচমকা ওর চোখে মেঘ ঘনাতে দেখলো জনি। 'মার্কের জন্য'। ও জনির দিকে মুখ তুললো, 'ওর একটা কিছু হয়েছে, জনি, জানি না সেটা কি।'

জনি ওর হাত ধরে বললো, 'অসুবিধাটা কি জানো ?'

'কোথাও একটা গোলমাল আছে। আমি স্টুডিয় গিয়ে দেখেছি মার্ক দু মিলিয়ন ব্যয় করে 'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড' বইটা তুলেছে।'

'টু মিলিয়ন।' জনি চিৎকার করে উঠলো।

'হ্যাঁ। ওই টাকাই বাবা ডানভিয়ারের কাছ থেকে পেয়েছেন,' ডোরিস জবাব দিলো।'

'তুমি মার্ককে জিজ্ঞাসা করেছিলে?'

'হ্যাঁ। মার্ক উত্তরে বলেছিলো আমার এতে মাথা না ঘামালেও চলবে। তাছাড়া বাবা নাকি সব ঠিক আছে বলেছেন।'

জনির মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। ও যা বলেছে তা সত্য হলে ভয়ঙ্কর বিপদই ঘটতে চলেছে যা ওদের ধারণার শক্তি নেই। ডানভেয়ারের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী ওদের ছটি ছবি দেওয়ার কথা। তাছাড়া মার্ক কি ভুলে গেছে কোন কিছু করার আগে বোর্ডের অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন?

জনির মুখ দেখে ভীত হয়েই ডোরিস প্রশ্ন করলো 'জনি, কি হবে? আমরা কি বিপদে পড়বো?'

জনি বিষাদের হাসি হাসলো। 'প্রিয়া, এমন বিপদ যা কোনদিন কল্পনাও করতে পারি নি।'

মার্ক ওর ঘড়ির দিকে তাকালো। বেলা দুটো বেজে গেছে 'ও বলে উঠলো আমাকে স্টুডিয় যেতে হবে, ডালসি।'

'আমাকে সারা বিকেল একা থাকতে হবে,' ডালসি বলে উঠলো

'তুমি ছবি দেখতে পারো।'

মার্ক এগিয়ে যেতেই ডালসি অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে দেখে নিয়ে বলে উঠলো, 'মার্ক'।

মার্ক থামতেই ডালসি তাকালো ওর দিকে। তারপর ও বললো, 'স্টুডিওর ব্যাপারটা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।'

'তুমি জানো সেটা সম্ভবপর নয়। ব্যাপারটা তোমার পক্ষে সুখের হবে না।'

'তুমি ভয় পাচ্ছো।'

'ভয় পাইনি', মার্ক বলে উঠলো। 'তবে এটা পারবো না।'

'মার্ক, শুনে রাখো আমাকে না নিয়ে গেলে আর আমার কাছে আসতে পারবে না।'

'ডালসি, সোনা, ভুল কোরো না। তোমাকে কি বিয়ে করতে চাইনি?'

ডালসি জবাব না দিয়ে কঠিন মুখে একটা সিগারেট ধরালো।

হঠাৎই ভেঙে পড়লো মার্ক। ও বলে উঠলো, 'ঠিক আছে, চলো।'

স্টুডিয় ওরা প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই ওদের দিকে আড়চোখে তাকাতে চাইলো। মার্ক সহসাই নানা ফিসফিস আলোচনাও শুনতে পেলো। ডালসিকে নিয়ে অফিসে ফেরার পরেই ওর মন শান্ত হলো।

দরজা বন্ধ করে ও ক্রুদ্ধভঙ্গীতে বলে উঠলো, 'এবার সন্তুষ্ট হয়েছো?'

একটা পরিতৃপ্তির ভাবই ডালসির মুখে ফুটে উঠলো ও যখন বললো, 'হ্যাঁ, ডার্লিং আমি সন্তুষ্ট।'

মার্ক ওর কঠিন স্নায়ু লক্ষ্য করে প্রশংসা না করে পারলো না। ডালসিকে জড়িয়ে ধরে ও চুম্বন করলো। কত সুন্দরি ও!

দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে ডালসি বলে উঠলো, 'আজ রাতে দেখা কোরো।'

মার্ক কোন জবাব দেওয়ার আগেই দরজা খুলে গেলো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে জনি আর ডোরিস। ওরা ঘরের মধ্যে ঢুকে ওদের দিকে তাকালো।

ডালসি একে একে জনি, ডোরিস আর মার্কের দিকে তাকালো। একটু অদ্ভুত হাসি ওর মুখে জেগে উঠলো। ও আস্তে আস্তে ওদের পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় জনির গালে আলতো স্পর্শ করলো। 'কোন বাধা সৃষ্টি করছি না, প্রিয়। আমি চলে যাচ্ছি।'

॥ ৬ ॥

পাহাড়ের ধারে একনাগাড়ে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছিলো। রাত বেশ অন্ধকার, শুধু আকাশের পটে অস্পষ্ট চাঁদের আলো সে অন্ধকার দূর করতে সচেষ্ট।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ডোরিস প্রশ্ন করলো, 'জনি, কি করবে তাহলে?'

জনি আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো, 'বুঝতে পারছি না।'

'বাবাকে জানিও না। এটা—এটা বাবার মন ভেঙে দেবে—।'

'আমার জানাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের টাকা পয়সা অত্যন্ত কম, বাকি ছবি করার টাকা আমাদের নেই।'

'বাবা মার্ককে এতো বিশ্বাস করতেন,' ডোরিস বললো, 'তার হৃদয় ভেঙে যাবে।'

ডোরিস জনির হাত দুটো ধরলো। ও আস্তে আস্তে বললো, 'জনি, তোমাকে সবাই এমন বিশ্বাস করে। তোমার এমন শক্তি।'

জনির কথা ভাবতে চাইলো ডোরিস। ডালসিকে দেখে ওর বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা শুরু হয়েছিলে, সেটা ওর জন্যে নয়। জনিরই জন্যে। ও জনির সে যন্ত্রণা দূর করতে চেষ্টা করবে। হয়তো সময় লাগবে, তবুও……।'

'হয়তো কিছু টাকা জোগাড় করতে পারবো,' জনি বলে চললো। 'সেই টাকায় ছবিগুলো শেষ করা যাবে।'

আতঙ্কিত হয়ে উঠলো ডোরিস। 'না, জনি', ও বললো, 'তোমার সমস্ত সম্বল এভাবে নষ্ট কোরো না। যদি ফিরে না পাও?'

'ফিরে পাবো,' জনি বললো। যদিও ও জানতো পেতে পারে না। 'এক দরিদ্রকে বিয়ে করতে চাইবে না বোধ হয়, তাই না প্রিয়া?'

অবাক দৃষ্টি মেলে তাকালো ডোরিস। 'ওঃ জনি!' কান্না ঝরা গলায় ও বললো, 'যা কিছু ঘটুক তোমাকে বিয়ে করবো, জনি। আমি তোমায় ভালোবাসি ডার্লিং।'

এরকম কথাই বোধ হয় যে কোন পুরুষ শুনতে চায়। জনি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলো।

রাত প্রায় দুটো। মার্ক নার্ভাস বোধ করতে চাইছিলো। খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা শিরশির করা বাতাস এসে ঘরে ঢুকছিলো। ও জানতো একটু পরেই প্যারী থেকে পিটারের ফোন আসবে।

একটু পরেই ফোনে অপারেটরের গলা ভেসে এলো। 'মিঃ মার্ক কেসলার?'

'কথা বলছি।'

'আপনার প্যারীর ফোন।'

মার্ক এবার বললো, 'হ্যাল্লো, বাবা কেমন আছো?'

'ভালোই। কিন্তু অন্য কোন ব্যাপার আছে?'

'হ্যাঁ, বাবা, ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু বলার ছিলো।'

'কি রকম?' পিটার প্রশ্ন করলো।

'জনির সম্পর্কে বলতে চাইছিলাম। সে গতকাল স্টুডিওতে গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করেছে। সে বলতে চাইছে 'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড'-কে সকলের আগে শেষ করতে হবে।'

'কেন সেটা জানতে চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ও বলতে চায়নি।'

একটু থেমে পিটার বললো, 'হয়তো কোন জোরালো কারণ আছে। জনি ও রকম নয়। তুমি ছবির কাজ চালিয়ে যাও, আমি জনির সঙ্গে কথা বলবো।'

'জনি অদ্ভুত ব্যবহার করছে, বাবা। তোমার সাবধান হওয়া উচিত। অন্তত: হলে ক্ষতি নেই,' মার্ক আস্তে আস্তে বললো।

পিটার মনস্থির করতে পেরেছে মনে হলো না ও বললো 'তাই হবে, সতর্ক হবো।'

'তাহলে ছাড়ছি।'

'ঠিক আছে, মার্ক।'

॥ ৭ ॥

ভিত্তোরিও গুইদো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। তার চেহারা বিশাল। হাসি বর্জিত মুখে সে হাত বাড়ালো, 'হ্যাল্লো, জনি।'

জনি ওর করমর্দন করে বললো, 'কেমন আছো, ভিক ?'

'ভালো,' ধীরে জবাব দিলো ভিত্তোরিও।

'অ্যাল কেমন ?' জনি প্রশ্ন করলো।

ভিত্তোরিও ওর দিকে তাকালো। মনে মনে সে ভাবতে চাইছিলো জনির এখানে আসার উদ্দেশ্য কি হতে পারে। ওরা পরস্পরকে আদৌ পছন্দ করে না। ও বললো, 'বয়স হলে যেরকম থাকা উচিত সেই রকমই আছে।'

জনি ওর দিকে তাকালো। ভিক ওকে যে পছন্দ করে না জনি তা জানে।

ভিকের মুখে অস্পষ্ট হাসি খেলে গেলো। ও এবার প্রশ্ন করলো. 'কি ব্যাপার, জনি ?'

'আমার টাকা চাই, ভিক,' অনিচ্ছার মধ্যেই বললো জনি।

'কত ?'

'এক মিলিয়ন ডলার।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ভিক বললে, 'কিজন্য টাকা দরকার ?'

'আমি 'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ডের' অর্ধেক শেয়ার কিনতে চাই।'

ভিক চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললো, 'তুমি আমাদের নীতি জানো, জনি। এখনও আমাদের তুই মিলিয়ন পাওনা আছে। আর আমরা এরকম পরিস্থিতিতে ধার দিতে পারি না।'

'বাজে কথা।' জনি ক্রুদ্ধ হয়েই ভাবলো। ভিক যা খুশি করতে পারে। ও শুধু এই ঋণ দিতে আগ্রহী নয়। মনের কথা চেপেই জনি শুধু বললো, 'অন্য কোন পথ আছে যাতে ধার পেতে পারি?'

ভিক বুঝলো ম্যাগনামে কিছু একটা চলেছে, সেই কারণেই জনির এতো আগ্রহ। 'এর বদলে বন্ধক হিসেবে কিছু রাখার মত আছে?' ও সতর্ক ভঙ্গীতে প্রশ্ন করলো।

একটু ইতস্ততঃ করলো জনি। কাজটা ও করতে চাইছিলো না, তবু অন্য কোন উপায় না দেখেই বললো, 'আমার শতকরা দশভাগের যে স্টক আছে তার পরিবর্তে হতে পারে?'

ভিকের নাড়ীর স্পন্দন অদ্ভুতভাবে বেড়ে উঠতে চাইলো। এই ব্যবসায়ীরা মালিকানা নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। ওরা চায় তারকা, পরিচালক, চুক্তি, এই সবই। দরকার পড়লে নিজেদের স্ত্রীকেও এরা কাজে লাগাতে পারে। জনি নিশ্চয়ই মরিয়া অবস্থায় পৌঁছেছে। জনির ম্যাগনামে যে স্বার্থ আছে তার মূল্য বাজার দর হিসেবে নিশ্চয়ই এক মিলিয়ন ডলার। অতএব এর শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ঋণ হিসেবে দেওয়া চলতে পারে। ও তাই সতর্ক ভঙ্গীতে বললো, 'জনি, আমি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারছি না। বাজার খুবই এলোমেলো। আমি তিন মাসের জন্য এর তিন চতুর্থাংশ ঋণ মঞ্জুর করতে পারি।'

জনি ওর দিকে তাকালো। পঁচাত্তর হাজার মন্দের ভালো। তাছাড়া অবস্থা ভালো হলে টাকাটা ও ফিরে পেতে পারে। ও তাই বলে উঠলো, 'ঠিক আছে ভিক। কতদিনে ওটা পেতে পারি?'

ভিক হাসলো। 'স্টক আমার হাতে পৌছলেই,' ও বললো।

জনি উঠে দাঁড়ালো। 'কালই এখানে স্টক হাতে পেয়ে যাবে।' ও বললো।

ভিক বললো, 'চমৎকার। তাহলে এই কথাই রইলো।

জনি বিদায় নিতেই জানালার সামনে দাঁড়ালো ভিক। ও জনিকে একটা গাড়িতে উঠতে দেখলো। গাড়ির মধ্যে গাঢ় রঙের চুলওলা মাথার একটি মেয়েও রয়েছে ওর নজরে এলো। ডোরিস কেসলার। ও নিজের মনে হেসে চেয়ারে এসে বসলো।

মার্ক ওর ডেস্কের পিছনে বসেছিলো। ওর মধ্যে একটা জ্বালা জেগে উঠতে চাইছিলো। সেই জ্বালা জনি, আর ডোরিসের প্রতি। ওরা যা বলতে চায় তার জন্য। ওরা ওকে সাহায্য করতে চাইছে বলেছে। যত্তো বাজে গাল গল্প! ওরা ওকে ওদের মুঠোয় পুরে রাখতে চায় তবুও ওর অবচেতন মন বলতে চাইছিলো ওদের কথাই ঠিক। ছবির ব্যাপারে ও অনেক দূরই অগ্রসর হয়েছে।

হয়তো তাই। কিন্তু ছবিটা বানানো হয়ে গেলে ওরা সবাই বোকা বনে যাবে। ওরা তখন বুঝতে পারবে ওরা ঠিক কাজই করেছে। ও জনির দিকে তাকালো। 'হ্যাঁ, জনি,' ও বললো, 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

জনি কঠিন মুখেই ওর দিকে তাকালো। 'কথাটা বুঝে নিতে চেষ্টা কোরো। এটা তোমার জন্য করছি না, করছি শুধু তোমার বাবার জন্য, তুমি যা করেছো জানলে তার বুক ভেঙে যাবে। পিটারকে জানাবে গল্পটা আমার দারুণ ভালো লেগেছে বলেই এর অর্ধেক আমি নিতে চাইছি।' ও এবার ডোরিসের দিকে তাকালো, 'ঠিক মনে হচ্ছে?'

ডোরিস সায় দিলো, 'ঠিকই মনে হচ্ছে।'

মার্ক জনির মুখের দিকে তাকালো। ও হাসি চাপতে পারছিলো না। বোকাটা ও যা চেয়েছে তাই করে চলেছে। পিটারকে বোঝাতে ওর অসুবিধা হবে না যে সব গণ্ডগোলের মূল জনিই।

॥ ৮ ॥

জানালার বাইরে একনাগাড়ে ঝরে পড়া তুষারে সারা রাস্তাই চাপা পড়তে শুরু করেছিলো। জনি পিটার কথা বলতে শুরু করতেই ঘুরে দাঁড়ালো।

'বুঝতে পারছি না ডানভিয়ার আমাদের তারের জবাব এখনও দিলো না কেন?' পিটার বললো।

জনি ঘড়ির দিকে তাকালো। 'বোর্ডের সভার আর বেশি দেরি নেই।'

'আমি এটাই চেয়েছিলাম,' পিটার বললো, 'টাকাই বা ও পাঠালো না কেন?'

জনি আবার ওর দিকে তাকালো। ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড এখনও মাথা ব্যথার কারণ হয়ে রয়েছে। ওটায় ইতিমধ্যেই দু মিলিয়ন শেষ হয়ে গেছে, হয়তো আরও কয়েক হাজার লাগবে।

ব্যবসা আদৌ ভালো চলছে না। ডানভিয়ার যেন একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেছেন। প্রায় চার মাস কেটে গেছে টাকা আসে নি।

জনি আবার ঘড়ি দেখলো। 'এবার যাওয়া যাক,' ও বললো।

'জেনীকে জানিয়ে রাখো তার এলেই যেন জানায়,' পিটার বললো।

নভেম্বর ১২, ১৯৩৬

ম্যাগনাম পিকচার্স কোম্পানী

নিউ ইয়র্ক।

১২ই নভেম্বর ১৯৩৬-এর ডাইরেক্টর বোর্ডের সভার বিবরণ :

উপস্থিত ডিরেক্টরবৃন্দ :

মিঃ পিটার কেসলার

মিঃ জন এজ

মিঃ লরেন্স জি. রনসেন

মিঃ অসকার ফ্রয়েড

মিঃ জেভিয়ার র‍্যাণ্ডলফ

অনুপস্থিত ডিরেক্টরবৃন্দ :	মিঃ মার্ক কেসলার
	মিসেস পিটার কেসলার
	মিঃ ফিলিপ এক্স ডানভিয়ার

সাধারণ ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা ও সেগুলি গৃহীত হওয়ার পর ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রেসিডেণ্ট আগামী বছরের নানা লাভজনক সুবিধার কথা ঘোষণা করেন। তার ধারণা ব্যবসা এক্ষেত্রে প্রচুর লাভদায়ক হওয়াই সম্ভব।

তিনি আরও জানান এই কারণেই মিঃ ফিলিপ এক্স ডানভিয়ারের কাছ থেকে এই উদ্দেশ্যে দু মিলিয়ন ডলার ঋণ হিসেবে পাওয়ার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যায়।

মিঃ রনসেন এই সময় জানতে চান ছ'টি ছবি কেন এখনও সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হয়নি।

প্রেসিডেণ্ট এর উত্তরে জানান যে উৎপাদনের ক্ষেত্রে অসুবিধাই এর কারণ। সব ছবিই অচিরে সম্পূর্ণ করা হবে।

মিঃ রনসেন এই সময় সভায় মিঃ ফিলিপ এক্স ডানভিয়ারের একটি চিঠি পেশ করেন।

প্রিয় মিঃ রনসেন, ম্যাগনাম কোম্পানীর উৎপাদন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করে আমি অত্যন্ত চিন্তিত। আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম ছ'টি চলচ্চিত্রই অক্টোবরের মধ্যেই সম্পূর্ণ হবে। কিন্তু মিঃ কেসলার জানিয়েছেন তা সম্ভবপর হয়নি। এমতাবস্থায় উক্ত দু মিলিয়ন ঋণ মঞ্জুর সম্ভবপর নয়। ফিলিপ এক্স ডানভিয়ার।

প্রেসিডেণ্ট এবার উঠে দাঁড়িয়ে জানান এই চিঠির বিষয় জানায় তিনি চিন্তিত। চিঠি তার কাছে না আসায় তার পক্ষে মিঃ ডানভিয়ারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও যুক্তিসঙ্গত নয়।

মিঃ রনসেন এবার সভায় নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেন :

এই সভা মনে করে স্টুডিও পরিচালন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা প্রয়োজন।

প্রেসিডেন্ট এই বিষয়ে আপত্তি জানানোয় ভোট গৃহীত হয়। মোশানটি তিন-দুই ভোটে গৃহীত হয়।

মোশানের পক্ষে : মিঃ রনসেন
মিঃ ফ্রয়েড
মিঃ র‍্যাণ্ডলফ

মোশানের বিপক্ষে : মিঃ কেসলার
মিঃ এজ

এরপর মিঃ রনসেনকেই কমিটি হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এরপর ৫-১০এ সভা ভঙ্গ হয়।

পিটার উত্তেজিত ভাবেই পায়চারি করে চলেছিলো। ঘড়িতে সময় সাতটা অতিক্রান্ত। ও তীব্র দৃষ্টিতে জনিকে অভিষিক্ত করে বললো, 'একাজ কেন করলে, জনি? কেন ওদের এ সুযোগ দিলে?'

জনির মুখ ঝুলে পড়লো। 'আমি?' নিজের কানকে বিশ্বাস না করেই ও বলতে চাইলো। 'আমি কি সুযোগ দিয়েছি? ভার্নভিয়ারের সঙ্গে তুমিই চুক্তি করেছিলে।'

'চুক্তি না ফুক্তি!' পিটার চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি যদি স্টুডিওতে নাক না গলাতে তাহলে মার্ক ঠিক কাজ শেষ করে ফেলতো। কিন্তু তুমি তা পারো নি—তুমি সবজান্তা হতে চাইছিলে। কেন, কেন এমন কাজ করলে, জনি?' অভিযোগের গলায় পিটার বলে চললো, 'সেকি তোমার দেওয়া টাকার জন্য? তাহলে বললে না কেন, আমি তোমার টাকা ফিরিয়ে দিতাম।'

পিটার আর জনির মধ্যে যে একটা শীতল ভাব ফুটে উঠেছিলো সেটা কারও কাছেই অজানা ছিলো না। একমাত্র ওই দুজনের কাছে ছাড়া।

জেন অফিসে বসে থাকার সময় পিটার জানালো সে জনির সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

জেন জনিকে কথাটা জানিয়েই বললো, 'তোমার আর পিটারের মধ্যে হলো কি? ঝগড়া করেছো?'

জনি এ কথার জবাবে হো হো করে হেসে উঠলো।

জনি অফিস কামরায় বসে থাকার মুহূর্তেই রনসেন ওর সঙ্গে দেখা করতে এলো।

রনসেন সামনে বসে হাসিমুখে বললো, 'আপনি হয়তো অবাক হচ্ছেন আমি কেন এলাম, মিঃ এজ?'

জনি জবাব দিলো, 'কিছুটা, মিঃ রনসেন।'

'ভাবলাম আপনার কিছু বলার থাকতে পারে। আমি কাল স্টুডিওতে যাচ্ছি,' রনসেন বললো।

জনি হাসলো। দুজনের মধ্যে খেলা শুরু হলো। ওর মুখ ভাবলেশহীন। ও বললো, 'আমি দুঃখিত, মিঃ রনসেন বলার কিছুই নেই, শুধু স্টুডিও যোগ্য হাতেই আছে এটুকু ছাড়া। সব মিঃ কেসলারেরই দায়িত্ব।'

'হয়তো গোলমাল স্টুডিওতে নয়, অন্য কোথাও আছে।'

জনির মুখ থেকে গোপনীয়তার ভাব সরে গেলো। ও বললো, 'ঠিক কি বলতে চান মিঃ রনসেন?'

'ল্যারী,' রনসেন বললো।

'ল্যারী', জনি রাজি হলো। আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি।'

'আমার ধারণা পিটারের বয়স হয়েছে,' রনসেন বললো।

জনি হেসে উঠলো। 'সে হলো প্রেসিডেন্ট, কোম্পানীর মালিক।'

'তুমি প্রেসিডেন্ট থাকলে হয়তো ভালোই চালাতে।' রনসেন হাসিমুখে জানালো।

'আমার সন্দেহ আছে,' জনি বললো।

'বিনয় দেখানোর দরকার নেই, জনি। আমি বলতে চাই কিছু লোক মিঃ কেসলারের অংশ ক্রয় করতে ইচ্ছুক।'

'তারা কে?'

'সে কথা বলতে পারছি না এই মুহূর্তে,' রনসেন জবাব দিলো।

জনি গম্ভীর মুখে তাকালো। 'এ ব্যাপারে মিঃ কেসলারকেই প্রশ্ন করা ভালো, তিনি তার অংশ বিক্রী করবেন কি না। কিন্তু, ল্যারী, তুমি আর ডানভিয়ার ছাড়া এর পিছনে আর কে আছে?'

ল্যারী তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো। 'সে কথা বলতে পারছি না আগেই বলেছি।'

জনি হেসে উঠলো। 'তাহলে তোমার যাত্রা শুভ হোক।'

রনসেন বিদায় নিতেই পিটার ওর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করলো। ও অবাক হয়ে ভাবলো জনি এই লোকটার সঙ্গে এমন বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কি করছিলো। মার্ক ঠিকই বলেছে জনি ইদানীং অদ্ভুত ব্যবহার করছে।

ডালসি অন্যমনস্ক হয়ে মার্কের কথাটা শুনলো। ও মার্ককে নিয়ে ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলো। ওকে ছেঁটে ফেলার সময় এসে গেছে। ওর কাছ থেকে আর পাওয়ার কিছু নেই।

এই ভাবটা ওর জেগেছে ওয়ারেন ছেড়ে যাওয়ার পর থেকেই। ও অস্থির হয়ে নানা পুরুষের কাছে ছুটে যেতে চাইছিলো, কিন্তু শান্তি পায় নি। ও বুঝেছে ওর মনের মত পুরুষ একমাত্র ওয়ারেনই।

কেন সে সিনথিয়ার কাছে ফিরে গেলো? কি আছে মেয়ে লোকটার?

সেদিনের সেই রাতে জনি চলে গেলে ও ওয়ারেনের কাছে শোবার ঘরে ঢুকেছিলো। সে দ্রুত পোশাক পরছিলো। ও তার হাতে হাত রেখে বলেছিলো, 'কি করছো?'

ওয়ারেন মুখ তুলে তাকিয়ে বলেছিলো, 'ওকে দেখতে যাচ্ছি। ছোকরা অসুস্থ। এই বৃষ্টিতে ওর বাইরে যাওয়া উচিত নয়।'

'বোকামি কোরো না,' ও বলেছিলে। 'ওকে যেতে দাও। ও তোমাকে পেলে খুন করে ফেলবে। ও আমাকে কি করতে চাইছিলো দেখোনি?'

ওয়ারেন অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলো। 'তুমি কি আশা করেছিলে? ও আনন্দে হাততালি দেবে? এরকম ঘটনার মুখোমুখি হওয়া ওর পক্ষে অত্যন্ত খারাপই হয়েছে।'

ডালসি এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, 'ওর যাওয়ার জায়গা আছে। আমাদের আনন্দ নষ্ট করে লাভ নেই, চলো।'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ওয়ারেন জবাব দিয়েছিলো, 'ডালসি, তুমি—তুমি একটা কুত্তী!'

'হয়তো তাই,' নির্বিকার ভঙ্গীতে ও জবাব দেয়।

এরপর থেকেই ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

একদিন ডালসি একটা চিরকুট পেলো। তাতে লেখা:

ডালসি—আমি সিনথিয়ার কাছে ফিরে গেলাম। ওয়ারেন।

ডালসি প্রথমে কান্নায় ভেঙে পড়ে প্রতিশোধ নেবে ঠিক করেছিলো। এরপর থেকেই ও একা। ওয়ারেন ক্রেগের মত কেউ আর ওর মন আর দেহ অধিকার করতে পারে নি।

ও এবার মার্কের দিকে তাকালো। 'লোকটার নাম কি?' ও প্রশ্ন করলো।

'রনসেন। লোকটা নিজেকে খুব চালাক ভাবে, তবে ওকে শিশুর মতই ভুলিয়ে রাখবো,' গর্বের সঙ্গে বললো মার্ক।

রনসেন ওর আসনে একটু অস্বস্তি নিয়েই বসেছিলো। ওর দৃষ্টি বারবার ওর পাশে বসা তরুণার দিকে ঘুরে যাচ্ছিলো। তরুণাটির বুকের কিছু অংশ ওর চোখে পড়ছিলো।

'আর একটু কফি, মিঃ রনসেন?'

'না, না, ধন্যবাদ, মিস ওয়ারেন। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম—'

'হ্যাঁ, মিঃ রনসেন। আপনি ম্যাগনামের স্টুডিও দেখতে এসেছেন, তাইতো?'

'মানে—হ্যাঁ, কিছুটা তাই।' রনসেন বললো। মেয়েটা ওকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে।

'তাহলে আমি হয়তো সাহায্য করতে পারবো। শুনুন।'

ডালসি এবার মার্ক কেসলার যা করেছে সবই খুলে বললো।

'তার মানে বলছেন যে, মার্ক ইচ্ছাকৃত ভাবেই টাকাটা নষ্ট করেছে?' রনসেন বলে উঠলো উত্তেজিত ভাবে।

'হ্যাঁ। এরপর জনি এসে ব্যাপারটা জেনে ফেলে তা বন্ধ করে।'

'কিন্তু সে টাকা পেলো কোথায়?'

'জনি ওর অফিসের স্টক বন্ধক রেখে টাকা সংগ্রহ করেছে।'

'বটে? দারুণ কাহিনীই, আমি সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম, মিস ওয়ারেন,' উত্তেজিত আর খুশি মনেই উঠে দাঁড়ালো রনসেন।

১১ ॥

জনির টেবিলে ফোনটা বেজে উঠতেই ও সেটা তুলে নিলো

ভিকের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো 'হ্যাল্লো, জনি।'

'হ্যাল্লো, ভিক। কেমন আছো?'

'ভালোই, জনি।'

জনি একটু ভীত হয়ে পড়লো। অ্যালের কিছু হয়নি তো?

ভিক আবার বললো, 'তোমার ঋণের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছিলাম জনি।'

'ভালোই করেছো, ভিক। আমিই ফোন করবো ভাবছিলাম। আমি একটু সময় চাই।'

'আমি দুঃখিত, জনি। এটা সম্ভব নয়। আরও বাড়তি বন্ধক প্রয়োজন হবে তাহলে।'

'সেটা অসম্ভব, ভিক। আমার যে পথ একটুও নেই।' জনি হতাশ ভাবে বললো।

'তাহলে আমার স্টক বিক্রী করে দেওয়া ছাড়া পথ থাকবে না,' ভিক জানালো।

'কিন্তু, ভিক,' জনি বলে উঠলো, 'ওগুলো আমার চাইই।'

'দেখা যাক কি করতে পারি।' ভিক ফোন ছেড়ে দিলো।

জনি কিছুক্ষণ একটা ঘোরের মধ্য দিয়েই বসে রইলো। ওর ইচ্ছে হলো অ্যালকে ফোন করে। কিন্তু ওর মনই তাতে বাধা দিলো। প্রতিবার বিপদে পড়লেই অ্যাল কেন সাহায্য করবে।

ভিক ফোনটা রেখে হাসিমুখে ওর সামনে উপবিষ্ট রনসেনের দিকে তাকালো। 'মনে হচ্ছে স্টকগুলো, আপনি পেতে চলেছেন, মিঃ রনসেন,' ও হাসিমুখে বললো।

রাত্রের অন্ধকারে ঘুম ভেঙে গেলো জনির। ভিকের সঙ্গে ওর কথাবার্তায় ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো। ও ভাবতে ভাবতেই উঠে ফোনটা তুলে নিলো।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ডোরিসের গলা শোনা গেলো, 'কি ব্যাপার, ডার্লিং ?'

জনি ভিকের সঙ্গে ওর কথাবার্তার সারমর্ম ডোরিসকে জানালো।

'তাহলে কি ও স্টকগুলো বিক্রি করে দেবে ?' ডোরিস প্রশ্ন করলো।

'তাইতো মনে হয়, প্রিয়া,' জনি জবাব দিলো।

'সেকি ! এতো ইতরের মত কাজ। একটু অপেক্ষা করলেই তো ওর নোঙরা টাকা ফেরত পেতে পারে।'

'আমার ধারণা ভিক সেটা জেনেও ব্যাপারটা আমার কাছে জটিল করে তুলতে চায়।' জনি বললো।

'জানোয়ার !' ডোরিস বলে উঠলো। 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে ওকে ফোন করি।'

হেসে উঠলো ওর কথায় জনি। 'না, প্রিয়া, এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। যা হয় ব্যবস্থা হবেই।'

ফোন ছেড়ে দিলো এবার জনি।

মধ্যাহ্নভোজের পর ঘরে এসেই টেলিগ্রামটা পেলো জনি। ওটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শীতল স্রোত ওর শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে শুরু করলো। ওর হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো। বেজন্মা ! শয়তান, চুলোয় যাক !

ও আবার টেলিগ্রামটা পড়লো।

প্রিয় জনি, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এক মিলিয়ন ডলারে স্টক বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছি। বাকি টাকা তোমার নামে জমা দেওয়া হলো। প্রীতিসহ, ভিক।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে টেলিগ্রামটা পাকিয়ে ও ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

চিঠিটা ডোরিস ভাঁজ করার মুখেই ঘরে ঢুকলো মার্ক। ও হেসে বললো, 'ছেলে বন্ধুর ?'

নীরস কণ্ঠে ডোরিস জবাব দিলো, 'হ্যাঁ।'

'কি লিখেছে ও ?' মার্ক প্রশ্ন করলো।

'ভিক গুইদো ওকে ঠকিয়েছে, স্টক বিক্রী করে দিয়েছে সে।'

'তাই নাকি ?' অবাক হলো মার্ক।

মাথা নুইয়ে সায় দিলো ডোরিস।

'খুব খারাপ,' মার্ক বললো। মনে মনে ও খুশিই হলো। আচমকা চাপা গলায় ডোরিস বলে উঠলো, 'এটা তোমার দোষ।'

মার্ক ঘুরে তাকালো। 'আমি ওকে একাজ করতে বলিনি।' ও বললো সতর্ক ভঙ্গীতে।

ডোরিস দ্রুত এগিয়ে এলো। ওর হাত সজোরে চপেটাঘাত করলো মার্কের গালে।

মার্ক গালে হাত বোলাতে বোলাতে তাকালো। ওর মুখে ফুটে উঠলো চরম লজ্জার অভিব্যক্তি।

মার্ক ডোরিসের মুখের দিকে তাকাতেই ডোরিসের চোখে জল নেমে এলো। 'ওটা জনির জন্য,' তীব্রকণ্ঠে ও বলে উঠলো, 'ওর যা ছিলো সবই সে তোমার জন্যই হারিয়েছে ! নোঙরা—নোঙরা উকুন !' চোখে রুমাল চেপে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ডোরিস।

॥ ১২ ॥

জানলার সামনে দাঁড়ানো পিটারকে অত্যন্ত ক্লান্তই মনে হতে চাইছিলো। ওর চোখে পড়ছিলো জানলার বাইরে বসানো বিরাট একটা খৃস্টমাস ট্রি।

ওর মনে পড়লো ডানভিয়ার টাকা না দেওয়ায় আরও এক মিলিয়ন ডলার ওর পকেট থেকে বেরিয়ে গেছে। ও ক্লান্ত পায়ে ডেস্কের সামনে বসে 'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ডের' প্রতিবেদনে চোখ

বোলাতে লাগলো। ছবিটা শেষ হয়েছে। ওটা প্রাক প্রদর্শন হিসেবে লস এঞ্জেলেসের এক ছোট প্রদর্শন গৃহে দেখানো হতে চলেছে।

ওর ইচ্ছে হলো বাড়ি ফিরে যায়। আজ ছ'মাস ও নিউ ইয়র্কে রয়েছে। তবে মার্ক দারুণ কাজের ছেলে। ওর রক্তের ধারা ওর শরীরে বইছে। ওকে বিশ্বাস করা যায়।

পিটারের সহসা নজরে এলো অদ্ভুত ভঙ্গীতে একজন লোক ওর দিকে এগিয়ে আসছে। লোকটা একটা ভাঁজ করা কাগজ ওর দিকে এগিয়ে দিলো। পরক্ষণেই লোকটাকে আর দেখা গেলো না। পিটার অলসভঙ্গীতে কাগজটা খুলে চোখ বুলিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় লাফিয়ে উঠলো। ওতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিলো : 'সমন।'

ওর ক্লান্ত, বিক্ষিপ্ত মন প্রায় টগবগ করে ফুটে উঠলো। ও দ্রুত জনির ঘরে ঢুকলো। জনি তখন জেনীকে একটা চিত্রির বয়ান শোনাতে চাইছিলো।

পিটার ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে জনির সামনে সমনটা ছুঁড়ে বলে উঠলো 'এটা পড়ে দেখো তোমার বন্ধুরা কি করেছে!'

ফোনে ডালসির আনন্দোচ্ছল কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, 'নিশ্চয়ই ছবি দেখতে আসবো,' ও হেসে বললো। 'এটা হারানো চলবে না কোন রকমেই!'

মার্ক হেসে জবাব দিলো, 'তাহলে তোমাকে সাড়ে ছটার সময় তুলে নেবো।'

॥ ১৩ ॥

ওরা নৈশভোজে বসার ঠিক আগেই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো পিটার। মাত্র একঘন্টা আগেই ও লস এঞ্জেলেসে এসে নেমেছে।

এসথার আনন্দে বলে উঠলো, 'পিটার! তুমি বাড়ি ফিরে

এসেছো! বিশ্বাসই করতে পারছি না!' ও এগিয়ে এসে চুম্বন করলো পিটারকে।

ডোরিসও হাসি মুখে এগিয়ে এসে পিটারের গালে চুম্বন করে বললো, 'বাবা আমার কেমন মনে হচ্ছিলো তুমি ছুটিতে বাড়ি আসবে।'

'আজকে তোমরা ছবি দেখতে যাচ্ছো না?' পিটার জানতে চাইলো।

'ছবি? কোথায়?' এসথার বললো।

'ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড ছবির প্রাক প্রদর্শন তো আজ রাত সাড়ে আটটায়। মার্ক বলেনি?'

'নাতো। এই আমরা প্রথম শুনলাম,' এসথার বললো।

'মাঝে মাঝে ছেলেটাকে আমি বুঝতে পারি না,' পিটার বলে উঠলো।

'হয়তো ভুলে গেছে ও,' এসথার বললো।

'ভোলা উচিত নয়।'

মার্ককে নিদারুণ উত্তেজিতই লাগছিলো। কপালে ওর বিন্দু বিন্দু ঘাম। ও বলে উঠলো, 'ছবি দেখানো হয়ে গেলে আমরা একটা উৎসব করবো। সকলেই জানবে আমি কে।'

ডালসি মিষ্টি হাসলো। হলিউড ইতিমধ্যেই টের পেয়ে গেছে ও কে। ওরা আগেই টের পায় কে সাফল্য লাভ করতে চলেছে আর কে নয়। মার্কের বন্ধুরাও যে ওকে পছন্দ করে না সেটা ও জানে।

হলিউডে ছবির প্রাক প্রদর্শন নিয়ে রহস্যজনক ব্যাপারই ঘটে চলে। এক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা অসম্ভব। দর্শকেরা ঠিকই টের পেয়ে যায় কোন ছবি কবে দেখানো হবে। তাই ভিড়ও উপচে পড়ে।

পিটার, ডোরিস আর এসথারের সঙ্গে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছতেই দরজার কাছে দাঁড়ানো কমিটি পিটারকে দেখে সসম্ভ্রমে বললো, 'হ্যাল্লো, মিঃ কেসলার। এখনই ছবি শুরু হবে। আসুন, আপনাদের জন্য আসনের ব্যবস্থা করছি।'

ওরা প্রায় ঘরের শেষ সারিতেই বসলো। পিটার চারপাশে তাকালো। ও হাত দিয়ে এসথারের হাত স্পর্শ করলো। অন্ধকারেই হাসলো এসথার, 'নার্ভাস বোধ করছো ?'

'আমার নিজের ছবির চেয়েও বেশি,' ও ফিসফিস করলো।

পিটার মার্ককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলো। অন্ধকারে সামনে থেকেই মার্কের গলা শোনা যাচ্ছিলো। পিটার অস্পষ্ট ভাবেই দেখলো মার্ক একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটিকে ওর কেমন পরিচিত মনে হলো। তবু পিটার তাকে চিনতে পারলো না।

তখনই ছবি শুরু হলো। পর্দার বুকে ফুটে উঠলো: ম্যাগনাম পিকচার্স। সঙ্গে অতি পরিচিত সেই শ্যাম্পেনের উন্মুক্ত বোতল। একটু পরেই সেটা মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠলো:

মার্ক জি, কেসলারের নিবেদন:

ইউনাইটেড উইস্ট্যাণ্ড

পিটার এসথারের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'মার্ক জি, মানে কি ?'

এসথার বিহ্বলভাবে জবাব দিলো, 'হয়তো গ্রীণবার্গ, আমার কুমারী জীবনের নাম।'

পিটার জবাব না দিয়েই ছবি দেখতে চাইলো। একটু পরেই ও ঘামতে শুরু করলো। ছবিটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বাজে কিছুই। ওর কথা প্রমাণ হতে চাইলো ছবিঘরের দর্শকদের কটু মন্তব্য থেকে। হঠাৎ নিজেকে অসহায় মনে হতে লাগলো পিটারের। জনি ঠিকই বলেছিলো গর্ডন ঢের কাজের লোক। জনির কথা ওর শোনা উচিত ছিলো।

হঠাৎই ও দেখলো মার্ক ওর পাশের মেয়েটির দিকে ঝুঁকে কিছু

বলতেই মেয়েটি হেসে উঠলো। কেমন যেন একটা পরিচিতি জেগে উঠেছিলো ওই হাসির মধ্য দিয়ে। হঠাৎ মার্ক কি বলছে শোনার উদগ্র ইচ্ছা জাগ্রত হলো পিটারের মনে।

ও মার্কের ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলো। ও যেন নিজের আসনে পাথর হয়ে গেলো শুনে। মার্ক কি বলছে? ও ঠাট্টা করে বলছে সকলের উপর কি রকম সবকিছু চাপিয়ে দিয়েছে। আর বুড়ো জনিকে তাই দোষারোপ করছে। কি রকম চালাক ও, তাই না? মেয়েটিকেও খুশি মনে হলো।

পিটার কাঁপতে শুরু করলো। ছবির শেষে কি ছিলো ওর মাথাতে ঢুকলো না। ওর দুচোখে অস্বাভাবিক জ্বালা। সময়ের কোন মূল্যই ওর কাছে রইলো না। ওর নিজের ছেলে। ওর নিজের রক্ত মাংসে গড়া। ওরা যদি এটা করতে পারে, কাকে ও বিশ্বাস করবে?

ছবি শেষ হয়ে গেলো। মার্ক উঠে দাঁড়িয়েছিলো। পাশে মেয়েটা। মেয়েটি পিটারের দিকে তাকাতেই পাথর হয়ে গেলো ও।

ডালসি ওয়ারেন! মার্ক ওর সঙ্গে কি করছে? ও তো জানে ওর বাবা ডালসি সম্বন্ধে কি ভাবে। পিটার লক্ষ্য করলো ডালসি মার্কের গাল চুম্বন করলো।

'ছবিটা সাধারণ মানুষের পক্ষে বড় বেশি ভালো, মার্ক,' ডালসি ওকে সান্ত্বনা জানাতে চাইলো।

'হ্যাঁ। এই ভয়ই পেয়েছিলাম.' মার্ক স্বীকার করলো। ঠিক ওই মুহূর্তেই ওর নজর পড়লো পিটারের উপর।

'পিটার!' মার্ক হাসতে চাইলো। 'এখানে তুমি কি করছো?' ওর হাত ডালসির হাত ছেড়ে দিলো।

এক মুহূর্ত পিটার কথা বলতে পারলো না। প্রায় বোবা হয়ে রইলো। তারপর ও ফেটে পড়লো, 'তুমি ভেবেছিলে আমি আসবো না। আমি এসেছি আর, ওই—ওকে—,' ও ডালসির দিকে ইঙ্গিত

করে বললো, 'যা বলেছো সবই শুনেছি। ওই বাজারের মেয়ে মানুষটাকে—।'

ততক্ষণে আশে পাশের দর্শকেরাও কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলো। তারা ব্যাপারটা উপভোগই করছিলো।

পিটার প্রচণ্ড ক্রোধে বলে চললো, 'কি ব্যাপার, মার্কাস? ছবিটা করে ভেবেছো সাধারণ মানুষের পক্ষে বড় বেশি ভালো হয়ে গেছে, তাই না?'

মার্কের মুখ সাদা হয়ে উঠেছিলো। ও বলতে গেলো, 'কিন্তু বাবা— ।'

'কি দেখছো, মার্কাস?' ওর বাবা বলে চললো, 'তোমার মেয়ে মানুষ? সে হয়তো বাড়ি পৌঁছে দিতে বলবে। দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন? ওর পিছনে যাও। যা ক্ষতি করার তা তো করেই দিয়েছো। আমার ব্যবসা শেষ। যাও।' এসথারকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আসতে দেখেই ও চুপ করে গেলো।

মার্ক ওর বাবা মার দিকে তাকালো। এসথারের চোখে জল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পিটার বলে উঠলো, 'আর ফিরে এসো না—তুজনের কেউ না—তোমরা রক্তচোষা—হ্যাঁ, তুমি!'

মার্ক পাগলের মতই বেরিয়ে যেতে গেলো। ওর গলাটা হঠাৎ শুকিয়ে এলো। কালই সারা হলিউড ওকে দেখে হাসতে শুরু করবে। ও কাঁদতে শুরু করলো।

পিটারকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চলেছিলো এসথার আর ডোরিস। 'এখন একমাত্র আশা, জনি কাল আমার হয়ে যদি ভোট দেয়,' পিটার বলে উঠলো।'

এসথার সান্ত্বনা জানালো, 'চিন্তা কোরো না। জনির উপর আশা রাখতে পারো।' কিন্তু একথা বললেও ওর মন বলছিলো, 'মার্ক, মার্ক, কেন—কেন একাজ করেছিস?'

॥ ১৪ ॥

'আমায় বাড়ি পৌছে দেবে না?' গাড়ির পিছনের আসন থেকে ডালসির গলা ভেসে আসতেই তাকালো মার্ক।

ও কথা না বলে চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে চললো।

চাবি দিয়ে দরজা খুললো ডালসি। তারপর ও ঘুরে বলে উঠলো, 'শুভরাত্রি, মার্ক।'

মার্ক ওর চোখ তুললো। ও বললো, 'আজ রাতে যা ঘটে গেলো শুধু এটুকুই তোমার বলার আছে শুভরাত্রি, মার্ক?'

কাঁধ ঝাঁকালো ডালসি, 'আর কি বলবো? এই পালা শেষ। এখন যাও, আমি ক্লান্ত।' ও দরজা বন্ধ করতে গেলো।

মার্ক তার আগেই পা দিয়ে দরজাটা আটকালো। তারপর ঘরে ঢুকেই ও দরজাটা বন্ধ করে দিলো। 'বাবা, কি বলেছেন শুনেছো নিশ্চয়ই,' ও কর্কশস্বরে বললো।

'সকালেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন বাড়ি যাও।'

মার্ক দুহাতে ওকে টেনে জোরে চুম্বন করতেই আতঙ্কে ডালসি বলে উঠলো, 'কি করতে চাইছো, মার্ক?'

'অনেক আগেই এটা করা উচিত ছিলো,' মার্ক আরও জোরে ওর কাঁধ চেপে ধরলো।

এবার সত্যিই ভয় পেল ডালসি। কোন রকমে মার্কের হাত ছাড়িয়ে ও বলে উঠলো, 'বেরিয়ে যাও।'

আস্তে আস্তে হাসলো মার্ক। 'সত্যিই রাগলে তোমাকে সুন্দর দেখায়, ডালসি। অনেক পুরুষ তোমায় একথা বলেছে, তাই না?'

মার্ক আবার ওর কাঁধ চেপে ধরতেই উন্মত্তের মত চিৎকার করে

উঠলো ডালসি, 'ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও!' ও পালাতে যেতেই ওর দেহের পোশাক ছিঁড়ে প্রায় নিরাবরণ হয়ে পড়লো ও। পোশাক ছিঁড়ে রয়ে গেলো মার্কের হাতে।

মার্ক এগিয়ে এসে ওর বাকি পোশাক ছিঁড়ে ফেলছে টের পেলো ডালসি। আচমকা ও টের পেলো দেহে আর কিছু নেই ওর। মার্ক সজোরে ওর গালে চপেটাঘাত করলো। ছিটকে পড়লো ও।

'আমার মুখে মেরো না! মুখে মেরো না!' চিৎকার করে উঠলো ডালসি।

'কেন, ডালসি? ভয় পেলে?' মার্ক ঝুঁকে পড়ে আবার আঘাত করলো ওর মুখে। ডালসি টের পেলো মুখ দিয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে ওর।

মার্ককে পোশাক খুলে ফেলতে দেখে ও ভয়ে কাঁপতে শুরু করলো এবার। ও এবার মেঝেয় বসে হাসতে চাইলো। ভয়ে দুচোখ ঘোলাটে হয়ে এলো ডালসির।

'একটা নর্দমা থাকলে হতো,' যেন কথার কথা বলে উঠলো মার্ক। 'না থাক মেঝেতেই হবে।'

ও এবার ডালসির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

॥ ১৫ ॥

ওয়ালডর্ফের সভাকক্ষ প্রায় ধোঁয়ায় ভরে উঠেছিলো জনি যখন চারপাশে তাকালো। রনসেন ওর বিপরীত দিকেই বসেছিলো। সে ফিসফিস করে র‍্যাণ্ডলফ আর ফ্লয়েডের সঙ্গে কথা বলছিলো।

জনি ঘড়ির দিকে তাকালো। পিটার এখনই এসে পড়বে। রনসেনও অস্বস্তি বোধ করছিলো। ঘরের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা।

হঠাৎ দরজা খুলে পিটার প্রবেশ করলো। ওর সঙ্গে এসথার আর ডোরিস। একটু অবাকই হয়ে গেলো।

প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ানোর পর পরিচয়ের পালা শেষ হলো।

পিটার বলে উঠলো, 'আমরা এবার সভার কাজ করতে পারি?'

'মিঃ চেয়ারম্যান,' রনসেন বলতে চাইলো।

'কি ব্যাঁপার মিঃ রনসেন?' পিটার বললো।

রনসেন আবার পিটারের দিকে তাকালো। 'মিঃ চেয়ারম্যান, স্টুডিওর বর্তমান পরিস্থিতি আর কোম্পানীর পরিচালন ত্রুটির সম্বন্ধে বর্তমান বোর্ড অতিমাত্রাতেই চিন্তিত এবং সেটা স্বাভাবিক তাই আমি ভাবছিলাম এক্ষেত্রে চেয়ার কি তার স্টক বিক্রীর কোন প্রস্তাব মেনে নেবেন কি না।'

পিটার সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে জবাব দিলো, 'না।'

জনি ওকে লক্ষ্য করলো। ওর মন পিটারের জন্য গর্ব বোধ করতে চাইলো।

রনসেন তখনও দাঁড়িয়ে ছিলো। ও দৃঢ়স্বরে আবার বললো, 'আমি চেয়ারকে জানাতে চাই, তার বিরুদ্ধে স্টক-হোল্ডারদের পক্ষ থেকে একটা মামলা দায়ের করা হয়েছে। সেটা আদালতে উঠলে অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার হতে পারে।'

পিটার আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকালো। 'এই ব্যবসায়ে ঢের আগেই আমরা শিখেছি কোন ব্যাপারেই অযথা অপ্রস্তুত হতে নেই, মিঃ রনসেন। আমরা জনসাধারণের দৃষ্টিতে অভ্যস্ত, তাতে ভয় পাই না। যতদিন পর্যন্ত এই কোম্পানী আমার পরিচালনাধীন আছে ততদিন এই স্টক বিক্রীর কথা ভাবছি না। যারা এই ধরনের চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের আমি প্রবঞ্চক ছাড়া কিছু ভাবি না।'

রনসেনের দুচোখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ও এবার বলে উঠলো, 'চেয়ারম্যানের বক্তব্য অনুযায়ী, তিনি কি স্টক-হোল্ডারদের দিয়ে এটা অনুমোদন করিয়ে নিতে রাজি আছেন?'

পিটার মাথা নুইয়ে সায় দিলো। ওর দৃষ্টি রনসেনের উপর। ও জবাব দিলো, 'চেয়ার রাজি।'

রনসেন চারদিকে নজর বুলিয়ে নিলো। ওর গলায় বিজয়ীর ভঙ্গী ফুটে উঠলো। 'আমি বিশ্বাস করি সব স্টক-হোল্ডার আজ উপস্থিত আছেন। চেয়ার কি ভোটে রাজি আছেন?'

পিটার জনির দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রশ্ন হলো আমি আমার স্টক বিক্রী করবো কি না। সেক্রেটারি কি নাম বলতে শুরু করবেন?' ও বসে পড়ে আগ্রহ নিয়ে জনির দিকে তাকালো।

জনিও ওর দিকে তাকালো। ওর বুক ধড়াস-ধড়াস করতে শুরু করলো। পিটার কি জানে না ও ওর সব স্টক খুইয়েছে? ডোরিস কি ওকে বলেনি? ও ডোরিসের দিকে তাকালো। ডোরিসের হাত মুঠো অবস্থায় ওর মুখের উপর ধরা ছিলো আর ও জনির দিকে তাকিয়ে ছিলো। মুখে নেমে এসেছিলো ভয়ের ছায়া।

জনি এবার উঠে দাঁড়ালো। 'আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না এরকম কোন বিষয় এই সভায় উপস্থাপিত হতে পারে,' ও মরিয়া হয়ে বলে উঠলো অবস্থাকে সামাল দেওয়ার জন্যই।

পিটার ওর দিকে তাকালো। 'বোকামি কোরো না, জনি। যাও গিয়ে ভোট নাও।'

জনি তখনই ইতস্ততঃ করতে চাইলো।

পিটার ক্রুদ্ধভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালো। 'ঠিক আছে, তাহলে আমি নিজেই নিচ্ছি।'

জনির পা কাঁপতে শুরু করলো। ও কলম তুলে নিলেও হাত এত কাঁপছিলো যে ঠিকমত ও লিখতেও ব্যর্থ হলো।

পিটার বলে উঠলো, 'আমি বিষয়টা সহজ করে দিচ্ছি, ভদ্রমহোদয়-গণ।' চেয়ার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে। এর পক্ষে শতকরা পঁয়তাল্লিশটি ভোট। এবার জনি,' ও জনির দিকে তাকালো।

কোন জবাব না দিয়ে জনি ওর দিকে তাকালো। ও মুখ খুললেও

কোন আওয়াজ বেরোলো না। ও অতি কষ্টেই শেষ পর্যন্ত বলে উঠলো, 'আমি—আমি ভোট দিতে পারছি না, পিটার।'

পিটার অবিশ্বাসের ভঙ্গীতেই হেসে উঠলো। 'ভোট দিতে পারছো না, মানে? বোকামি কোরো না, জনি। এগিয়ে গিয়ে এটা মিটিয়ে ফেলো।'

একটা বোবা যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জনির গলা চিরে বেরিয়ে এলো, 'আমার স্টক আমার হাতে নেই।'

পিটার অবিশ্বাসভরেই প্রশ্ন করলো, 'তোমার কাছে না থাকলে কার কাছে আছে?'

রনসেন আবার উঠে দাঁড়ালো। ওর চোখে একটা শীতল বিনয়ীর ভঙ্গী। 'ওগুলো আমার কাছে, মিঃ চেয়ারম্যান', ও শান্ত কণ্ঠে বলে উঠলো। সে কণ্ঠে দৃঢ়তার স্পর্শ।

জনি তীব্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো। ওর এটা বোঝা উচিত ছিলো। ভিক স্টকগুলো বিক্রী করার সময় রনসেন ওখানে ছিলো। কুত্তার বাচ্চা।

পিটারের মুখ সাদা হয়ে গেলো। কোন রকমে টেবিল ধরে দাঁড়ালো ও। প্রচণ্ড তিক্ততা আর অনুযোগ নিয়ে ও জনির দিকে তাকালো। 'আমাকে বেচে দিলে, জনি?' ও হতাশ ভঙ্গীতে বললো। 'আমাকে বেচে দিলে।'

॥ ১৬ ॥

ও বেল বাজাতেই দরজা খুলে গেলো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো ডোরিস।

ঘরে ঢুকে ওকে চুম্বন করলো জনি। তারপর প্রশ্ন করলো, 'এটা নিয়ে পিটারের সঙ্গে কথা বলেছো?'

'না। বাবা কোন কথাই বলতে দিচ্ছেন না। মাকে বলেছি। মাও পারেনি। বাবা, তোমার বা মার্কের বিষয়ে কিছুই শুনতে রাজি নন', ডোরিস বললো।

একটা সোফায় বসে সিগারেট ধরালো জনি। তারপর কর্কশস্বরে বললো 'আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কি হবে?'

ওর গালে হাত রাখলো ডোরিস। 'আমাদের অপেক্ষা করতে হবে জনি।'

'আমি অপেক্ষা করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি!'

ডোরিসের চোখ যেন ওকে ধৈর্য ধরতেই বলতে চাইছিলো।

'তুমি এখানে কি করছো?' পিটারের কঠিন গলা দরজার কাছ থেকে ভেসে এলো।

জনি একটু চমকে উঠে জবাব দিলো, 'তোমার মোটা মাথায় কিছু বুদ্ধি ঢোকানো যায় কিনা দেখার জন্য এসেছিলাম।'

পিটার ওর দিকে এগিয়ে এলো। ওর কণ্ঠস্বর তীব্র কম্পিত মনে হলো ও যখন কথা বললো আবার। 'আমার বাড়ি থেকে চলে যাও, হ্যাঁ, তুমি—জুডাস!'

জনি উঠে দাঁড়ালো। ও দ্রুত বলতে চাইলো, 'পিটার, তুমি কোন যুক্তি মানতে চাও না কেন? তোমার জানা উচিত আমি—।'

পিটার বাধা দিলো। 'তোমার ওইসব বাজে ওজর আমায় শোনাতে চেও না। তুমি কি করেছো আমি জানি।' ও ডোরিসের দিকে তাকালো। 'তুই ওকে ডেকে পাঠিয়েছিস?' ও প্রশ্ন করলো অনুযোগের স্বরে।

'ও ডাকেনি,' ডোরিসের আগেই জনি বলে উঠলো। 'এটা আমারই মতলব। আমাদের কিছু ঠিক করার ছিলো।'

পিটার আবার ওর দিকে তাকালো। 'কিছু ঠিক করতে হবে,' ও খিঁচিয়ে উঠলো। 'তুমি ওকেও আমার বিরুদ্ধে লাগাতে চাইছো? যা করেছো তাতেও তুমি সন্তুষ্ট নও?'

'আমরা বিয়ে করতে চাই,' জনি জেদের সঙ্গে বলে উঠলো।

'ওকে বিয়ে করতে চাও? তোমাকে ডোরিস বিয়ে করবে?' দারুণ অবাক হয়েই বলে উঠলো পিটার। 'নীচ কোথাকার। ওর তার চেয়ে মৃত্যু ভালো! বের করে দেওয়ার আগে এখান থেকে বিদায় হও!'

'বাবা', ডোরিস পিটারের হাত ধরলো, 'জনির কথাটা তোমার শোনা উচিত! ও তোমাকে বেচে দেয় নি। ও স্টকগুলো—।'

'থামো!' পিটার চিৎকার করে উঠলো। 'তুমি ওর সঙ্গে গেলে আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। ওর সঙ্গে গেলে নিজের আত্মীয় স্বজনকে তোমায় ছাড়তে হবে! আমি কি জানি না এতো বছর ধরে ও আমাকে হিংসা করে এসেছে? এই কোম্পানী ছিনিয়ে নেবার জন্যই ও আমার পিছনে ষড়যন্ত্র করেছে। যখনই ভাবি কি বোকামিই আমি করেছি তখন কাঁদতে ইচ্ছে করে। ও অন্য কারও চেয়েই ভালো নয়, ওরা সবাই ইহুদিদের ঘৃণা করে। এখন তোকেও আমার বিরুদ্ধে লাগাতে চায় ও!'

ডোরিস অসহায় ভাবে ওর বাবার দিকে, তারপরেই জনির দিকে তাকালো। ওর দুচোখ জলে ভরে উঠলো।

জনির মুখ পাথরের মত স্থির। আস্তে আস্তে ও পিটারের দিকে তাকালো। 'তুমি শুনবে না,' ও তিক্তস্বরে বললো, 'শুনলেও বিশ্বাস করবে না। তুমি বৃদ্ধ, নিজের ভিতরটা নিজের অন্তরের বিষেই জর্জরিত। তবে এমন বৃদ্ধ নও যে কোনদিন বুঝতে পারবে না কি ভুল করলে।' ও টুপিটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোলো। তারপরেই ঘুরে তাকালো ডোরিসের দিকে।

ঠিক তখনই ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো এসথার। ওর দুচোখে জল। জনি কথা বলতেই ওর গলা কেঁপে উঠলো, 'ডোরিস, তুমি আমার সঙ্গে আসবে?' ওর গলায় আগে যা কোনদিন শোনা যায়নি সেই অনুনয়।

ডোরিস মাথা ঝাঁকিয়ে ওর বাবা আর মার কাছে সরে দাঁড়ালো।

এসথার ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলো। ও এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পিটারের গলায় হিংস্রতা ফুটে উঠলো এবার।

'যাও! দাঁড়িয়ে আছো কেন? দেখতেই পাচ্ছো ও যাবে না। তোমার বন্ধুদের কাছেই আবার যাও। তোমার নরকের বন্ধুদের কাছে, তোমার অংশীদারদের কাছে। ভেবেছো ওদের বিশ্বাস করতে পারবে? না, অন্য কিছুই আবিষ্কার করবে। একদিন তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তোমাকে ওরা ছুঁড়েই ফেলে দেবে, যেভাবে তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে!'

জনির দুচোখে জল ভরে উঠলো। চোখে সবই ওর ঝাপসা হয়ে উঠতে চাইলো। তখনও পিটারের হিংস্র কণ্ঠস্বর ওর কানে আঘাত করে চলেছিলো।

'তুমি হাসছিলে, তাই না? রচেস্টারের ক্ষুদে ওই লোহার ব্যবসায়ীকে তুমি ছবির জগতে আনতে চেয়েছিলে? কিন্তু সেটা তার স্বার্থে নয়, তোমার নিজেরই স্বার্থে। কারণ সব সময়েই কোম্পানীটা নিজের করেই তুমি দখল করার মতলব করে চলেছিলে। দীর্ঘ দিন ধরে আমাকে তুমি বোকা বানিয়ে এসেছিলে। আজ তোমার ইচ্ছাই পুর্ণ হয়েছে,' পিটারের গলা থামতেই সে কান্নায় ভেঙে পড়লো।

জনি পিটারের দিকে দু-এক পা এগোতেই সে মুখ তুললো।

'একাজ কেন করলে, জনি?' ও শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো। 'কেন? শুধু আজকের জন্য অপেক্ষা করে রইলে কেন, কেন আমাকে আগে বললে না আমাকে আর তুমি চাও না, ব্যবসা তোমার? একথা বললে ব্যবসা তোমাকেই দিয়ে দিতাম। এ জীবনে আমি যথেষ্ট পেয়েছি!'

ওর কণ্ঠস্বর তীব্র, তীক্ষ্ণ আর তিক্ততা মাখানোই হয়ে উঠলো।

না। তোমার নিজের পথেই এটা করতে বলো? আমার পিছনে ছুরি মেরে।'

জনি আর পিটার দীর্ঘক্ষণ পরস্পরের চোখে চোখ রেখে চললো।

পিটারের চোখে কিছু উত্তাপ খুঁজে পেতে চাইলো জনি। কিন্তু সেখানে তা ছিলো না।

জনি এবার ডোরিস আর এসথারের দিকে তাকালো। ওর জন্য তাদের অনুকম্পা ঝরে পড়ছিলো। ওরা যেন বলতে চাইছিলো 'ওকে সময় দাও! ওকে সময় দাও!'

শেষ পর্যন্ত ও ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজা অতিক্রম করে বেরিয়ে এলো। বুকের ভিতরটা ওর সীসের মত ভারি হয়ে উঠেছিলো। ও পিছন ফিরে দরজার দিকে তাকালো। চোখের জলে একটা অদ্ভুত জ্বালা বোধ করতে শুরু করেছিলো ও।

এলিভেটরের শব্দ ওর কানে এসে পৌঁছতেই ওর মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠলো।

এলিভেটরের দরজাটা এবার খুলে যেতেই ও উঠে দাঁড়ালো। ত্রিশ বছর! ত্রিশটা বছর! এরকম অবস্থায় পৌঁছনোর পক্ষে সত্যিই দীর্ঘ সময়।

পরবর্তী ঘটনা

১৯৩৮

রবিবার ও সোমবার

আমরা যাত্রা করলাম ভোর সাড়ে ছ'টায়, রাস্তাতেই তাই প্রাতরাশ আর মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিয়েছিলাম। এখন বেলা ছুটো। সূর্য মধ্য গগনে উঠে উজ্জ্বল তাপ বিলিয়ে চলেছে। আমরা খামার-বাড়ির সামনের সরু পথ দিয়ে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

বারান্দা অতিক্রান্ত করে একজন এগিয়ে আসতেই দেখলাম সে ভিক গুইদো।

গাড়ি থেকে আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'হ্যাল্লো, ভিক।'

পুরু চশমার কাচের মধ্য দিয়ে ও তাকালো, 'জনি এজ!' ও একটু অবাক হয়েই বললো, 'তুমি এখানে কি করছো?'

'তোমার বসের সঙ্গে একবার দেখা করবো ইচ্ছে ছিলো,' বললাম।

ও অনেকক্ষণ আমাকে লক্ষ্য করে জবাব দিলো, 'সে ওই ওয়াগনের মধ্যে খেলা দেখছে।'

'ঠিক আছে', বলেই ডোরিসকে নিয়ে এগোলাম।

'লোকটাকে দেখলেই কেমন ভয় লাগে,' ডোরিস বললো।

আমি হেসে উঠলাম। 'ভিক ঠিক আছে। ওর বস আমাকে স্নেহ করে বলেই ওর হিংসে।'

বেশ কিছুটা এগোতেই ওয়াগনটা চোখে পড়লো। ওর গায়ে লেখা :

'স্যান্টোসের কার্নিভাল আর অভিনয়'। প্রায় তুশ ফিটই ওই ওয়াগন। ওখানে ইতালীয় বোক্কা খেলা চলছিলো। খেলাটি হলো তুজনে বিরাট আকারের কাঠের বল গড়িয়ে দেয় আর সকলে উত্তেজনায় চিৎকার করে চলে। খেলাটা আমার বোধগম্য হয় না।

অ্যাল স্যান্টোস একটা বাক্সের উপর চুরুট মুখে বসে ছিলো পাশে আরও অনেকেই। আমাকে দেখেই অ্যালের কুঞ্চিত মুখে অদ্ভুত হাসি ছড়ালো। ও চুরুটটা সরিয়ে বলে উঠলো, 'আরে, জনি ! এসো, এসো, তোমার কথাই একটু আগে ভাবছিলাম।'

ওর অভ্যর্থনায় লজ্জা পেলাম। ও এবার ডোরিসের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'কেমন আছো প্রিয় ডোরিস ? দারুণ খুশি হলাম।'

ডোরিস অ্যালের গালে চুম্বন করলো, 'তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে, অ্যাল কাকু।'

'বাবা কেমন আছেন ?' অ্যাল প্রশ্ন করলো :

'অনেক ভালো। একটু বিশ্রাম চাই।'

'এখানে রোদ বড় বেশি, চলো ঘরে যাওয়া যাক,' অ্যাল উঠে দাঁড়ালো।

সকলে ঘরের মধ্যে ঢুকতেই চারদিকে তাকালাম। সবই সেই আগের মত রয়েছে, সেই পুরনো চেয়ারটাও যাতে অ্যাল বসতো।

আচমকা অ্যাল প্রশ্ন করলো, 'কোন ঝামেলায় পড়েছো, জনি ?'

'ব্যাপারটা বলেই ফেলো, জনি। যারা তোমায় ভালোবাসে তোমার মুখ দেখেই বুঝে নেবে কি হয়েছে,' হেসে বললো ডোরিস।

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে আমার কাহিনী শুরু করলাম। অ্যাল টান টান হয়ে চুপ করে শুনে চললো। আমার কাহিনী শেষ করার পর আমার মন চলে গেলো ছেলেবেলার দিনগুলোয়। অ্যালের কথাও মনে পড়লো, সে তখন কেমন ছিলো। আজ ওর বয়স কত ? সত্তরই হবে হয়তো।

অ্যাল এর পরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে জুতোর গোড়ালিতে কাঠি ঘষে একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো। তারপর বললো, 'আমাকে কি করতে বলছো ?'

একটু থেমে বললাম, 'জানি না। তুমিই আমার শেষ আশা, তাই বললাম।'

আমাকে যেন জরিপ করে নিয়েই ও বললো, 'ওই কোম্পানীটা তুমি চাও, তাই না?'

পিটার গতকাল কি বলেছে মনে পড়লো। তাই বললাম, 'হ্যাঁ। জীবনের ত্রিশ বছর এতে লাগিয়েছি। এটা শুধু আর ব্যবসা নেই, আমার জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ আমার এই হারানো পায়েরই মতো। এ নিয়ে সব কাজ করে চললেও মনে হয় কি যেন নেই। সেই পুরনো মানসিকতা আর পাওয়া যায় না।'

অ্যাল নরম গলায় বললো, 'ভুলও হতে পারে, জনি। তোমার মত যখন আমার বয়স ছিলো, আমিও তাই ভাবতাম। যে ব্যবসা ভালোবাসতাম তা ত্যাগ করে এসেছি। আজ আমি অত্যন্ত ধনী। তোমারও হয়তো ওটা ছাড়ার সময় হয়েছে।'

চাপা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, 'সেটা করলে বাড়ির পিছনে তো একটা স্টুডিও খুলতে পারবো না।'

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালো অ্যাল। তারপর বললো, 'চল ভিতরে যাই।'

সকলে প্রাচীন ধরনের একটা পার্লারে এসে ঢুকলাম। ডোরিস আর আমি পরস্পারের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম কি করতে চায় অ্যাল?

অ্যাল এবার চিৎকার করে বললো, 'ভিত্তোরিও, এদিকে এসো।' তারপর ও আমাদের দিকে তাকালো।

'তোমরা কবে বিয়ে করছো?'

আমরা শিশুর মত একটু লাল হয়ে উঠলাম। ডোরিসই জবাব দিলো, 'এ নিয়ে কথা বলার সময় পাইনি।'

'কথা? কিসের কথা?' অ্যাল ফেটে পড়লো। 'নিজেদের মন এখনও বুঝতে পারোনি?'

আমি জবাব দেওয়ার আগেই ভিক ঢুকলো।

আমাদের অগ্রাহ্য করেই ও বললো, 'কি চাইছো, অ্যাল ?'

'বোস্টনে কনস্টানটিন কন্সটান্টিনভকে ফোনে ধরো,' ও বললো।

ভিক দ্রুত আমার দিকে তাকিয়ে ইতালীয় ভাষায় কিছু বললো।

অ্যাল ওর হাত তুলতেই মাঝপথে থেমে গেলো ভিক। ধারালো ইস্পাতের মতই অ্যালের কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'আমি বলেছি ফোন ধরো। ভবিষ্যতে ব্যবহার করতে শিখে নিও। যখন অন্য কেউ থাকবে তখন ইংরাজীতে কথা বলবে। ভুলে যেও না জনিকে আমি ছোট থেকে মানুষ করেছি।'

ভিক তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে অভিষিক্ত করে ফোন তুললো।

আমি অ্যালের দিকে তাকালাম। আমি জানতাম না ও কন্সটান্টিনভকে চেনে। লোকটি বিশ্বের অন্যতম ধনী মানুষ। সে গ্রেটার বোস্টন ইনভেস্টমেন্টের মালিক।

'ওর সঙ্গে কথা বলে কি হবে, অ্যাল ?' বললাম। 'সে তোমার কথা কথা শুনবে না।'

অ্যাল প্রত্যয়ের হাসি হাসলো। 'হ্যাঁ, শুনবে।' ও বললো।

ভিক এবার ফোন এগিয়ে ধরতেই সেটা ধরলো অ্যাল। 'হ্যাল্লো, কনস্টানন্টিন, তোমার সঙ্গে ম্যাগনামের বিষয়ে কথা বলতে চাই। শোনো, ওখানকার কাজকর্ম আমার পছন্দ নয়। আর, আমার ধারণা ফারবার ঢুকলে বিরক্তিকর ব্যাপার হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনলাম। রনসেন কি ভাববে তাতে কিছু আসে যায় না। ফারবার স্টুডিওর কাজ নষ্ট করে দেবে। রনসেনকে জানাও, ফারবারকে নিলে আমি টাকা ধার দিতে রাজি নই।' একটু থামলো অ্যাল তারপর আবার বললো, 'ঠিক আছে, কন্সটানটিন। বিদায়।'

ফোন নামিয়ে রেখে হাসি মুখে তাকালো অ্যাল। 'আমার মনে হয় আর কোন ঝামেলা হবে না।'

আমি প্রায় হাঁ হয়ে গেলাম। 'ওকে এরকম করতে বললে কি করে?' প্রশ্ন করলাম।

আমায় অবাক হতে দেখে অ্যাল হেসে বললো, 'খুবই সহজ। আমিই গ্রেটার বোস্টন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশনের মালিক।' তারপর ও আমাকে যা শোনালো তাতে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

বাড়ি ফেরার পথে আমার মনে পড়লো ছোটখাটো চেহারার যে লোকটিকে খামারে রেখে এলাম সে আজ দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী। অ্যালের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিমাপ করার শক্তি আমার নেই। আমার মনে ফুটে উঠলো চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা যখন টাকার জন্য হন্যে হয়ে ফিরছিলো তখন আস্তে আস্তে প্রাচ্যে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ওই কন্সটানটিন ছিলো ভিকের অফিসের এক কেরানী।

নিজের মনেই হাসলাম আমি। চলচ্চিত্র জগৎ যখন বোস্টন কোম্পানীর হাত এড়াতে চাইছিলো তখন অ্যালের অন্য কোম্পানীরই খপ্পরে পড়ে ওরা। অবাক হলাম অ্যাল কত টাকার মালিক? বিশ মিলিয়ন? পঞ্চাশ মিলিয়ন? আরও বেশি? কিন্তু তাতে যায় আসে না কিছু। আমি খুশি। এর চেয়ে ভালো আর হতে পারে না।

যখন বাড়ি ফিরলাম রাত তখন দশটা। ঠিক সেই মুহূর্তে নার্স এসে জানালো, 'মিঃ এজ, মিঃ কেসলার আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। তবে বেশি কথা বলবেন না।'

ডোরিসকে নিয়ে পিটারের ঘরে ঢুকলাম। এসথার পিটারের পাশেই বসেছিলো। ম্লান, ফ্যাঁকাসে লাগছিলো পিটারকে। ও আমাকে দেখেই বললো, 'কি খবর, জনি?'

আমি হাসলাম। 'তুমি ঠিকই বলেছো, বস,' বললাম। 'অ্যাল সাহায্য করেছে। সব কিছুই ঠিক হতে চলেছে।'

পিটার মৃদু হেসে চোখ বুজলো। তারপর আস্তে আস্তে চোখ খুলে বললো, 'তোমরা নিশ্চয়ই শীঘ্রই বিয়ে করছো?'

আমি কিছু বলার আগেই ডোরিস পিটারকে চুম্বন করে বলে উঠলো, 'তুমি ভালো হয়ে উঠে সম্প্রদান করতে পারলে তখন, বাবা।'

হাসলো পিটার। মনে হলো ওর দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। ও তাড়াতাড়ি বললো, 'বেশি দেরি করিস না। নাতি নাতনিদের দেখে যেতে চাই।'

ডোরিস আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমি শয্যার কাছে এগিয়ে বললাম, 'চিন্তা কোরো না, পিটার। নিশ্চয়ই দেখবে।'

তখনই নার্স এসে আমাদের চলে যেতে অনুরোধ জানালো। ডোরিস এসথারকে বললো, 'মা, আসছো না?'

এসথার মাথা নাড়লো। 'না, ও ঘুমোলে যাবো।'

আমরা ঘর ছেড়ে লাইব্রেরীতে এসে ঢুকতেই ডোরিস ভয়ার্ত মুখ তুলে তাকালো। 'জনি, আমার কেমন ভয় লাগছে। মনে হচ্ছে খারাপ কিছু হবে।'

আমি ওর হাত ধরলাম। 'ভয়ের কিছু নেই, প্রিয়া। এক সপ্তাহ ধরে যা ঘটেছে এ হলো তারই প্রতিক্রিয়া। সবই ঠিক হয়ে যাবে।'

ও মুখ তুললো। 'সত্যি বলছো, জনি?' ও প্রশ্ন করলো।

'নিশ্চয়ই,' আমি দৃঢ় স্বরে বললাম।

কিন্তু আমার ভুলই হলো। ওই শেষ বারই আমি পিটারকে জীবিত দেখেছিলাম।

সকাল সকালই আমি অফিসে এসেছিলাম। আমার চোখে পড়লো গেট ছেড়ে দলে দলে মানুষ কাজে চলেছে—অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, পরিচালক, এক্সট্রা আরও নানা ধরনের মানুষ। ওরা কাজে চলেছে। সবাই আমার মত মানুষ। ছবির জগতের মানুষ।

গর্ডন আগেই এসেছিলো। আমাকে হাসিখুশি দেখেই ও বললো, 'কি ব্যাপার ? পেটে এক ফোঁটাও পড়েনি মনে হচ্ছে।'

'এক পাত্তর দাও, গলা শুকিয়ে আসছে।'

গর্ডন গ্লাসে পানীয় ঢেলে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কুত্তীর বাচ্চাকে কোথায় কবর দিলে ?'

আমি অঙ্গভঙ্গী করে বললাম, 'আগেই বলেছিলাম আমার পরিকল্পনা আছে। ব্যাঙ্কের ফোন পেয়েই ফারবার আর ওর চেলা রথ ডানা মেলে উড়ে গেছে।'

'সত্যি, জনি ?' ও হাসলো। 'কি করে করলে ?'

'গোপন ব্যাপার, খোকা,' মুচকি হেসে বললাম। 'এবার কাজ।'

গর্ডন হেসে বিদায় নিতেই জানালার বাইরে তাকালাম। চমৎকার একটা দিনই আজ। সুসজ্জিতা একটা মেয়েকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। ও আমাকে দেখে হাসলো, 'হ্যাল্লো, জনি।'

একটা সিগারেট ধরালাম। এতো ভালো কোনদিন লাগে নি।

প্রায় দশটার সময় ল্যারীর ফোন পেলাম। ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলো। ওকে আসতে বলে দিলাম।

অফিস ঘরে ঢোকার সময় ওর মুখে বিহ্বলতা ফুটে উঠতে দেখলাম। দেখেই বুঝলাম ও কন্সটান্টিনভের ফোন পেয়েছে।

'জনি,' ও বসার আগেই বলে উঠলো। 'দারুণ ভুল হয়ে গেছে!'

আমি কিছুই যেন জানি না এমন ভাব দেখালাম। 'কি ব্যাপার?'

'ফারবার আর রথকে তোমার অনুমতি ছাড়া নেওয়া যেতো না। বোর্ডের টেলিফোন লাইন ক্রশ হয়ে যায়,' ও হাঁফাতে হাঁফাতে বললো।

আমি চট করে জবাব দিলাম না। ওর অবস্থা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করে চললাম। ও কুঁকড়ে গেছে। আমায় অহমিকা বোধ পেয়ে বসেছিলো। এবার বললাম, 'খারাপ ব্যাপার!'

ওর মুখে চিন্তা ঘনালো। 'মানে······কি বলছো?'

'গতকালের কথা মনে করে দেখো। ওরা এলে আমি থাকছি না।' বেশ অভিনয় করেই বললাম। 'আমি থাকছি না।'

মনে হলো ও অজ্ঞান হয়ে পড়বে। ওর মুখ সাদা হয়ে গেলো যখন ও জবাব দিলো, 'জনি—আমি বলছি ফোনটা ক্রশ হয়ে যায়—সবটাই ভুল—।'

'ডাবল ক্রশড!' আমি চাপা স্বরে বললাম। ব্যুমেরাং হয়েই ওটা ওকে আঘাত করেছে। 'তাহলে কি হবে?' আবার বললাম।

'কাগজে ভুল সংশোধন করে খবর ছাপতে দিয়েছি, জনি। আমি দুঃখিত, এমন ঘটেছে বলে।'

দারুণ হাসি পেলো। মহত্ত্ব দেখানোর সুযোগ ছাড়লাম না। তাই বললাম, 'ঠিক আছে, ল্যারী, ভুল সকলেরই হয়, ভবিষ্যতেও হবে।'

ও এবার খুশি মনেই বিদায় নিলো।

এবার ডোরিসকে ফোন করলাম।

ও ফোন ধরতেই বললাম, 'কি খবর, প্রিয়া?'

'জনি,' ও আস্তে আস্তে বললো, 'বাবা মারা গেছেন।'

একটা শীতল স্রোত আমার শরীর বেয়ে নামতে চাইলো। মনে

হলো একটা বরফের বাক্সে বসে আছি। শেষ পর্যন্ত কণ্ঠস্বর খুঁজে পেলাম, 'আমি দুঃখিত, ডোরিস। কখন ঘটলো?'

'এক ঘণ্টা আগে।'

'এখনই আসছি,' বললাম। 'মা কোথায়?'

'উপরে ওই ঘরেই আছে,' ফোনের মধ্যেই ওর কান্না শুনতে পেলাম।

'কেঁদো না, ডোরিস। পিটার এটা চাইতো না।'

'জানি। বাবার কাছে কিছু চাইতে হলে আমি কাঁদতে চাইতাম,' কান্না চেপে ও বললো।

'এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। আমি আসছি।'

ফোন নামিয়ে রাখতেই আমারও চোখ জলে ভরে উঠলো। মনে হলো পিটার বলছে: 'ছেলেমানুষী কোরো না, জনি। চিরকাল কেউ বেঁচে থাকে না।'

কিন্তু......কিন্তু ওর জন্য কাঁদার অধিকার আমার আছে।

বাইরে আসতেই সকলের মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখলাম। সেখানে আমার প্রতি সহানুভূতিও ফুটে উঠেছিলো। ওরা সবাই দুঃসংবাটা শুনেছে।

বব আমার হাত ধরে বললো, 'তোমার মনের অবস্থা বুঝেছি, জনি। পিটার চমৎকার মানুষই ছিলো।'

'আমরা যা জানি তার চেয়ে ঢের বড় মাপের মানুষই,' বললাম।

'অন্ততঃ সে পিছনে ছুরি নিয়ে ঘুরতো না।'

পায়ে পায়ে রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

অফিসে ঢুকে টেবিলের সামনে একখণ্ড কাগজ নিয়ে বসার সময় ওটা খালিই ছিলো। কাগজের বুকে কিছু লিখেই দেখতে চাইলাম কি লিখলাম:

'ম্যাগনাম পিকচার্স কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্যদের প্রতি।'

হঠাৎই আমার স্মৃতিপথে অনেক কথাই জেগে উঠলো। আমার মনে পড়লো অ্যাল যখন গ্রেটার বোস্টন কোম্পানীর মালিক ও নিজে একথা জানানোর পর অন্য কিছু বলেছিলো।

অদ্ভুত হাসির সঙ্গে ও বলেছিলো, 'পিটার একদিন বলেছিলো তুমি আমার কাছে আসবে।'

আমি অবাক হয়েই বলেছিলাম, 'পিটার জানলো কি ভাবে? মাত্র গতকালই আমরা মনস্থির করেছি।'

মাথা নেড়েছিলো অ্যাল। 'তুমি ভুল করছো, জনি,' ও জবাব দিয়েছিলো, 'এ প্রায় তুবছর আগের কথা। সে যখন ম্যাগনামের শেয়ার বেচে দেয়।'

হতবাক হয়ে ডোরিসের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারপর আবার ওর দিকে।

'ও তখনই বা জানলো কি করে?' অবিশ্বাসভরে প্রশ্ন করেছিলাম।

অ্যাল ভিকের দিকে তাকিয়ে ছিলো। ভিক আমার দিকে ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

'তোমার মনে পড়ছে যেদিন পিটার তোমাকে ওর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে?' অ্যাল প্রশ্ন করেছিলো।

আমি মাথা নুইয়ে আড়চোখে ডোরিসকে লক্ষ্য করছিলাম।

অ্যাল একটা চুরুট ধরিয়ে বলে চলেছিলো, 'তুমি চলে যাওয়ার পরেই পিটার আমাকে ফোন করে। তাই না ডোরিস?'

ডোরিস বড় বড় চোখ করে বললো, 'হ্যা, আমার মনে আছে।'

অ্যাল আবার বললো, 'পিটারের প্রথম কথাই ছিলো জনি আমাকে বেচে দিয়েছে!' তারপর ও আমার কাছে ধার চায় যাতে কোম্পানীটা কিনে নিতে পারে।

'আমি ভিক কি করেছে শুনে ওর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম, কিন্তু

করার কিছুই ছিলো না। আমি ওর কাছে তাই জানতে চাইলাম টাকা দিয়ে ও সত্যি কি করবে।'

' "কি বলছো ?" ও জিজ্ঞাসা করলো।'

' "ওরা তোমাকে সাড়ে চার মিলিয়ন দিচ্ছে শেয়ারের বদলে। এতো টাকা যখন পাচ্ছো আর ঝামেলায় যাবে কেন ? বরং অবসর নিয়ে ভদ্রলোকের মত থাকো।" '

'ও এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো। আমি তখন ওকে জানালাম ভিত্তোরিও তোমাকে কি করেছে।'

'ও তখন জবাব দিলো "জনির সম্পর্কে আমি ভুল করেছি ?" '

' "হ্যাঁ, তুমি ভুল করেছো," ' বললাম।

' "তাহলে টাকাটা চাই।" '

' "কেন ?" আমি প্রশ্ন করলাম।'

' "কারণ জনির কিছুই আর নেই। ওকে সাহায্য করতে হবে। আমি না থাকায় ওর কাজ থাকবে না।" '

' "জনির কাজ যাবে না," আমি বললাম।' ' "ওরা ওকে চাইবেই, কারণ ছবির কাজ ওই একমাত্র জানে।" '

' "কিন্তু একদিন জনি বিপদে পড়বে। আমার মতই ওকে ওরা সরিয়ে দেবে। আমি বা তুমি ছাড়া কারও কাছে ওর যাওয়ার নেই।" '

' "ও যদি বিপদে পড়ে আমিই সাহায্য করবো," আমি বললাম।' "ইতিমধ্যে তুমি অবসর নিয়ে স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে আনন্দ করে কাটাও।" '

' "তারপর ও আমাকে শপথ করিয়ে নিলো তোমাকে যেন সাহায্য করি। আমার ইচ্ছেও তো তাই, সেই জন্যই অঙ্গীকার করলাম। এই হলো ঘটনা।" '

আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেলো। আজ বুঝতে পারছি ওরা দুজনেই আমার রক্ষাকারী দেবদূত। ওদের ঋণ

শোধ করার ক্ষমতা আমার নেই। নিজেকে আমি চালাক ভাবলেও সত্যিই আমি তা নই।

চলচ্চিত্র জগতের মানুষ আমরা। আমাদের একমাত্র কাজ সুন্দর সেলুলয়েডের বুকে স্বপ্ন আঁকা। আমরা বুঝি না এই স্বপ্ন একমাত্র আমরাই বিশ্বাস করি। আমাদের নিজেদের গড়া স্বপ্নময় জগতেই আমরা বাস করি আর তারই মধ্যে কঠিন বাস্তব মাঝে মাঝে তার দংষ্ট্রা বিকশিত করতে চায়।

আমি অন্য কারও চেয়ে আলাদা নই। আমি চমৎকার এক স্বপ্নিল জগতেই সেলুলয়েডের গড়া প্রাসাদে বাস করছিলাম। কিন্তু সেলুলয়েড উত্তাপে গলে যায় আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। শুধু আমার চারপাশের মানুষই এটা ধরে রাখতে সাহায্য করছিলো।

এখন আমি বুঝতে পারি পিটারই ছিলো এর সব শক্তি। সেই ছিলো এর ভিত আর দেওয়াল। সে ছাড়া সে প্রাসাদ আর নেই।

সে ছাড়া আমার বাস করার মত কোন স্বপ্নিল জগতও নেই। তাই আবার কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলাম:

'এতদ্বারা আমি প্রেসিডেন্ট ও ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য পদ হইতে পদত্যাগ করিতেছি···।'

'এ তুমি করতে পারো না, জনি!' আমার কানের কাছে কার গলা শুনতে পেলাম।

আমি মুখ তুলেই ডোরিসকে ফ্যাকাসে মুখে দেখতে পেলাম।

'বাড়িতে মার কাছে থাকোনি কেন?' কর্কশ স্বরেই বললাম।

ও অগ্রাহ্য করে বললো, 'এ তুমি করতে পারো না জনি! এ ভাবে ছেড়ে যেতে পারো না!'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমার হাত কাঁপছিলো। এগিয়ে গিয়ে জানলাটা খুলে দিলাম। স্টেজ থেকে কিছু সঙ্গীত মূর্চ্ছনা ভেসে আসছিলো। 'ওই সঙ্গীত আমার মৃত্যুর পর এখানে আর

চলতে দেবো না,' কর্কশস্বরে বললাম। 'আমি ওটা থামাতে চাই।'

ডোরিস পাশে এসে দাঁড়ালো। দূরে দৃষ্টি মেলে ও বলে উঠলো এমন সঙ্গীতময় কণ্ঠে যা আগে কোনদিন শুনিনি, 'কোন মানুষ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কি মিনার রেখে যেতে পারে দৈনন্দিন জীবনের শোক তাপ দূর করে আনন্দ দিয়ে যেতে ?'

কোন জবাব দিলাম না।

ও আমার দিকে তাকালো। ওর চোখে জলের ধারা নামলো। ও এবার বললো, 'তাই তুমি ছাড়তে পারবে না, জনি! তুমি আর বাবা এক সঙ্গে এটা গড়ে তুলেছো, আজ তাকে ত্যাগ করতে পারো না। সেই জন্যই বাবা তোমাকে স্যাণ্টোসের কাছে পাঠিয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন তিনি কোন দিন ফিরতে পারবেন না।

'এ ছাড়াও অন্য কারণ আছে, জনি,' ডোরিস বলে চললো, 'এর সব লোকজন। ওরা তোমার উপর নির্ভর করছে—তাদের চাকরি, পরিবার তাদের বাড়িঘর। ওরা তোমার জগতেরই—সবাই চলচ্চিত্র জগতের মানুষ। ওদের ছেড়ে গেলে তুমি সুখী হবে না, জনি। বহুবছর আগে লোহার দোকানের একজনের সঙ্গে তুমি ব্যবসায়ে নেমেছিলে —আজ তার আদর্শ ছেড়ে দিতে পারো না।' ও আমার দুহাত নিজের হাতে তুলে নিলো। 'আজ তোমাকেই সেই শপথ রাখতে হবে।'

হঠাৎ আমার বুক থেকে চাপা একটা শ্বাস নির্গত হলো। ডোরিস ঠিকই বলেছে, আমারই অবচেতন মনের কথা। আমি ছেড়ে যেতে পারি না। আমি কি ধরনের মানুষ, প্রথম যন্ত্রণার স্পর্শে যে পালাতে চায় ?

ওরই বাবা মারা গেছে। আর ও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, যেটা আমারই দেওয়ার কথা। ওর হাত তুলে নিয়ে চুম্বন করলাম।

টেবিলের উপর থেকে কাগজটা তুলে নিয়ে আবার সূর্যের আলোয় বেরিয়ে এলাম। সঙ্গীত ধ্বনি শুনে আর বিরক্তি হলো না। ডোরিস ঠিকই বলেছে। এই মিনারই মানুষ স্মৃতি হিসেবে রেখে যেতে চায়। দুজনে দরজা পার হয়ে এলাম।

আমার মাথার উপর বিরাট বোতল থেকে শ্যাম্পেন ঢালার শব্দ কানে এলো। ম্যাগনামের সেই প্রতীক। কানে আসছে এসথারের সেই কথা: 'ম্যাগনাম নাম দিলে কেমন হয়?'

টের পেলাম হঠাৎই আমার চোখের পাতা ভিজে উঠছে। আমি চোখ বন্ধ করলাম।

আবার চোখ খুললাম। অনেক দিনই অতিক্রান্ত হয়েছে। কত মানুষই হারিয়ে গেছে। ডোরিসের গাড়ির দিকেই এবার অগ্রসর হলাম। ও গাড়িতে উঠতেই এক মুহূর্ত থেমে হাতে ধরা কাগজটা ছিঁড়ে কুচি কুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলাম। ডোরিসের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমরা দুজনেই কাগজের টুকরোগুলো উড়ে যেতে দেখলাম।

ডোরিস আমার হাতে আলতো স্পর্শ করলো। ওর ওই স্পর্শে আমার হৃদয় আনন্দে ভরে উঠলো। আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি কিন্তু। বাড়িতে মার কাছে থাকলে না কেন?'

ও আমার চোখে চোখ রাখলো। সে চোখে অনুভূতির স্পর্শ। 'মা এসে তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে,' ও জবাব দিলো। 'মা বলেছে এই মুহূর্তে আমাকেই তোমার বেশি করে দরকার।'

ওর দিকে তাকিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। 'ঠিক আছে, ডোরিস,' আমি বললাম, 'চলো বাড়ি যাই।'

——